জীবন দর্পণ
শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

সংকলনে ঃ-

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

'জীবন মানে একটি পাতা
পাকলে ঝরে যাওয়া,
জীবন মানে একটি প্রদীপ
হঠাৎ নিভে যাওয়া।
জীবন মানে নতুন চাওয়া
নতুন কিছু পাওয়া,
সবার মনে জ্বালিয়ে আলো
হঠাৎ চলে যাওয়া'

অবতরণিকা

ধীরে ধীরে জীবনের ছায়া পূর্ব দিকে ঢলে পড়ছে। হয়তো বা কোন্ দিন প্রাণ-সূর্য অস্তমিত হবে। যাবার আগে তোমাদেরকে কিছু দিয়ে যেতে পারব না। তাই 'জীবন-দর্পণ'-এর কিছু প্রতিবিম্ব তোমাদেরকে উপহার দিয়ে গেলাম। কতভাবে শিখলাম; দেখে শিখলাম, লেখে শিখলাম, ঠকে শিখলাম। শেখারও কি কোন শেষ আছে বলছ?

মানুষের সাথে ব্যবহারে কত অভিজ্ঞতা হল। স্বদেশী-বিদেশী কত মানুষের সাথে আলাপ হল, স্বভাষী-বিভাষী কত মানুষের সাথে ভালোবাসা ও শত্রুতা হল, আর তাতে যে কত শিক্ষা পেলাম, তারও কিছু কিছু উত্তাপ থাকবে এই পুস্তিকায়।

জীবনের চাওয়া-পাওয়ার দোদুল্যমান খেলা, আশা-নিরাশার আলো-আঁধারের ছিনিমিনি, ভক্তি ও ঘৃণার ফুল ও পাথরের ঘাত-প্রতিঘাত জীবনকে কখনও সমৃদ্ধ করেছে, কখনও করেছে মলিন। হাসি-কান্নার অশ্রুধারায় জীবন কখনও হয়েছে পরিপ্লুত। উথান-পতনের টানাপোড়েনে জীবন কখনও হয়েছে ফুল-বিষময়। টক-ঝাল-মিষ্টির পরিবর্তনশীল স্বাদে পরিপূর্ণ এ জীবন কখনও হয়েছে আনন্দ ও নিরানন্দময়।

বিচিত্র এ জীবন। জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। অসম্ভব আশার ফুলকুঁড়িও প্রস্ফুটিত হয়েছে জীবন-বাগিচায়। তবুও বলব, অনেক কিছু পাইনি। জীবনের অনেক পাওয়া হতে বঞ্চিত আমি। সে বঞ্চনা যেন পরকালে না থাকে, সেই কামনাই করি।

যারা সমাজের কোন দায়িত্ব নিয়ে কালাতিপাত করে, তারা জানে কিংবদন্তি শরাঘাতের বিষময় জ্বালা। যারা সমাজে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তারা জানে তাদের প্রতি হিংসুকদের বিষাক্ত ছোবল-যন্ত্রণা, বিরোধীদের অপবাদ ও অপপ্রচারের ঘাত-অভিঘাত।

এখনও দিন পড়ে আছে হয়তো-বা। মানুষ বৃদ্ধ হলে সম্মানী হয়, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, মহা লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার মহাকালই হল বৃদ্ধকাল। মহান আল্লাহ যেন তা হতে রক্ষা করেন আমাকে।

জানি না আমি কাকে কী দিতে পেরেছি আমার জীবনে। উপকার করতে

পেরেছি কার কী? মনে হয় যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় জীবনের সব কিছু তেমনই আছে, যেমন ছিল আমার আসার পূর্বে। আর তার মানে আমি কাউকে কিছু দিতে পারিনি।

তাই উপহার দেব ভেবে গাঁথলাম এই মুক্তার মালা। মুক্তা আমার নয়, সব কুড়িয়ে পাওয়া, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা মুক্তা-দানা। আমি কেবল আমার দুর্বল সুতো দ্বারা সযত্নে গেঁথে তোমার হাতে তুলে দিলাম।

প্রিয় বন্ধু! তুমি সাদরে তা গ্রহণ ক'রে নিজ কণ্ঠে পরিধান করো, তারপর 'জীবন-দর্পণ'-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেখো, আমার চোখে তুমি অপরূপা মুক্তারানী হবে। পুরুষ বলে তা কণ্ঠে পরিধান না করলে তুমি তোমার মনের মণিকোঠায় তুলে রেখো। দেখবে তোমার সে কোঠা ঝলমলে আলোয় আলোক-দীপ্ত হবে।

আমি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে দেখব, যদি তোমাকে অপরূপা লাগে অথবা তোমার কোঠা আলো ঝিলিমিলি করে, আমার বারি-সিঞ্চনে পৃথিবীর কোন উদ্যান যদি ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়, আমার এই উপহার নিয়ে যদি কেউ প্রকৃত সুখের সন্ধান পায় অথবা চিরসুখী হওয়ার পথের সন্ধান পায়, তাহলে সেই দেখায় আমার চক্ষু শীতল হবে, আমার মনে খুশির জোয়ার আসবে।

আমি বঞ্চিত হলেও তোমার জন্য সঞ্চিত ক'রে গেলাম সুখের সামগ্রী। তুমি চিরসুখী-চিরসুখিনী হয়ো বন্ধু! বিনিময়ে আমাকে 'দুআ' দিয়ো, যাতে আমি পরকালে চিরসুখের বাগান পাই।

ইতি---

তোমার সুখ-সন্ধানী বন্ধু

আব্দুল হামীদ মাদানী

১৫ রমযান, ১৪৩৩হিঃ

৩/৮/ ১২খ্রিঃ

পার্থিব জীবনের প্রকৃতত্ব

পার্থিব জীবনের প্রকৃতত্ব এই যে, তা ক্ষণস্থায়ী। কখনও সুখের কখনও দুঃখের। অধিকাংশ মানুষ এ জীবনে কোন না কোনভাবে কষ্টই পেয়ে থাকে।

আর মু'মিনের জীবন তো আরও দুঃখে ভরা। যেহেতু তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। তিনি বলেছেন,

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ } (١٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। (বাক্বারাহঃ ১৫৫)

সুতরাং জীবন যতক্ষণ আছে, বিপদ ততক্ষণ থাকবেই। কান্না ছাড়া জীবন হয় না। জীবন যেন একটি পিঁয়াজের মত। একটির পর একটি খোসা কেবল। আর তাতে শুধু অশ্রুধারা।

ব্যথা দেওয়া, ব্যথা পাওয়া এই তো জীবনের রহস্য। 'জীবনে যে ব্যথা দিলও না, পেলও না, সে জীবনের আর কী পেল?'

প্রত্যেকের জীবনে সমস্যা আছে। তাই 'জীবনের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে, জীবনকে অস্বীকার করা।'

'জীবনে সমস্যা সৃষ্টি না হলে বাঁচার আনন্দ অর্ধেক হয়তো নষ্ট হত। দুঃখ আছে, চিন্তা আছে, দৈন্য আছে বলেই তো জীবন কখনো একঘেয়ে হয়ে উঠে না।'

শান্তি-কষ্ট, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর দুই নিয়েই জীবন। কাউকে অবহেলা করতে নেই। হরিণের শিং কত সুন্দর। কিন্তু পা অসুন্দর। ময়ুরের পেখম সুন্দর। কিন্তু পা সুন্দর নয়।

প্রত্যেকের জীবনে দ্বন্দ্ব আছে। 'নদীতে স্রোত আছে, তাই নদী বেগবান। জীবনে দ্বন্দ্ব আছে, তাই জীবন বৈচিত্রময়।'

'মেঘ ও রৌদ্র এই দুইয়ে মিলেই তৈরি হয় রঙধনু। আমাদের জীবনও কোন ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও আছে সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, অন্ধকার ও আলো।'

আশানুরূপ সুখ কেউ পায় না এ জীবনে। কল্পিত বা অভিনীত সুখের আশা করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। শায়খ সা'দী বলেছেন,

'কাব্য উপন্যাস নহে এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে ইহা প্রকৃত ভবন।'

জীবনে যা পেয়েছ, তাই বাস্তব চোখের পানি ফেলে অরণ্যে রোদন ক'রে কোন ফল নেই বন্ধু! মনের মতো চেয়ে যা পাওনি, তা পাওয়ার আশায় রোদন ক'রে লাভ কী? নাটকীয় পরিবর্তন নাটকেই হয়। বাস্তব সংসারে সে পরিবর্তনের জীবন আশা করা ভুল বন্ধু! তবে আল্লাহ চাইলে, সে কথা ভিন্ন।

'মানুষের মন একটি অতল দীঘির মতো। কখনো তাতে মানুষ ডুবে যায়, আবার কখনো তাতে পদ্ম ফোটে।' 'মানুষের মনটা জঙ্গলের মতো, তাতে আছে নানা রকমের গাছ, নানা ধরনের ফুল-ফল, আছে বাঘ-ভালুক, সাপ ইত্যাদি।' সুতরাং যার মন পেয়েছ, তার মনের ব্যাপারে সতর্ক থেকো বন্ধু। এমনও হতে পারে যে, তোমার ফুল-বাগিচায় বাঘ এসে পড়বে।

'জীবন পথে চলার জন্য একটু উদাসীনতা চাইই।' জীবনের সব কিছু মনোমতো চলে না। যা কিছু মনের প্রতিকূলে ঘটে, তাকেও অনেক সময় মেনে নিতে হয়। তাছাড়া জীবন অচল হয়ে যায়। নিখুঁত কোন জীবন নেই, অনাবিল কোন সুখ নেই, ত্রুটিহীন কোন সংসার নেই।

পুরোটা জীবন এক রকম হয় না। কোনদিন মধু, কোনদিন কদু আসে জীবনে। 'সূর্য প্রত্যেক দিন পূর্ব দিকে ওঠে ও পশ্চিম দিকে ডোবে ঠিকই, কিন্তু একই জায়গা থেকে ওঠে না। জীবনটাও অনুরূপ।' 'জীবনটা নাগরদোলার খেলার মত, কখনো উপরে ওঠে, কখনো নিচে নামে।'

এক দম্পতি মাংস দিয়ে খানা খাচ্ছিল। দরজায় এক ভিক্ষুক এল। স্বামীর হুকুমে স্ত্রী উঠে গিয়ে ভিক্ষা না দিয়ে ভিক্ষুককে তাড়িয়ে এল। কিছু দিন পর মনোমালিন্য হয়ে এই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটল।

অতঃপর ঐ মহিলার পুনর্বিবাহ হল। একদিন মাংস নিয়ে স্বামীর সাথে

খানা খেতে বসেছে, এমন সময় দরজায় ভিখারীর শব্দ এল। স্বামী হুকুম করল, এই মাংস সহ খানা ভিক্ষুককে দিয়ে এস। স্ত্রী তা দিয়ে এসে স্বামীর সামনে কান্না আর রোধ করতে পারল না। স্বামী বলল, 'কাঁদছ কেন? আমরা তো আল্লাহর দেওয়া রুযী থেকে আল্লাহরই পথে ব্যয় করলাম।'

স্ত্রী বলল, 'ভিক্ষুকটা কে জানো? আমার প্রথমকার স্বামী! ঐ একদিন এক ভিক্ষুককে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু আজ সে নিজেই ভিখারী!'

স্বামী বলল, 'ও, তাই বুঝি? আর ঐ বিতাড়িত ভিক্ষুক কে ছিল তা জানো? তোমার বর্তমান স্বামী, আমিই! আল্লাহ যাকে যখন ইচ্ছা ধনী-গরীব ক'রে থাকেন।'

জীবনে আজ যা আছে, কাল তা নাও থাকতে পারে। আজ যে বন্ধু আছে, কাল সে শত্রু হয়ে যেতে পারে। আজ যে আপন আছে, কাল সে পর হয়ে যেতে পারে। কবি বলেছেন,

'জীবন-চাকা কলের মত ঘুরল জীবনভর,
সকাল-দুপুর আপন সবাই সাঁঝের বেলায় পর।'

আর আপন যখন পর হয়, মায়ার বন্ধন যখন ছিন্ন হতে লাগে, তখন বড় কষ্ট হয় বন্ধু। স্বার্থের আকর্ষণে যখন বাঁধন ছিঁড়ে যায়, তুমি যার অবলম্বন ছিলে, তার পায়ের তলায় যখন মাটি হয়, অতঃপর সে যখন তোমাকে বর্জন ক'রে স্বাধীনতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার বড়াই দেখায়, তখন কষ্ট হয়, না হয় না বল?

কিন্তু সেটাই এ জীবনের বাস্তবতা বন্ধু! সেটাই সকলকে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। চিরদিন কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখতে পারো না। চিরদিন কাউকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে রাখতে পারো না। কুঁড়ি হয়ে যে বুকে ফুলকে সযত্নে ধরে রেখেছ, সে ফুল একদিন ফুটবেই ফুটবে। ফুল হয়ে যে ফলকে তুমি নিজের অন্তরে লুকিয়ে রেখেছ, সে ফল একদিন ফলবেই ফলবে। ফুল ঝরবে, ফল পড়বে---এই তো জীবনের প্রকৃত রহস্য বন্ধু!

যে যেতে চায়, তাকে যেতে দাও। তার মুখে হাসির ঝিলিক চমকাতে দাও। তোমার বিগলিত অশ্রুধারা গন্ডে-বক্ষে প্রবাহিত হতে দাও। তার চলে যাওয়ার ব্যথাও বুকে ধরে রেখো না। কারণ 'আঘাতকে যে পুষে রাখে, ব্যথার শাস্তি তার চিরদিনের।'

কী করবে বলো? যে চলে যেতে চায়, তাকে কি ধরে রাখতে পারবে? যে প্রিয়জন তোমাকে ছেড়ে অনত্র সুখের বাসা বাঁধতে চায়, তাকে কি পারবে বাধা দিতে? যে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, তাকেও কি পারবে তোমার পর্ণকুঠিরে চিরসাথী ক'রে রাখতে?

'ভেবে দেখ ওরে মন, এ সংসারের পান্থশালা,
একদল আসে হয়, অন্য দল চলে যায়,
স্বার্থপূর্ণ এ জীবনে দু'দিনের খেলা।'

সে যায়, ও যাচ্ছে, তুমিও যাবে, আমিও যাব। যে আসবে, সেও যাবে। কারো ঠাঁই হবে না এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে।

'কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে,
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,
সাগরতরঙ্গ যথা।'

মায়াময় বন্ধু আমার! 'প্রতি বছর তোমার জীবন-বৃক্ষ থেকে একটি ক'রে পাতা খসে পড়ে। সুতরাং তোমার জীবনে কেবল পাতা ঝরার মৌসমই আছে। তুমি বসন্তের জন্য এ পৃথিবীতে জন্মলাভ করনি। যদিও প্রত্যেক বছরে একবার ক'রে বসন্ত আসে ও যায়।'

সুতরাং যে জীবন গড়লে চিরস্থায়ী জীবন লাভ হয়, সেই জীবন গড়তে প্রয়াসী হও।

নদীতে ডুবে যেতে যেতে একটি বালক সাহায্য প্রার্থনা করল। এক ভদ্রলোক তা শুনে ঝাঁপ দিয়ে তাকে বাঁচালেন। বালকটি তাঁকে ধন্যবাদ দিল। ভদ্রলোক বললেন, 'কীসের জন্য ধন্যবাদ?;

বালকটি বলল, 'আমার জীবন রক্ষা করার জন্য।'

লোকটি বললেন, 'বাছা তুমি যখন বড় হবে, তখন তোমার জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলবে, যেন মনে হয়, তোমার জীবন বাঁচাবার উপযুক্ত ছিল।'

'ফুলের জীবন কত স্বল্প। কিন্তু সেই স্বল্প জীবনের পরিধি কত মহিমাময়।' ফুল আপনার জন্য ফোটে না। তোমার জীবনকেও ফুলের মত পরের জন্য প্রস্ফুটিত কর। কবির মতো নানা স্মৃতিসৌধ ও অমর কীর্তি রেখে তুমিও বল,

'মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে,

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।'

কাজের প্রতি আন্তরিকতা

জীবনের প্রধান অঙ্গ হল কাজ। কাজ ছাড়া মানুষ ভালোরূপে বাঁচতে পারে না। তবে সে কাজ হতে হবে মানুষের আন্তরিক। জীবনে তুমি যে কাজই কর, সেই কাজ বৈধ হলে তার প্রতি তোমার আন্তরিকতা থাকা চাই। থাকা চাই আন্তরিক ভালবাসা, আকর্ষণ ও প্রবণতা।

যদিও সে কাজে তুমি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও নানা বকুনি খাও, তবুও সে কাজের প্রতি তোমার মন ভাঙ্গা উচিত নয়। আমি জানি, কাজের উপর খামোখা বকাঝকা হলে অথবা অপ্রয়োজনীয় চাপাচাপি হলে অথবা অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করা হলে কর্মীর অন্তর থেকে কর্মের প্রতি আন্তরিকতা অনায়াসে বিলীন হয়ে যায়। তবুও চেষ্টা রাখো, যাতে আসল কর্তব্যে কোন প্রকার ত্রুটি না হয়ে বসে।

যে কাজ তুমি কর, সে কাজ যদি তোমার গৌরবের বিষয় হয়, তাহলে গৌরবলাভের পথে যে কোন প্রকারের কষ্ট হোক, সে কষ্ট বড় মিষ্ট। সে কাজে তুমি পার্থিব পারিশ্রমিক না পেলেও পারলৌকিক পারিশ্রমিকের আশা রেখো।

জ্ঞানীদের অভিজ্ঞতায় বলা হয়েছে যে, 'করণীয় কাজের জন্য গর্ববোধ থাকলে সেই কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক কর্মের মধ্যে কর্মীর দক্ষতা ও মনোভাবের ছায়া থাকে---তাতে তা যে ধরনেরই কাজ হোক না কেন?'

পুরুষ যে কাজ করে, তাতে তার মর্যাদাবোধ থাকা উচিত। মহিলা যে কাজ করে, তাতেও তার মর্যাবোধ থাকা উচিত। স্ত্রী হয়ে সংসারের কাজে, শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমতে, স্বামী ও সন্তানের খিদমতে নিজের বিশেষ মর্যাদাবোধ থাকা উচিত। নচেৎ হীনন্মন্যতার শিকার হয়ে বসলে মনে বড় কষ্ট হবে। পক্ষান্তরে সংসারের কাজ-কর্ম স্বহস্তে সম্পাদন ক'রে মর্যাদাবোধ করলে এবং তাতে মহান আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রাখলে মানুষকে খোশ

করা যায় এবং তারই মাধ্যমে আল্লাহকেও।

তুমি ভাবতে পার, তুমি তোমার কাজের মাধ্যমে দেশের, দশের, পরিবারের অথবা দ্বীনের কোন খিদমত করছ। আর তাতে তোমার আংশিকভাবে নিজের খিদমত থাকলেও সে কাজের উৎকৃষ্টতা অধিক হবে। আর তাতেই তোমার মনে গর্ববোধ হবে। সেই কাজ ক'রে তুমি তৃপ্তি পাবে।

তকদীরে ঈমান

কাজ পাওনা তুমি? উপার্জনের পথ বন্ধ তোমার? বড় দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করছ তুমি?

যে তকদীরে ঈমান রাখে, তার আবার দুশ্চিন্তা কীসের? যে এ কথা বিশ্বাস করে, 'আল্লাহ বান্দার জন্য যা কিছু করেন, তা তার মঙ্গলের জন্য করেন' তার আবার দুঃখ ও উৎকণ্ঠা কীসের? যে বিশ্বাস করে, 'বিধির কোন লীলা নেই', 'আল্লাহর কোন খেলা নেই', 'ভাগ্যের কোন পরিহাস নেই', তার আবার দুর্ভাবনা কীসের?

জীবনে যা কিছু ঘটে, তা সৃষ্টিকর্তার হুকুমে ঘটে। তা রদ করার ক্ষমতা নেই কারও। তিনি যা ঘটান, তাতে বান্দার মঙ্গল থাকে, যদিও বান্দা সেটাকে নিজের জন্য মন্দ ভেবে থাকে। সুতরাং দুঃখে কোন প্রকার আক্ষেপ ও হা-হুতাশ করা উচিত নয় বান্দার। যেমন উচিত নয়, সুখ পেয়ে আনন্দে গর্ব প্রকাশ করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} (٢٣) سورة الحديد

অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমার তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে তা খুবই সহজ। এটা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত না হও। গর্বিত ও অহংকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

(হাদীদ ঃ ২২-২৩)

বলা বাহুল্য, বিপদে তকদীরে ঈমান রেখে ধৈর্য ধরা এবং মহান আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। উদ্ধার চাইলে কেবল তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। আল্লাহর ফায়সালার বিরুদ্ধে কোন সৃষ্টি মানুষের কোন উপকার করতে পারে না।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর, (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা কর, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে।" *(তিরমিযী ২৫১৬নং)*

তিরমিযী ব্যতীত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "আল্লাহর (অধিকারসমূহের) খেয়াল রাখ, তাহলে তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। সুখের সময় আল্লাহকে চেনো, তবে তিনি দুঃখ ও কষ্টের সময় তোমাকে চিনবেন। আর জেনে রাখ যে, তোমার ব্যাপারে যা ভুলে যাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যে সুখ-দুঃখ তোমার ভাগ্যে নেই), তা তোমার নিকট পৌঁছবে না। আর যা তোমার নিকট পৌঁছবে, তাতে ভুল হবে না। আর জেনে রাখ যে, বিজয় বা সাহায্য আছে ধৈর্যের সাথে, মুক্তির উপায় আছে কষ্টের সাথে এবং কঠিনের সঙ্গে সহজ জড়িত আছে।" *(সিঃ সহীহাহ ২৩৮২নং)*

হাসান বাসরী বলেছেন, 'আশ্চর্য তার প্রতি, যে তকদীরে ঈমান রাখে অথচ সে চিন্তিত হয়। আশ্চর্য তার প্রতি, যে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে অথচ সে আনন্দিত হয়। আশ্চর্য তার প্রতি, যে দুনিয়া ও তার বিবর্তনের কথা জানে

অথচ সে তার প্রতি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট হয়।’

একদা ইব্রাহীম বিন আদহম এক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকের নিকট গিয়ে বললেন, ‘আমি তোমাকে ৩টি প্রশ্ন করব, তার উত্তর দেবে কি?’

লোকটি বলল, ‘অবশ্যই।’

তিনি বললেন, ‘এ জগতে কি এমন কিছু ঘটছে, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা নেই?’

সে বলল, ‘না।’

বললেন, ‘তোমার রুযীর এতটুকু কি কম হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত ক’রে রেখেছেন?’

বলল, ‘না।’

বললেন, ‘তোমার আয়ু থেকে কি এতটুকুও কম করা হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন?’

বলল, ‘না।’

তিনি বললেন, ‘তবে আবার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ কীসের?’

জীবনের যত দুঃখ-জ্বালা আছে, তকদীরের প্রতি পূর্ণ ঈমান থাকলে তা পানি হয়ে যায়। চোখে পানি এলেও সে ফায়সালা মেনে নিয়ে ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাতে কী মঙ্গল আছে, সীমিত জ্ঞানে বুঝতে না পারলেও তাতে অবশ্যই মঙ্গল আছে বলে পূর্ণ প্রত্যয় রাখতে হয়। অপ্রিয় কোন ঘটনা ঘটলে, অপছন্দনীয় কিছু বরণ করতে হলে, বিপদে আঘাত খেলেও তাতে কল্যাণ আছে জানতে হবে। কোন কোন ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (٢١٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা যা পছন্দ কর না, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (বাক্বারাহ ঃ ২১৬)

{فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (١٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমনও হতে পারে যে,

আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। *(নিসাঃ ১৯)*

সুতরাং তুমি যদি পরকালে বিশ্বাসী আল্লাহর বান্দা হও, তাহলে জীবনের সকল সুখে-দুঃখে আল্লাহ-অভিমুখী হও, তাহলে ঠকবে না। তখন দেখবে, অনেক নোকসানের পানির মাঝেও শত লাভের শতদল প্রস্ফুটিত আছে।

তকদীরে সুখ থাকলে মানুষ সুখ পায়, দুঃখ থাকলে দুঃখ। অবশ্য তদবীর করতে হয়, যাতে সুখ আসে এবং দুঃখ দূর হয়। কিন্তু বন্ধু আমার! তদবীর ও চেষ্টা ক'রে রুযী, অর্থ, সুখ ইত্যাদি আনয়ন করতে পার, কিন্তু তদবীর ও চেষ্টার বলে সুখের সাথী মনের মতো পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান আনতে পার না।

'স্বপ্ন পূরণের জন্য ভাগ্য থাকা দরকার।' 'যখন যা পাওয়ার, তখনই তা পাওয়া যায়; তার আগেও না, পরেও না।' 'ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই চলে না, তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতেই হয়।'

অনেকে ভাগ্যকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে। কিন্তু 'মানুষ যখন হেরে যায়, তখন ভাগ্যকে বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন গতি থাকে না।'

আল্লাহ-ভরসা

জীবনে যে কোন ভাল কাজের জন্য পরিকল্পনা থাকা চাই। আর সেই সাথে থাকা চাই দৃঢ় মনোবল তথা নিজের উপর আস্থা। তবে আত্মবিশ্বাস সমৃদ্ধ করতে আবশ্যক হল ঈমানী বল। আর তা হল মহান আল্লাহর উপর একক ভরসা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١٥٩) آل عمران

অর্থাৎ, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

জ্ঞানিগণ বলেন, 'পরিকল্পনার অসফলতা, অসফলতারই এক পরিকল্পনা।' সুতরাং কাজের আগে মনকে প্রস্তুত করা চাই। তবে 'সবচেয়ে কঠিন কাজ হল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।'

কিন্তু সেই কঠিনতা উল্লংঘন ক'রে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। নচেৎ জেনে রেখো যে, 'বিফল মানুষ দুই শ্রেণীর; এক শ্রেণীর মানুষ করার ভাবনা-চিন্তা

ক'রে কাজ না ক'রে বিফল হয়। আর অন্য শ্রেণীর মানুষ চিন্তা-ভাবনা না ক'রে কাজ করার ফলে বিফল হয়।'

কাজের পরিণাম না ভেবে কাজ করলে অনেক সময় অসফল ও লাঞ্ছিত হতে হয়। সুতরাং দ্বীনের কাজ হোক অথবা দুনিয়ার কাজ, পূর্ব-পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে কর এবং পূর্বাপর ভরসা রাখো মহান আল্লাহর উপর। তাহলে তুমি তাঁর ইচ্ছায় সফল হবে।

ত্যাগ-স্বীকার

দুনিয়ার একটি চিরন্তন নীতি, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। বড় কিছু পেতে হলে কিছুটাও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। জীবনের কোন উঁচুতে উঠতে হলে একটু নিচুতে নামতে হয়।

তুমি কোন কোন গাড়িকে দেখবে, প্রথমবারে উঁচু জায়গায় চড়তে পারে না। সামান্য উঁচুতে গিয়ে গতির শক্তি হারিয়ে থেমে গিয়ে ফিরে নেমে আসে। অতঃপর পিছনে ফিরে গিয়ে যথেষ্ট গতি নিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে সেই উঁচু পথ চড়তে ও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

জীবনে কোন জায়গায় আটকে গেলে, ধাক্কা খেলে, বাধা পেলে চলার গতি থামিয়ে দিয়ো না। কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হলেও, অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে ছুটে আসতে হলেও বারবার চেষ্টা কর, সফল হবে।

পিপীলিকার পাল দেখেছ। নিজের দেহের চাইতে কত গুণ বেশি ওজন বহন করতে পারে। তা নিয়ে উঁচু প্রাচীরগাত্রে ওঠার সময় কতবার পড়ে যায়, কতবার পিছে হটে, তবুও নিরুদ্যম হয় না।

মহৎ কিছু করতে গেলে কখনো কখনো এক-আধটুকু আঘাত সহ্য করতে হয়। বাধা উল্লংঘন করতে গিয়ে ত্যাগ-স্বীকার করতে হয়। কিছু পাওয়ার বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। জানই তো, এ সংসার চলছে বিনিময়-ভিত্তিক লেনদেনের সহযোগিতায়।

তা বলে কিছু পাওয়ার বিনিময়ে বেশি কিছু দিয়ে বসো না। দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে, সম্মান বা অর্থের বিনিময়ে ঈমানকে, দৌলতের বিনিময়ে ইজ্জতকে দিয়ে ফেলো না।

প্রয়োজনে স্বার্থ ত্যাগ কর, আরাম, বিলাস ও সুনিদ্রা ত্যাগ কর, মোহ ও

মমতা ত্যাগ কর, আর সেই ত্যাগের মাধ্যমে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছতে সচেষ্ট হও।

আশাবাদী হও

এ জীবনে সবল মন আছে যার, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে, সাফল্যের চূড়া জয় করতে পারে। পক্ষান্তরে মনের দিক দিয়ে যে দুর্বল, কর্মক্ষেত্রেও সে দুর্বল।

কোন কাজে নিরাশ হওয়া সঙ্গত নয়। বিপদে-আপদে, দুঃখে-শোকে হতাশ হওয়া একজন মু'মিনের কাজ নয়। মহান আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হওয়া মোটেই বৈধ নয়। বিপদ আসার মুখে আশঙ্কায় পড়েও আশায় বুক বেঁধে রাখতে হয়। জ্ঞানিগণ বলেন, 'মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ ও লাভ-নোকসানের টানাপোড়েনের সময় মানুষের মনে যখন ক্ষতির দিকটাই স্থান পায়, তখনই সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে যে মানুষ আশাবাদী হয়, তার দুশ্চিন্তা আসে না।' আর দুশ্চিন্তা না এলে মরার আগে সে মরতে বসে না।

পক্ষান্তরে আশাবাদী মানুষ বড় স্বপ্ন দেখে। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ মনীষীই ছোট বালকের মতো হাতে চাঁদ পেতে চান। অসম্ভবকে সম্ভব করতে চান বলেই তাঁরা সফল হন। তাঁরা বলেন, 'চাঁদ যেন তোমার লক্ষ্য হয়, তাহলে তোমার নিশানা ব্যর্থ হলেও তুমি তারকায় গিয়ে পৌঁছবে।'

সুতরাং আশার সাথে নিজের উপর আস্থা থাকলে মন শক্ত হয়। আর 'আত্মবিশ্বাসই প্রত্যেক সফলতার প্রধান কারণ।' পক্ষান্তরে নিরাশাবাদিতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতা বিফলতার ডাকঘর। যেহেতু নিজের কাছে হেরে যাওয়ার চেয়ে বড় হার আর কিছু হয় না।

'সাফল্য আরো সাফল্যের জন্ম দেয়, ব্যর্থতা জন্ম দেয় আরো ব্যর্থতা।'--- এ কথা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। কারণ কোন কোন ব্যর্থতাও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে। এই জন্য জ্ঞানিগণ বলেন, 'যদি সফল হতে চাও, তবে

ব্যর্থতার হার দ্বিগুণ ক'রে দাও।' যেহেতু 'পরাজয় মানেই সমাপ্তি নয়, যাত্রা একটু দীর্ঘ হওয়া মাত্র।'

তাঁরা আরো বলেন, 'পরাজয়কে মেনে নিলে তুমি পরাজিত। মনে যদি তোমার সাহস না থাকে, তবে জেতার আশা করো না। যদি মনে দ্বিধা থাকে---তুমি পারবে কি না, তাহলে মনে রেখো তুমি হেরেই গেছ। হারবে ভাবলে, হার তোমার হবেই। কারণ সাফল্য থাকে মনের ইচ্ছা শক্তিতে, মনের কাঠামোতে। যদি ভাব, অন্যদের তুলনায় তোমার কাজের মান নিচু, তাহলে তুমি নিচেই থাকবে। যদি তুমি ওপরে উঠতে চাও, তাহলে নিজের মনে সংশয় রেখো না। জীবন-যুদ্ধে সব সময় বলবান ও দ্রুতগামীরা জেতে না, যে আত্মবিশ্বাসে অটল, সে আজ হোক, কাল হোক, জিতবেই।'

'আকাশে যেমন তারা আছে, জীবনে তেমনি সম্ভাবনা আছে। তবে সচেষ্ট হয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়।'

দ্বীন-দুনিয়ার যে কোন কাজের প্রতি আন্তরিকতা থাকা চাই। বিজয়ের হার্দিক ইচ্ছা থাকা চাই। যে ইচ্ছা কামনা ও আকাঙ্ক্ষাতে পরিণত হয়। আর 'যে কর্তব্য আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, তা শেষ পর্যন্ত আনন্দের উৎস হয়।' সেটাই দৃঢ় সংকল্পরূপে প্রকাশলাভ ক'রে সাফল্য আনয়ন করে কর্মজীবনে।

'কোন কাজ শুরু করতে হলে শুরু করতে হয় একটি জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। অল্প আগুন যেমন অনেক উত্তাপ দিতে পারে না, তেমনি দুর্বল ইচ্ছাশক্তি কোন মহৎ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।' দুর্বল ঈমান ও ক্ষীণ বিশ্বাস মানুষের মনকে দুর্বল ক'রে তোলে। আর তখনই সে পরাজিত হয়।

আশাবাদী মানুষ জানে যে, 'অতীত আছে বলে বর্তমান আছে, আর বর্তমান আছে বলে ভবিষ্যৎ আছে।' সুতরাং সেই আশাতেই বর্তমানকে অবলম্বন ক'রে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চেষ্ট করে।

আশাবাদী মানুষ কোন কাজ দেখে তা 'অসম্ভব' মনে ক'রে নিরাশ হয় না। যেহেতু জ্ঞানীরা বলেন, 'যা প্রয়োজনীয় কাজ তা শুরু কর, তারপর যা সম্ভবপর তা শুরু কর, অবশেষে দেখা যাবে যে, অসম্ভব কাজও সম্ভব হচ্ছে।'

'বিফলতা দুর্বলদের পথ-সমাপ্তি, কিন্তু সবলদের পথের শুরু।' এ কথা জেনে আশাবাদী কোন অসফলতায় নিরাশ হয় না। যেহেতু 'ফল পাওয়ার জন্য শেষ সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষাই হল সফলতার রহস্য।' 'চীনে এক ধরনের

বাঁশ আছে, যা লাগানোর পর প্রথম চার বছর পানি, সার দেওয়ার পরও বাড়ে না। কিন্তু পঞ্চম বছরে বাঁশ গাছটি হঠাৎ ছয় সপ্তাহে ৯০ ফুট লম্বা হয়ে যায়। আমাদেরও কোন কোন কাজের ফল দেরীতে এবং পূর্ণমাত্রায় লাভ হয়।'

'হৃদয়ে প্রশান্তি ও সুখলাভের একমাত্র মাধ্যম হল আশাবাদিতা।' নিরাশ মনে তো কেবল আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা প্রবল প্রতাপে বসবাস করে। আশাহীন হৃদয়ে সুখ-পাখি বাসা বাঁধে না।

'আশাবাদী মানুষ চারিদিক অন্ধকারের মাঝে আলো দেখতে পায়। পক্ষান্তরে যে আশাবাদী নয়, সে চারিদিক আলোর মাঝে অন্ধকার দেখতে পায়।'

'নিরাশাবাদিতা বুদ্ধির ক্ষয়রোগ।' নিরাশ মনে-মগজে বিবেক-বুদ্ধি কাজ করে না। সুতরাং তুমি বিদ্যার্থী হলে মনে বড় আশা রেখো, বিত্তার্থী হলেও আশা রাখা চাই। আর পরকাল-প্রার্থী হলে তো মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় আশা রাখতে হয়। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর করুণা থেকে কেউ নিরাশ হয় না। যেমন তাঁর শাস্তির ভয়ও তার মন ও মগজকে সতর্ক রাখে।

হতাশ মনের বন্ধু আমার! 'দুঃখ-কষ্ট নিয়েই মানুষের জীবন। কিন্তু দুঃখের পর সুখ আসবে এটাই ধ্রুব সত্য।'

'সময়ের স্রোতে আসে জোয়ার-ভাটা,
সুখের ফুলেও থাকে ব্যথার কাঁটা।
দুঃখের পরে জানি দেখা দেবে সুখ,
মনে যদি আশা থাকে ভাঙ্গবে না বুক।'

আশা রেখে দুঃখ দূর কর। চিরদিন কারো সমান যায় না, চিরদুঃখ কারো থাকে না।

'কিসের দুঃখ ভেবো না বন্ধু আসিবে সেদিন পুনো,
এ নিশা তখন আবার তিমিরে ও পারে গিয়াছে শুনো।
আলোক ও ছায়া হাসি ও অশ্রু বিধাতার দুটি দিক,
কাঙাল কখনো রাজ্য লভিছে রাজায় মাগিছে ভিক।'

ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখে বর্তমানের দুঃখের কালিমাকে ভুলে যাও। 'মা যখন সন্তানের জন্ম দেয়, তখন ভাবে, জীবনটা গেল বুঝি। কিন্তু তার পরে আসে খুশীর জীবন।'

পরিশেষে জেনে রেখো, 'আশাবাদিতার মানে এই নয় যে, তুমি বাস্তবকে

অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করবে; বরং আশাবাদিতা হল হতাশার অন্ধকার অগ্রাহ্য ক'রে আশার আলো জ্বালিয়ে তুমি কাজের পথে অগ্রসর হবে।'

তবে এ কথাও জেনে রেখো যে, সকল আশা এ সংসারে পুরা হওয়ার নয়। 'সাধ থাকলেও সংসারের সব কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটতে পারে না।' 'মানুষের আশা পূরণ হওয়া খুশীর বিষয়, কিন্তু সব আশা পূরণ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।'

আশাময় মনের বন্ধু আমার! 'তুমি যদি চাও যে, তোমার সকল আশাই পূরণ হোক, তাহলে অসম্ভব আশা করো না।'

হ্যাঁ, 'মানুষের মনে আশা থাকলে উদ্যম জন্মে এবং সৎ হলে তা সফল হয়।' 'সবচেয়ে বেশী নিঃস্ব সেই, যার কোন আশা নেই।' আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। আশা-নিরাশার রৌদ্র-ছায়াই মানুষের জীবনকে বৈচিত্রময় ক'রে তোলে। 'মানুষের সর্বস্ব চলে গেলেও তার আশাটুকু যায় না। মানুষ চলে গেলেও তার আশা থাকে। আবার আশা ফুরিয়ে গেলে মানুষ ফুরিয়ে যায়।'

'প্রত্যাশা ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করে।'

'জীবন মানেই আশায় আশায় বেঁচে থাকা। আশা এমন একটা জিনিস, যাকে কোনদিন স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়।'

'মানুষ দুঃসময়ের মাঝে আশা-নিরাশার কুল-কিনারা যখন দেখিতে পায় না, তখন দুর্বল মন বড় ভয়ে ভয়ে আশার দিকটাই চাপিয়া ধরে। যেটা হইলে তাহার মঙ্গল সেইটাই আশা করে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই দিক পানেই নিতান্ত উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখিতে চাহে।'

'সংসার সাগরে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা,
আশা তার একমাত্র ভেলা।'

মায়া-মরীচিকা

দিগন্ত-প্রসারী উত্তপ্ত মরুভূমির দিকে তাকিয়ে তুমি মরীচিকা দেখেছ কি না জানি না। যা দেখলে মনে হয় পানির হ্রদ অথবা সাগর। পিপাসিত ব্যক্তি পানি বলে ভুল ক'রে যত তার দিকে ধাবিত হয়, ততই যেন সে পানি সরে সরে যায়। কিন্তু মরীচিকার পিছনে দৌড় দিয়ে লাভ নেই। জীবনের কিছু আশা ও আকাঙ্ক্ষা আছে, যেগুলি অনুরূপ মরীচিকার মতো। পানির মতো তৃষ্ণার্ত

হৃদয়কে আকর্ষণ করে, অথচ কাছে গেলে ধোঁকা দেয়। সেগুলির পিছনে তুমি দৌড় দিয়ো না।

আলেয়ার আলো দেখে তোমার তিমির পথের আলোকবর্তিকা ধরে নিয়ো না। বকান্ডপ্রত্যাশা নিয়ে প্রকান্ড আড়ম্বরে নিজের অমূল্য সময় ও সম্পদ অযথা ব্যয় করো না।

কিছু আশা আছে দুরাশা, সে আশা পূরণে সময় ব্যয় করো না। তুমি খুব ভাল ক'রে জানো, উঁচু আকাশের দিকে তাকিয়ে চললে পথে হোঁচট খেতে হয়। অতি উঁচু অসম্ভব ও অবাস্তব আশা করলে নিরাশ মনে আঘাত খেতে হয়।

আশা ও বাসা ছোট করতে হয় না ঠিকই, তা বলে অবাস্তব কিছু আশা করা বোকামি বৈ কি? যার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাই তোমার নেই, তাকে কাছে পাওয়ার আশা কি দুরাশা নয়? শিশুদের চাঁদ ধরতে চাওয়ার মতো আশা কি কেবল শিশুসুলভ মনোবিকার নয়? বাগানের মালী হয়ে মালিক হতে চাওয়ার আশা কি আকাশের তারা ছুঁতে চাওয়া নয়? শিকারে সোনার হরিণ ধরতে চাওয়া কি নেহাতই রূপকথার কল্পনা-বিহার নয়?

এমন আশা পূরণ করতে গিয়ে অপচেষ্টায় শ্রম বরবাদ যাবে। এক সময় বলতে বাধ্য হবে, 'এ কেবল দিবারাত্রি জল ঢেলে ফুটা পাত্রে, বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবার।'

এমন কাজ করো না, যাতে তোমার অবস্থা ঐ কাফেরদের মতো হয়, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ} (٤٠) سورة النــور

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাসী, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে ক'রে থাকে। কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখে তা কিছুই নয় এবং সেখানে সে আল্লাহকে পায়। অতঃপর তিনি তার কর্মফল

পূর্ণমাত্রায় দান করেন। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। অথবা (ওদের কর্মের উপমা) গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ যাকে আচ্ছন্ন করে, যার ঊর্ধ্বদেশে ঘন মেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, কেউ নিজ হাত বার করলে তা প্রায় দেখতেই পায় না। আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোন আলো নেই। (নূর ঃ ৩৯-৪০)

অল্পে তুষ্টি

সংসারে সে মানুষ কখনও দুঃখ অনুভব করে না, যে মানুষ তার যা আছে তাই নিয়ে তুষ্ট থাকে এবং অতিরিক্ত কিছু না পেলে আক্ষেপ করে না। এমন মানুষ সবার চাইতে বড় ধনী। যেহেতু ধনী হওয়ার ব্যাপারটা মনের ব্যাপার।

মহানবী ﷺ বলেছেন, “বিষয় সম্পদের আধিক্য ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

নিজের ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে তুষ্ট হলে সুখী হওয়া যায়, সবচেয়ে বড় ধনী হওয়া যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ).

অর্থাৎ, নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আ’বেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী হবে। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু’মিন বিবেচিত হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়। (আহমাদ, তিরমিযী

২৩০৫, সঃ জামে ১০০নং)

তিনি আরো বলেছেন,

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللّهُ بِمَا آتَاهُ)). رواه مسلم

“সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন।” *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

((طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلإِسْلاَمِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنِعَ)). رواه الترمذي

“তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং সে (যা পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে।” *(তিরমিযী)*

একটা জীবনে সব কিছু এক সাথে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকের জীবনে কোন না কোন অভাব আছেই আছে। কিন্তু ‘আমাদের যা আছে, তার কথা আমরা কদাচিতই ভেবে থাকি, বরং অধিকাংশ সময় চিন্তা করি, যা আমাদের নেই তার কথা।’

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! ‘তোমার কী নেই, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না; বরং তোমার যা আছে, তা নিয়ে চিন্তা কর। হয়তো দেখবে, তোমার যা আছে তা, যা নেই তার তুলনায় অনেক বেশী।’ ‘জীবনে যা পেয়েছ, তারই হিসাব কর, যা পাওনি তার নয়।’

সেই হিসাবের অঙ্কে দেখবে তোমার কিছু না থাকলে অনেক কিছু আছে। আর তা নিয়ে তুষ্ট হলে, তুমিই সুখী মানুষ। একজন জ্ঞানী বলেন, ‘একদিন আমার জুতো ছিল না বলে মন খারাপ ছিল, সে দুঃখ দূর হয়ে গেল রাস্তায় যখন দেখলাম, একজন মানুষের দুটো পা-ই নেই।’

এইভাবে কত কিছু লক্ষ্য করবে কত মানুষের মধ্যে। অতঃপর তুমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ হবে মহান প্রভুর। যিনি তোমাকে কিছু থেকে বঞ্চিত রাখলেও বহু কিছু দান করেছেন।

সফলতার ক্ষেত্রেও তাই। তুমি যতটা সফল আছ, ততটা অনেকে নেই। সুতরাং তাদের বিফলতা দেখে তুমি সান্ত্বনা নিতে পার। জ্ঞানিগণ বলেন, ‘সাফল্য এবং সুখ পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে। আপনি যা চেয়েছেন

তা পাওয়াই সাফল্য। আর সুখ হচ্ছে আপনি যা পেয়েছেন তার মধ্যেই পাওয়ার ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ রাখা। শুধু টিকে থাকাই সাফল্য নয়। এটি তার চেয়েও বেশি।’

সুতরাং বন্ধু আমার! ‘জীবনে যেটা চেয়েছ, সেটা যদি না পেয়ে থাক, তাহলে যেটা পেয়েছ, সেটাকেই জীবনের চাহিদা বানিয়ে নাও।’ তাহলেই তুমি সুখী হবে। তা না হলে আজীবন হা-হুতাশ ক’রে দুঃখের বোঝা বয়ে ফিরবে।

আর দুনিয়ার ব্যাপারে উপরের দিকে তাকাবে না। উপরের দিকে তাকালে তুমি সুখী হতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “(দুনিয়ার ধন-দৌলত ইত্যাদির দিক দিয়ে) তোমাদের মধ্যে যে নীচে তোমরা তার দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকায়ো না। যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না।” *(বুখারী ৬৪৯০, মুসলিম ২৯৬৩নং, শব্দগুলি মুসলিমের)*

বুখারীর বর্ণনায় আছে, “তোমাদের কেউ যখন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে তার থেকে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে এ বিষয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের।”

আমাদের সামনে যা উপস্থিত আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। অনুপস্থিত কিছু কল্পনা ক’রে উপস্থিত যা কিছু তা নিয়ে সুখ উপভোগ বর্জন করা উচিত নয়। ‘অস্পষ্টতায় ভরা দূরের কিছুর চেয়ে কাছের স্পষ্ট কিছু দেখাই আমাদের দরকার।’ ‘আমরা সবাই দিগন্তপারের কোন মায়া গোলাপের স্বপ্নে আচ্ছন্ন। কিন্তু জানালার পাশে যে অসংখ্য গোলাপ ফুটে রয়েছে, তা আমরা দেখি না।’ এ জন্যই আমরা সুখলাভে বঞ্চিত হই।

পক্ষান্তরে ‘বুদ্ধিমান মানুষের কাছে প্রতিটি দিনই নতুন জীবন।’ ‘আজকের জীবনই সব কিছু, এতেই রয়েছে জীবনের পরিপূর্ণতা। কারণ গতকাল তো শুধু স্বপ্ন, আর আগামীকাল সে তো কল্পনা। শুধু আজকের মধ্যেই রয়েছে বেঁচে থাকার আনন্দ। আজ ভালো করে বেঁচে থাকলেই গতকালই সুখস্বপ্ন হয়ে ওঠে, আর আগামীকাল হয় আশায় ভরপুর। তাই আজকের দিনকেই সানন্দে গ্রহণ কর।’

অল্পে তুষ্ট হও, জীবন তোমার সুখের হবে। কিন্তু ‘যাকে অল্প তুষ্ট করতে

পারে না, তাকে অধিকও সন্তুষ্ট করতে পারবে না।'

'অল্পে তুষ্ট হৃদয় দরিয়া থেকেও বিশাল, ধনীর থেকেও বড় ধনী।'

'অল্প তুষ্ট হওয়া আমানতের দলীল, আমানত রক্ষা করা শুকরিয়ার দলীল, শুকরিয়া আদায় আধিক্যের দলীল, আধিক্য সম্পদ চিরস্থায়ী হওয়ার দলীল, আর লজ্জাশীলতা সর্বপ্রকার মঙ্গলের দলীল।'

ন্যায়পরায়ণতা

জীবনে মানুষের জন্য ন্যায়পরায়ণতা বড় জরুরী জিনিস। ন্যায়পরায়ণতায় কায়েম থাকে সংসার, সংসারের প্রেম-প্রীতির বন্ধন। ন্যায়পরায়ণতায় বজায় রাখে ছোট-বড় ও রাজা-প্রজার সুসম্পর্ক।

একদা শাহ সেকেন্দার আরাস্তুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাদশার জন্য কোন্ গুণটি অধিক ভালো, বীরত্ব অথবা ন্যায়পরায়ণতা?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বাদশা ন্যায়পরায়ণ হলে তাঁর বীরত্বের প্রয়োজন নেই।'

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, 'কথিত আছে যে, রাজ্যে ন্যায়পরায়ণতা থাকলে আল্লাহ সেই রাজ্যকে টিকিয়ে রাখেন; যদিও তা কাফের রাজ্য হয়। পক্ষান্তরে রাজ্যে যুলম থাকলে আল্লাহ সে রাজ্যকে ধ্বংস করেন; যদিও তা মুসলিম রাজ্য হয়।' (মাঃ ফাতাওয়া ২৮/৬৩)

ন্যায়পরায়ণতায় মনে শান্তি ও দেহে নিরাপত্তা লাভ হয়। হযরত উমারের নিকট কাইসার এক দূত পাঠাল। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর অবস্থা, কর্ম ও রাজ্য-পরিস্থিতি পরিদর্শন করা। দূত মদীনায় প্রবেশ করে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করল, 'তোমাদের রাজা কোথায়?' লোকেরা বলল, 'আমাদের কোন রাজা নেই। অবশ্য আমাদের আমীর (নেতা) আছেন। আর তিনি এখন মদীনার উপকণ্ঠে বের হয়ে গেছেন।' দূত তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেল। কিছু পরে তাঁকে দেখতে পেল, তিনি বালির উপর দুর্রাকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন! তাঁর অবস্থা দর্শন করে দূতের হৃদয় নম্র হল ও মনে মনে বলল, 'এমন এক মানুষ, যাঁর আতঙ্কে সমস্ত রাজাদের কোন সিদ্ধান্ত স্থির হয় না, তাঁর অবস্থা এই? আসলে হে উমার! আপনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই

এইভাবে ঘুমাতে পেরেছেন। আর আমাদের রাজা অন্যায় করে, যার ফলে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থেকে অনিদ্রায় কাল কাটায়।'

আসলে 'যে রাজ্যের প্রাচীর ন্যায়পরায়ণতা, সে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য অন্য কোন লৌহ-প্রাচীরের দরকার হয় না।'

'যে রাজ্যে রাজা ও প্রজার মাঝে সখ্যতা আছে, সেটাই স্বর্গরাজ্য।' সংসার-রাজ্যও অনুরূপ।

তবে এমন কোন রাজ্য নেই, যেখানে রাজার কোন বিরোধী লোক নেই। ইবনুল অর্দী বলেন, 'মানুষ পর্বতচূড়ায় একাকী বাস করলেও তার বিরোধী লোক থাকবেই। আর যে বিচারক হবে তার অর্ধেক মানুষ হবে শত্রু; যদিও সে ইনসাফ করে।'

তাই যৎপরনাস্তি ন্যায়পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও খলীফা উমার ﵁-কে শহীদ করা হয়েছিল।

অনুরূপ যে ব্যক্তি হক কথা বলে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে বাধা দান করে, সে ব্যক্তিও সমাজের লোকেদের চোখের বালি। লোকেরা ইনসাফ করে না তার প্রতি। 'হক' গ্রহণ করে না, হকপন্থীর কদর করে না। যেহেতু তারা তার বিপরীত।

অথচ উচিত ছিল, 'দাঁড়িপাল্লা সোনার হোক চাহে সীসার, ওজনে কোন প্রকার পার্থক্য নির্দেশ করবে না।' জাতিগত, বংশগত, দেশগত, ভাষাগত, দলগত বা মযহাবগত কোন প্রকার মতবিরোধ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা হক গ্রহণে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বাধাদান করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। (মায়িদাহ ঃ ৮)

জা'ফর সাদেক বলেন, 'মুমিন হল সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধান্বিত হলে তার ক্রোধের তরঙ্গ তাকে হকচ্যুত করে না, আনন্দিত হলে তার আনন্দের

উচ্ছ্বাস তাকে বাতিলগ্রস্ত করে না এবং শক্তিশালী হলেও তার অধিকারের বেশী কিছু অন্যের কাছ থেকে আদায় করে না।'

সুতরাং বন্ধু আমার! ইনসাফ কর স্ত্রীর সাথে, বন্ধুর সাথে। সকল ভুল ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো। 'ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যাহার আছে, সে যেন কাঁটাও দেখে।'

সংসারে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা সুকঠিন। তার আগে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করাটাও কম কঠিন নয়। পিতামাতার কাছে সব সন্তানই সমান। তাদের কাছে তাদের সম্পদে সকলের সমান অধিকার আছে। কিন্তু মহান আল্লাহ কন্যাকে পুত্রের অর্ধেক অংশ দান করেছেন, সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে পুত্র-কন্যার মাঝে ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা ন্যায়পরায়ণতা নয়। সমান ভাগ ক'রে দেওয়াটাও ন্যায় পরায়ণতা নয়। বরং প্রত্যেককে তার ন্যায্য অধিকার পাইয়ে দেওয়াটাই হল ন্যায়পরায়ণতা।

কন্যাকে পুত্রের সমান ভাগ দেওয়া যেমন ন্যায়পরায়ণতা নয়, তেমনি এক সন্তানের ভাগ নিয়ে অন্য সন্তানকে দেওয়াও ন্যায়পরায়ণতা নয়। উপার্জনশীল ও অকর্মণ্য সমান হতে পারে না। উভয়ে পিতামাতার সম্পদে সমানাধিকার পেতে পারে। কিন্তু অকর্মণ্য উপার্জনশীলের সম্পদে ভাগ বসাতে পারে না। অবশ্য তাকে সহযোগিতা করার কথা স্বতন্ত্র। কেউ স্বেচ্ছায় দিলে সে কথা আলাদা।

অত্যাচার করলে দোষ হয় না, আর প্রতিবাদ করলে দোষ হয়? কেউ চুরি করলে দোষ হয় না, তাকে 'চোর' বললে দোষ হয়। কেউ ব্যভিচার করলে দোষ হয় না। তাকে 'ব্যভিচারী' বললে দোষ হয়ে যায়! হাগুন্তির দোষ নয়, দেখুন্তির দোষ! দুনিয়ার এ রীতি বড় চিরন্তন।

তবুও পরিশেষে অত্যাচারী মানুষ সবশেষে একা হয়ে যায়। চোরকে কেউ ভালোবাসে না। ব্যভিচারীকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। পাপীকে কেউ আপন করতে চায় না। সমাজের যেমন এক দিকে ইনসাফ নেই, তেমনি অন্য দিকে ইনসাফের অভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা থাকে কেবল মু'মিন সমাজে।

সমাজে হাজার অন্ধকার থাকলেও সত্য ও সততার একটা নিজস্ব আলো আছে, যা অন্ধকারেও জ্বলতে থাকে। তেমনি হক ও বাতিলের মাঝে কোন সাদৃশ্য নেই, কোন সামঞ্জস্য নেই। অবশ্য যে উভয়ের মাঝে পার্থক্য বুঝে না,

তার কাছে তালগোল খেয়ে যায়। তেল-পানির মতো মিশে থাকলেও সমাজে এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা হক-বাতিলের মাঝে পৃথককরণ করতে না পারলেও পার্থক্য ক'রে নিতে পারেন।

তাঁরা জানেন, সত্য তিক্ত। তবুও তা ভালোবাসেন। আর যারা সত্যকে ভালোবাসে তারাই মুক্তি পায়।

তাঁরা সদা সত্য ও হক কথা বলেন। যদিও হক কথা মৌমাছির মত; তার পেটে থাকে মধু আর লেজে থাকে হুল।

'সত্য রূঢ় হলেও তা প্রিয়; সত্য তার প্রেমিককে মুক্ত করে।' 'সত্য চিরকালই কঠোর, রূঢ় এবং তিক্ত; কিন্তু শাশ্বত ও চিরন্তন।' তাই নানা বাধা-বিপত্তির মাঝেও হকপন্থীরা বলেন,

'মনেরে আজি কহ যে,
ভাল-মন্দ যাহাই আসুক, সত্যরে লহ সহজে।'

বাতিলের দাপট যতই হোক, সব আওয়াজের উপর হকের আওয়াজই উঁচু।

সত্য কোনদিন ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। আজ হোক, কাল হোক, সত্য একদিন উদ্ঘাটিত হবেই।

'হকপন্থী হলে, হক প্রকাশের জন্য শব্দ উঁচু করার প্রয়োজন নেই। হক আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা রাখে।'

'সূর্যের যেমন তাপ আছে, তেমনি সৎ লোকের মধ্যে নির্ভীক দীপ্তি আছে।'

হক চির-সুন্দর। আর 'সৌন্দর্য যতই লুক্কায়িত থাকুক না কেন, একদিন তা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।'

'একটি গোলাপ-ফুল, তার রঙ যাই হোক না কেন, তার সৌন্দর্য বড় রোমাঞ্চকর।' তার নাম বিকৃত বা পরিবর্তিত ক'রে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তার সৌন্দর্য ও সৌরভ মানুষকে আকর্ষণ করবে। সুন্দরীকে 'নেড়ি' নামে ডাকলে কি তার সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়?

'নেড়ি তোর নেড়ি নামে কী-বা পরিতাপ,
গোলাপে যে নামে ডাকে তবু সে গোলাপ।'

ইমাম মালেক বলেন, 'যখনই হকের উপর বাতিল জয়লাভ করবে, তখনই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।'

সুন্দরের কাছে অসুন্দর, আলোর কাছে অন্ধকার কোনদিন জয়লাভ করতে

পারে না। 'সততার নিকট দুর্নীতি কোনদিন জয়ী হতে পারে না।' 'অশুভ শক্তির সাময়িক জয় নজরে এলেও শেষ জয় হয় শুভ শক্তিরই।'

সুতরাং জীবন-যুদ্ধে বিজয়লোভী বন্ধু আমার! 'হক'কে চিনতে শিখো এবং হকপন্থীদের দলে শামিল হয়ে যাও, তবেই তুমি পথপ্রাপ্ত হবে, তবেই তুমি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী প্রমাণিত হবে। আর তোমার জন্যই রয়েছে শুভ-সংবাদ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে--- যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। (যুমার ঃ ১৮)

তবে হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি দেখে 'হক' চেনার চেষ্টা করো না, 'হক' পাবে না। বরং আগে 'হক'কে চিনতে শিখো, হকপন্থী ব্যক্তি বা দল চিনতে সহজ হয়ে যাবে।

আর মনে রেখো যে, 'সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।' 'ন্যায়ের জন্য যারা যুদ্ধ করে, তারা অন্যায়কে সাহায্য করে না।'

জীবনের উত্থান-পতনে যে থাকে পাহাড়ের মতো অটল, সেই আবার কোন স্বার্থে পালকের মতো হাল্কা হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবী বদলে যাক, নদী-সাগর মরুভূমি হোক, মরুভূমি সাগরে পরিণত হোক, তবুও সত্যের ধারক ও বাহক থাকে অটল ও নিশ্চল।

'মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে হয় না চঞ্চল আঘাতে না টলে।'

হক হয়তো বলা সহজ, তার উপর আমল সহজ। কিন্তু হক গ্রহণ করা কঠিন। মনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বড় কঠিন হয়ে যায়। পরিবেশ ও চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে কোন কথাকে 'হক' বলে মেনে নেওয়া বড়

মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। আবুদ দারদা বলেন, 'যে হক বলে ও তার উপর আমল করে, সে তার থেকে উত্তম নয়, যে হক শোনে ও তা গ্রহণ করে।'

হক বলেই হক গ্রহণযোগ্য। হক গ্রহণ করতে না পারলে তুমি একজন অহংকারী। মহানবী ﷺ বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" একটি লোক বলল, 'মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)?' তিনি বললেন, "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" *(মুসলিম)*

মুন্সিফ বন্ধু আমার! হক গ্রহণেও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখো, তুমি সুপথ পাবে, সফল হবে, দুনিয়াতে ও আখেরাতে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (٩) سورة الحجرات

অর্থাৎ, তোমরা সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (হুজুরাত ঃ ৯)

ইনসাফ কর লেনদেন ও আদান-প্রদানে, আচার-ব্যবহার ও আচরণ-বিচরণে। 'তুমি অপরের সেইরূপ উপকারে ব্রতী হও, যেরূপ তুমি অপরের কাছ থেকে পেতে আগ্রহী।' তুমি যেমন অপরের নিকট থেকে ন্যায় পেতে চাও, তেমনি অপরকেও তার ন্যায্য অধিকার প্রদান কর।

জেনে রেখো, কারো ভদ্রতাকে দুর্বলতা মনে করা ন্যায়পরায়ণ মানুষের কাজ নয়।

কারো সামান্য ত্রুটি দেখে তার অন্যান্য বহু গুণগ্রামকে দৃষ্টিচ্যুত করা বিবেকবান মুন্সিফ মানুষের আচরণ নয়।

একটি মানুষ কারো ক্ষতি করলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শাস্তি দেওয়া যায় না। একটি মেয়ে কোন পুরুষকে ধোঁকা দিলে পৃথিবীর সমস্ত মেয়েকে ভুল বুঝা ভুল। একটি পুরুষ কোন মেয়েকে প্রবঞ্চিত করলে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে এক ভাবা ভুল।

এক বেদুঈন কোন এক অপরাধের অভিযোগে কাযীর দরবারে আনীত হল। সেখান থেকে গভর্নরের নিকট তার অপরাধ বিষয়ক এক রিপোর্টবুক পাঠানো হল। লোকটি বিচার-সভায় বলল, 'তোমরা সকলে এসো, আমার আমলনামা পাঠ কর।' গভর্নর বললেন, 'এ কথা তো কিয়ামতে বলা হবে।'

লোকটি বলল, 'কিন্তু আল্লাহর কসম! আজকের দিন তো কিয়ামত থেকেও নিকৃষ্টতর।' বললেন, 'কেন?' বলল, কারণ কিয়ামতের দিন আমার পাপ ও পুণ্য উভয়ই পেশ করা হবে। কিন্তু আজ আপনারা তো আমার কেবল পাপ ও অপরাধই পেশ করেছেন এবং আমার পুণ্য ও নেক আমল দৃষ্টিচ্যুত করেছেন!'

মুন্সিফ বন্ধু আমার! জীবন-প্রবাহের বিচ্ছিন্ন কোন একটা ঘটনা দেখে মানব-চরিত্রের ভাল-মন্দ নির্ণয় করা ভুল। কাউকে কাছে থেকে না দেখে, তার সাথে কোন সফর না ক'রে, কোন লেনদেনে জড়িত না হয়ে মসজিদে বসে মাথা হিলাতে দেখে 'ভালো লোক' রূপে বরণ করা মারাত্মক ভুল। তেমনি কোন ভালো লোককে কোন এক খারাপ বিষয়ে যুক্ত দেখে এবং তার কোন ওজর-আপত্তি বিশ্লেষণ না ক'রে তাকে 'মন্দ লোক' বলে আখ্যায়ন করা ন্যায়পরায়ণতা নয়।

ভুল-ভ্রান্তি

মানুষের জীবনে ভুল হয়ে যাওয়া একটি স্বাভাবিক জিনিস। অনেকে 'ইনসান' শব্দের মৌলিক অর্থ 'ভুল' মনে করেন। তাই মানুষ মাত্রেই ভুল আছে। আদি পিতা আদম ভুল করেছেন, তাই তাঁর সন্তানেরাও ভুল ক'রে থাকে।

ভুলমুক্ত মানুষ নেই। সুতরাং ভুল হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়ের নয়, বরং ভুল না হওয়াটা বড় বিস্ময়ের।

মানুষ ভুল না করলে আইন-আদালতের প্রয়োজন হতো না। মানুষের ভুল না হলে মহান সৃষ্টিকর্তা তাকে সৃষ্টিই করতেন না। বলা বাহুল্য, কোন না কোন ভুল প্রতিটি রক্ত-মাংসের মানুষই ক'রে থাকে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভুল করে না, বস্তুতঃ সে কিছুই করে না। অর্থাৎ কিছু করতে গেলে ভুল হতেই পারে। আর যদি কেউ নির্ভুল থাকতে চায়, তাহলে সে যেন কিছু না করে। কিন্তু সেটা অসম্ভব।

ভুল জেনে করলে অথবা না জেনে করলে ক্ষতি অবশ্যই আছে। না জেনে হাত দিলেও আগুনে হাত পুড়ে। ভুল ক'রে বিষ খেলেও প্রাণনাশ ঘটে।

'জীবনে কিছু কিছু ভুল এমন আছে, যার মাসূল দিতে হয় সারা জীবন।' 'একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে সময় খুব কম লাগে। কিন্তু তার জন্য ভুগতে হয় সারা জীবন।'

তবে 'একটা ভুলের মাসূল দিতে গিয়ে অন্য একটা ভুল করা জ্ঞানীর কাজ নয়।' আসলে 'যখন মানুষ তার ভুল বুঝতে পারে, তখন তার অর্ধেক মাসূল হয়েই যায়।' সুতরাং সেই ভুল মারাত্মক না হলে ফুল হওয়া উচিত। যার প্রতি ভুল করা হয়, তাকে ক্ষমা করা উচিত।

'ভুল-ভ্রান্তি নিয়েই জীবন। অতএব সেই ভুলকে প্রাধান্য দিয়ে বাকী জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোন যুক্তি নেই।' ভুল বিস্মৃত হয়ে নতুনভাবে সংসার করা প্রত্যেক সংসারীর কর্তব্য। কবি বলেন,

'আছে এমন পূর্বাপর সকল ঘরে কথান্তর,
তাতে কি কেউ হয় গো পর?
নিত্যি কিত্যি নিত্যি লেঠা গৃহধর্মের ধর্ম সেটা,
ভালোমন্দ হয় কথাটা---
তা শুনলে কি চলে ঘর?'

'ভুল করার সময় ভুল বুঝতে না পারাটাই বড় ভুল।' কিন্তু 'মেঘ ভাঙলে রোদ বেরিয়ে আসে, আর ভুল ভাঙলে সত্য।'

অভিজ্ঞজনেরা বলেন, 'ভুল হয়ে গেলে ভুলের মোকাবিলা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল,

(ক) দ্রুত ভুল স্বীকার করা।
(খ) ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
(গ) ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা
(ঘ) ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা
(ঙ) ভুলের জন্য কাউকে দোষ না দেওয়া বা অজুহাত সৃষ্টি না করা।'

ভুল করে ভুল স্বীকার না করা দ্বিতীয় ভুল। সবচেয়ে বড় ভুল এই যে, ভুল করেও মনে করা যে, আমি ভুল করিনি। এতে থাকে অহংকার ও ঔদ্ধত্য। এতে মানুষ বেশি ছোট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ভুল স্বীকার ক'রে নিলে সম্মানবর্ধন হয়।

সুতরাং ভুল ক'রে ফেললে তা সংশোধনের জন্য বিলম্ব ও লজ্জাবোধ করা আদৌ উচিত নয়। তা করলে ভুলের মাসূল বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিণাম

অপেক্ষাকৃত মন্দ হতে থাকে।

ভুল হয়ে গেলে তার সংশোধনের সাথে সাথে তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ভুলের মাঝে অসাফল্য ও ব্যর্থতা থাকতে পারে। তা বলে তার ফলশ্রুতিতে পিছে হটা উচিত নয়। ‘ব্যর্থতা একটু ঘুর-পথ। পথের শেষ নয়। এর ফলে সাফল্যে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু পরাজয় ঘটে না। আমাদের ভুলগুলি আমাদের অভিজ্ঞতাকেই সমৃদ্ধ করে।’

‘জ্ঞানীরা নিজের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক’রে থাকেন। বিজ্ঞরা অপরের ভুল থেকেও শিক্ষা নেন। জীবন এত দীর্ঘ নয় যে, কেবলমাত্র নিজের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেই চলে, অপরের ভুল থেকেও শিক্ষা নিতে হয়।’

‘ভুল হলে আমরা তিনটি জিনিস করতে পারি ঃ-

(ক) ভুলগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারি।

(খ) ভুল অস্বীকার করতে পারি।

(গ) ভুল মেনে নিয়ে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

তৃতীয় বিকল্পটি অনুসরণ করার জন্য সাহস দরকার। এর মধ্যে ঝুঁকি আছে, কিন্তু এটি সুফলপ্রদও।

যদি আমরা ভুল স্বীকার না করি, তাহলে যে দুর্বলতার জন্য ভুল হয়েছে সেই দুর্বলতাগুলিকেই আমরা সমর্থন করব এবং শেষ পর্যন্ত সেই দুর্বলতাগুলোই বড় হয়ে আমাদের সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করবে। এই দুর্বলতাগুলোকে শুধরাবার আর কোন সুযোগ থাকবে না।’

‘ভুল বুঝা বড় সহজ, কিন্তু ভুলটা বয়ে বেড়ানো বড় কঠিন।’ সুতরাং ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত।

ভোলা বন্ধু আমার! ‘ভুল করে বসা এক অভিজ্ঞতা, কিন্তু দ্বিতীয়বার করা আহমকী।’

প্রচেষ্টা ও সফলতা

তকদীরে তোমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে, তদবীরও পরিপূর্ণরূপে ক’রে যাওয়া চাই। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (٣٩) سورة النجم

অর্থাৎ, আর এই যে, মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে। (নাজ্‌ম ঃ ৩৯)

আখেরাতের সুখের জন্য আমল চাই। দুনিয়ার সুখের জন্যও চেষ্টা ও শ্রম চাই। 'সুখ চাই, সুখ চাই' বললেই চলবে না। সুখ অর্জনের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন আছে। বসে থেকে তো সুখলাভ হয় না।

চাষী, ছাত্র, ব্যবসায়ী অথবা চাকরিজীবী প্রত্যেকের সফলতা আছে নিজ নিজ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে। এমনকি সেই গৃহকর্ত্রী, যে সংসারের হাল ধরে, তারও নিজস্ব প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে সংসার সুখের হয়। সফলতা এক চলমান গাড়ি, যে তা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সে যতদূর ইচ্ছা ততদূর পৌঁছতে পারে। 'সফলতার পথে কোন ট্রাফিক-সিগন্যাল নেই, যা তার গতি নির্দিষ্ট করতে পারে।'

'সফলতা এক বিরামহীন সফরের নাম। সফলতা কোন গন্তব্যস্থল নয়। সফলতা গন্তব্যে পৌঁছনোর একটি পথ।'

জানই তো, 'সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ব্যর্থতা অতিক্রমের পরই আসে সফলতা।' 'ফুল-বিছানো পথ তোমাকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারে না।'

'সফলতার পথ মইয়ের মত, যা পকেটে হাত রেখে চড়া যায় না।' 'পিঠ বাঁকানো ছাড়া পাহাড়ে ওঠা সম্ভবই নয়।'

'প্রচেষ্টা ও ধৈর্য সফলতার জনক-জননী।' আর 'যে শুইয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে।'

সুখ সবাই চায়, আরামের জীবন কে না চায়? 'সুন্দর দিন সবার জন্য অপেক্ষা করে। কেউ চেষ্টা করে তা আনে, কেউ আনে না।' সুখের পথে শ্রম না দিলে সুখ কাউকে 'ভালবাসা' দেয় না। অবিরাম পরিশ্রমই পারে সেই 'ভালবাসা'কে জয় করতে। 'জীবন হল সাইকেল চালানোর মত। তুমি যতক্ষণ প্যাডেলে পা রেখে চালাতে থাকবে, ততক্ষণ সাইকেল হতে পড়ে যাবে না। কিন্তু প্যাডেল থামালেই পড়ে যাবে।'

চেষ্টার গতি সীমিত হলেও তা নিরন্তর হওয়া চাই। নচেৎ গতি থামিয়ে দিলে সাফল্যের নাগাল পাওয়া মুশকিল হবে। আব্রাহাম লিঙ্কন বলেন, 'আমি ধীরে চলি ঠিকই; কিন্তু আমি কোনদিন একটি পাও পিছন দিকে ফেলিনি।'

অবশ্য বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা ভিন্ন। যেমন 'পথ চলতে শুধু সামনেই তাকালে হয় না, প্রয়োজনে পিছন ফিরে দেখতেও হয়।'

এ সংসারে যে অকর্মণ্য, সুখের অধিকার তার নেই। যে কর্মঠ, তারই আছে

সুখলাভের অধিকার। কর্মকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠভোগের উপযুক্ত নয়। 'যে মরিতে জানে, সুখের অধিকার তাহারই। যে জয় করে, ভোগ করিবার অধিকার তাহাকেই সাজে।'

তুমি হয়তো বলবে, 'জীবন তো কয় দিনের মাত্র। তার জন্য এত শ্রম-পরিশ্রমের কী প্রয়োজন?'

আমি বলি, যে ক'দিনই তোমার জীবন, সে ক'দিনই ভালোভাবে থাকতে চেষ্টা কর। মরতে তো একদিন সবাইকেই হবে, তা বলে কি বেঁচে থাকাটা থামিয়ে দেওয়া যাবে? আর তুমি তো এ পৃথিবীতে একা নও, তোমার জীবনের সাথে বাঁধা আছে আরো অনেক জীবন। সুতরাং তাদের জন্যও তোমাকে কাজ ক'রে যেতে হবে।

চাকরি না পেয়ে নিরাশ হয়ে বসে যেয়ো না, কিছু একটা কর। শিক্ষিত হয়ে ছোট কাজ করা দোষের নয়। বরং কর্মহীনতাই বড় দোষের। পছন্দনীয় কাজ পাওয়া ও করাও আবশ্যকীয় নয়। 'জীবনের রহস্য এই নয় যে, তুমি তোমার পছন্দনীয় কাজটি করবে; বরং যে কাজই করবে, তা পছন্দ করবে।'

'আমরা বাতাসের গতিপথ বদলাতে পারি না; কিন্তু আমরা জীবনের পালকে কীভাবে লাগাব---যাতে বাতাসের গতির সুবিধা নিতে পারি, তা নির্ধারণ করতে পারি। আমরা পছন্দমত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারি না; কিন্তু আমাদের মনোভাবকে আমাদের পছন্দমত কাজের উপযোগী ক'রে নিতে পারি। আর তখন হতে পারি আমরা বিজয়ী।'

'জীবন কুমোরের কারখানার মত, মাটি থেকে অনেক আকারের হাঁড়ি, কলসী ও পাত্র তৈরী করতে পারা যায়। একইভাবে আমরা যেভাবে চাই, সেভাবেই জীবন গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু বিভিন্ন পাত্র তৈরির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োজন।'

অনেক কাজ তোমাকে কঠিন লাগতে পারে। কিন্তু যে কাজ তোমাকে করতেই হবে, তা শুরু করার আগে মাথা চুলকিয়ে লাভ নেই। শুরুতে প্রত্যেক কাজই কঠিন লাগে। 'কাজ শুরু করার আগে ভালোভাবে প্রস্তুত হলে দেখা যাবে, কাজ অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে।'

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! জেনে রেখো যে, 'জীবন হচ্ছে কর্ম এবং কর্ম করতে না চাওয়া মরণ।' 'দুঃখ, ব্যথা, বেদনা থেকে বাঁচতে হলে, কাজের ভিতর দিয়ে বাঁচতে হবে।' দুঃখ ভুলতে হলে জীবনে ব্যস্ততা আনতে হবে।

জীবন মানেই সমস্যা। মানুষ সমস্যাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। তোমার দ্বারা যদি কোন সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে তুমি নিজেই একটি সমস্যা। এমন পলায়নবাদী মানুষ জীবন থেকে পলায়ন করতে পারে না। পক্ষান্তরে যে আত্মহত্যা ক'রে পলায়ন করতে চাইবে, সে আরো বড় সমস্যার সম্মুখীন হবে।

সমস্যার সমাধানের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক আয়েশের জন্য আয়াসের দরকার আছে। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।

কম-বেশি মেহনত ছাড়া কি কাজ আছে? দুঃখ ছাড়া কি সুখলাভের উপায় আছে? শরীরকে আরাম দিয়ে কি সাফল্য আছে? 'ডাঙায় বসে কুমীর দর্শন হয়, শিকার হয় না।' ঘুমিয়ে থাকলে সকালের আলো পাওয়া যায় না।

সুতরাং তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সবচেয়ে সুন্দর উপায় হল, আরামের ঘুম ছেড়ে জেগে ওঠা। 'জীবনটাই কষ্ট দিয়ে ঘেরা। আশা তা চাপা রাখে। আর কর্ম আশা পূরণ করে।'

আর এ কথা বলো না যে, 'ছুঁচের মতো ছোট্ট যন্ত্র দিয়ে দারিদ্রের মতো দৈত্যের সাথে লড়াই করা যায় না।' বড় যন্ত্র না পাওয়া পর্যন্ত তো তোমাকে তাই দিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। নচেৎ দৈত্য যে তোমাকে ধ্বংস ক'রে ছাড়বে।

অতএব শ্রমবিমুখতা ও অলসতা বর্জন কর এবং সুখের জন্য কোন কাজ কর। আর জেনে রাখ,

'পরিশ্রমে ধন আনে পুণ্যে আনে সুখ,
আলস্যে দারিদ্র আনে পাপে আনে দুখ।'

তুমি সেই অদম্য মানুষ হবে, যে 'আসুক যত বাধা পথে, হারবে না সে কোন মতে।'

তুমি শ্রমবিমুখ হলেও ভেবে দেখ, আমরা যা কিছু ভোগ করি, তা কারো না কারোর কঠিন পরিশ্রমের ফল।

'অন্নের লাগি মাঠে,
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের ফসল ফলে।'

'কল্লোলমুখর দিন ধায় রাত্রি-পানে,
উচ্ছল নির্ঝর চলে সিন্ধুর সন্ধানে।

বসন্তে অশান্ত ফুল পেতে চায় ফল,
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে চলিছে চঞ্চল।'

সবাই ব্যস্ত, সবাই কর্মমুখী। সবাই সফল হওয়ার প্রয়াসে দুর্বার গতিশীল। আর তুমি? কুসুমের মাসেও নির্মুকুল?

কী করবে তুমি? নাই-বা থাকল চাকরি? তোমার অর্থকে কাজে লাগাও। 'সেই সময় কাজের সময়, যখন তুমি বেকার এবং পকেটে প্রয়োজনীয় পয়সা আছে।'

আর পর-ভরসায় ব্যবসায়ী হয়ো না। লোক রাখো, কিন্তু তুমি নিজে স্বনির্ভর হও। যেহেতু 'শিকার শিকারীর চাইতে বেশি জোরে দৌড় দেয়। কারণ শিকারী দৌড়ে খাদ্যের প্রয়োজনে। আর শিকার দৌড়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।'

অপরের নিকটে তোমার পূর্ণ পারিশ্রমিক দাবী করার আগে দেখে নাও, তোমার পরিশ্রম যথার্থ ছিল কি না?

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কী পেলাম সেটাই বড় প্রশ্ন নয়, বরং কী করেছি সেটাই মূখ্য প্রশ্ন।

কর্মী সে, যে কাজ করে তৃপ্ত হয়। কাজ ক'রে সে কতটুকু লাভবান হল, সেটা তার কাছে বড় নয়।

কাজের লোকের কাছে দিনগুলি ছোট আর রাতগুলি বড় মনে হয়।

তুমি কাজের লোক হও। কোন সময়ই অকেজো হয়ে থেকো না। অবসরপ্রাপ্ত হলেও কাজে ফাঁকি দিয়ো না। যেহেতু তোমার প্রতিপালক বলেন,

{فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ} (٧) سورة الشرح

অর্থাৎ, অতএব যখনই অবসর পাও, তখনই সচেষ্ট হও। (আলাম নাশ্‌রাহ ঃ ৭)

কাজের লোক হও, পরিশ্রম ও ব্যস্ততার পাথর-গর্ভে তোমার দুঃখকে কবর দিয়ে দাও। বৈধ পথে অর্থোপার্জন কর। পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে ধরে নাও। ওড়ার স্থান চেনো, ধরে নিতে পারবে।

সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেন, 'সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, যে নিজের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য এবং আমানত রক্ষা করার জন্য অর্থ উপার্জন করে না।'

একদা হযরত উমার ﷺ মসজিদে এক ব্যক্তিকে ই'তিকাফে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা কোত্থেকে হয়? বলল, 'আমার ভাই

তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য এবং আমার জন্য রোযগার করে।' উমার বললেন, 'তাহলে তোমার ভাইই তোমার চেয়ে বড় আবেদ।'

মামূন বলেন, 'মানুষ তার জীবনে চার শ্রেণীর একটি হয়ে থাকে। তা না হলে সে পরের মুখাপেক্ষী হয়। আর তা হল, নেতৃত্ব, ব্যবসা, চাষ এবং কারিগরি।

হযরত উমার ﷺ বলেন, 'কোন কোন লোক দেখে আমি মুগ্ধ হই। কিন্তু যখনই শুনি যে, ওর কোন ব্যবসায় নেই, তখনই সে আমার চোখ থেকে পড়ে যায়।'

সুখী মানুষ

সুখ বাইরের বস্তু নয়, সুখ হল অন্তরের বস্তু। মনের সুখই বড় সুখ, মনের ধনবত্তা হল আসল ধনবত্তা। যে মনের মাঝে ধনের কোন অভাব অনুভব করে না, সেই প্রকৃত ধনী। মহানবী ﷺ বলেছেন, "বিষয় সম্পদের আধিক্য ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অধিকাংশ মানুষই যতখানি খুশী হতে চায়, তাদের মন অনুযায়ী তাই হয়। যেহেতু মনের মাঝেই খুশির বাগান আছে। সেই বাগানকে পরিপাটি ক'রে যে ফুল-গাছ রোপণ করবে, তারই মনে খুশির ফুল প্রস্ফুটিত হবে। অন্যথা মনকে মরুভূমি ক'রে রাখলে সুখ-বসন্তের কোন সাক্ষাৎ হবে না।

বাহ্যিক বিলাসিতা বিলাসীর সুখের চিহ্ন নয়। আভ্যন্তরিক সুখ মনের মাঝে পরশ না আনতে পারলে মানুষ সুখী হতে পারে না। আসলে 'মানুষের ভিতর-বাহির এক হলে দুনিয়ায় কোন দুঃখ থাকে না।'

সুখ লাভ করতে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সাময়িক দুঃখ-কষ্টকে বরণ ক'রে সুখ আনয়ন করতে হয়। কাঁটার ঘা খেয়ে গোলাপ-পদ্ম তুলে আনতে হয়। 'সুখ' বলতে দুটি অক্ষর। কিন্তু তা অর্জন করতে অনেক সময় শত দুঃখ বরণ করতে হয়।

শায়খ সা'দী বলেছেন, 'সমুদ্র-গর্ভে মূল্যবান রত্ন বর্তমান। কিন্তু আরাম ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাইলে সমুদ্র-তীরে বসে থাক।'

সুখের মূল বিষয় হল, নিরাপত্তা; যেহেতু ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি সুখী হতে পারে না। অতঃপর সুস্থতা; যেহেতু অসুস্থ ও রোগী ব্যক্তি সুখী হতে পারে না।

অতঃপর যৌবন; যেহেতু যৌবনহীন ব্যক্তি সুখী হতে পারে না। অতঃপর ধনবত্তা; যেহেতু দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তি সুখী হতে পারে না।

সুখ তিন শ্রেণীর ঃ মনের সুখ আছে হিকমত, পবিত্রতা ও বীরত্বে। দৈহিক সুখ আছে সুস্থতা, সৌন্দর্য, যৌবন ও শক্তিমত্তায়। আর এ দুইয়ের বাইরের সুখ আছে ধনবত্তা, যশ ও কুলীনত্বে।

বলা বাহুল্য, 'সবচেয়ে বড় সুখভোগ মানুষের খোঁজা উচিত নয়, উচিত হল সবচেয়ে পবিত্র সুখভোগ খোঁজা।' যেহেতু সেটাই হল মনের সুখ ও প্রকৃত সুখ।

জ্ঞানিগণ বলেন, সাতটি গুণ তোমার মধ্যে তৈরী কর, তোমার দেহ-মন শান্তি পাবে এবং তোমার দ্বীন ও ইয্যত রক্ষা পাবে ঃ-

১। যা হয়ে গেছে বয়ে গেছে, গত হওয়া বিষয় নিয়ে আর দুর্ভাবনা ভেবো না।

২। যে অমঙ্গল আসার আশঙ্কা আছে, তা আসার পূর্বে দুশ্চিন্তা করো না।

৩। যে দোষ তোমার মাঝেও আছে, সে দোষ নিয়ে অপরকে ভর্ৎসনা করো না।

৪। যে পরোপকারের কাজ তুমি করেছ, সে কাজের উপর প্রতিদান আশা করো না।

৫। যে জিনিস তোমার নয়, সে জিনিসের দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করো না।

৬। যার রাগ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তার প্রতি তুমি রুষ্ট হয়ো না। আর

৭। সেই ব্যক্তির প্রশংসা করো না, যে আত্মপ্রশংসা পছন্দ করে।

ছয়টি বিষয় স্মরণ করলে তোমার জন্য প্রত্যেক মসীবত হাল্কা হয়ে যাবে, মনে শান্তি পাবে এবং দুঃখ-শোক বিদূরিত হবে ঃ-

১।স্মরণ কর যে, প্রত্যেক বিষয় আল্লাহর লিখিত তকদীর অনুসারে ঘটে থাকে।

২। তোমার বিলাপ তকদীর রদ্দ্‌ করতে পারবে না।

৩। তোমার যে মসীবত এসেছে, সে মসীবত অন্যান্য মসীবত থেকে অনেক ছোট।

৪। তোমার যা হারিয়ে গেছে তার তুলনায় আছে অনেক বেশী।

৫। প্রত্যেক মসীবতের পিছনে কোন না কোন মঙ্গল আছে; এ কথা জানলে তুমি প্রত্যেক মসীবতকে বিলক্ষণ নেয়ামত মনে করবে। আর

৬। মুমিনের জন্য প্রত্যেক মসীবত তার সওয়াব বৃদ্ধি, আল্লাহর ক্ষমা-লাভ, পাপ-স্খলন, মর্যাদা বর্ধন, এবং তুলনামূলক অধিক বড় মসীবত থেকে মুক্তিলাভের কারণ। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা অধিক উত্তম ও চিরস্থায়ী।

যে অল্পে তুষ্ট, সে বড় সুখী। যেহেতু 'সুখ আছে স্বল্প কামনার মাঝে, অধিক ধনসম্পদে নয়।' বর্তমানে যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হলে মানুষ সুখী হয়। অপরের কম দেখে নিজের বেশির কথা খেয়াল করলে মানুষ সুখী হয়। হাকীম ফারেসী বলেন, 'আমি কখনো যুগের দোষ দিইনি এবং কখনো আসমানী ফায়সালায় অসন্তুষ্ট হইনি। তবে একবার আমার পায়ের জুতা নষ্ট হয়ে গেল। খালি পায়ে চলতে হল। খরিদ ক'রে ব্যবহার করার মত কোন অর্থও ছিল না আমার। একদা মনে বড় সংকীর্ণতা অনুভব করার সাথে কূফার মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে একটি লোক দেখলাম, যার দুটি পা-ই নেই। তা দেখে আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম এবং যে নেয়ামত তিনি আমার বর্তমান রেখেছেন তার শুকরিয়া আদায় করলাম।'

মহানবী ﷺ বলেন,

« انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيكُمْ ».

"তোমাদের মধ্যে যে নীচে তোমরা তার দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকায়ো না। যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না।" *(বুখারী ৬৪৯০, মুসলিম ২৯৬৩নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন,

(وارْضَ بما قَسَمَ الله لَكَ تَكُنْ أغْنى النَّاس)....

"আল্লাহ তোমার ভাগে যা ভাগ ক'রে দিয়েছেন তা নিয়ে তুষ্ট হও, তুমি সবার চাইতে বড় ধনী হয়ে যাবে---।" *(সহীহুল জামে' ৪৫৮০, ৭৮৩৩নং)*

বলা বাহুল্য, সেই প্রকৃত সুখী, যে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী আশা করে না। আর 'জ্ঞানী লোক কখনো সুখের সন্ধান করে না, তারা কামনা করে দুঃখ-

কষ্ট থেকে অব্যাহতি।’

সেই সুখ শ্রেষ্ঠ সুখ, যা অব্যাহত থাকে। যা মানুষের জীবনে মেঘের ছায়ার মতো এসে অকস্মাৎ সরে যায় না। কিন্তু বহু মানুষ আছে, যারা অতিরিক্ত সুখভোগে উন্মত্ত হয়ে পরবর্তীর কথা ভুলে যায়। সেই সাময়িক সুখভোগের ফলে যে দুঃখ-কষ্ট আসতে পারে, সে কথা তারা মাথায় রেখে সুখভোগে লিপ্ত হয় না। অনেক সময় জেনেশুনে উন্নাসিকতার সাথে সুখভোগ করে। যার প্রতিফল স্বরূপ তাদেরকে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, হাজতবাস ইত্যাদি বরণ করতে হয়। সামান্য সুখ ভোগ করতে গিয়ে আজীবন লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় বহন ক’রে ফিরতে হয়। অবশ্য নির্লজ্জদের কাছে সে বোঝা ভারী বোধ হয় না।

কিন্তু বিদ্যানগণ বলেন, ‘সেই খুশীর জন্য কোন স্বাগতম নয়, যার পশ্চাতে রয়েছে কষ্ট। সেই সুখে উন্মত্ত হয়ে কী লাভ, যার পর দুঃখের অন্ধকার আসে? কষ্টের পর যদি সুখ লাভ হয়, তবে সেটাই হল কাম্য।’

‘চিরদিন কাহারো সমান না যায়,
চির-সুখ এ ভবেতে কাহারো না রয়।’

সুতরাং সুখ পেয়ে দুখের দিনগুলিকে ভুলে যেয়ো না। মনে রেখো, পুনরায় কালই তোমার দুখের দিন আসতে পারে। আরো মনে রেখো যে,

‘যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী,
যে জন অচেত-চিত্ত সেই সদা দুঃখী।’

সুখী বন্ধু আমার! তুমি হয়তো জানো না, দুঃখ কী জিনিস। যেহেতু সুখের সাগরে ডুব দিয়ে দুঃখকে উপলব্ধি করা যায় না। নচেৎ সে উপলব্ধি থাকলে তুমি সুখের অপচয় ঘটাতে না। অপরের দুঃখের ভাগী হওয়ার চেষ্টা করতে। আর জানতে যে, পরের মনে খুশী আনয়ন করা কোন কর্তব্য পালন করা নয়, এ হল একটি আনন্দ। এতে মানুষের স্বাস্থ্য ও সুখ বর্ধিত হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল সেই আমল, যা ক’রে একজন মুসলিমকে আনন্দ দেওয়া যায়।” *(সহীহুল জামে’ ১৭৬নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« إِنَّ أَحَبَّ أَلاعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تعَالَى بَعْدَ الفَرَائِضِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ ».

অর্থাৎ, ফরয আমলসমূহের পর মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়

আমল হল, মুসলিমের মনে আনন্দ ভরে দেওয়া। (ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৯০৬নং)

সুখ গ্রহণে নয়, সুখ আছে দানে। যে শুধু নিজের কথা ভাবে, যে আত্মসুখ নিয়ে বিভোর থাকে, সে জীবনে কিছুই পায় না; সে আসলে বড় দুঃখী। পক্ষান্তরে অন্যের উপকার যে করে, সে জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করতে পারে। সুখ বড় ছোঁয়াচে। দিলেই কিছু পাওয়াও যায়। সুখ ভাগ করলে বেড়ে যায়, কিন্তু দুঃখ ভাগ করলে কমে যায়। সুখকে সুখ তখনই বলা হবে, যখন তাতে একাধিক ব্যক্তি শরীক হবে। আর কষ্টকে কষ্ট তখনই মনে হবে, যখন তা কাউকে একাই সহ্য করতে হবে।

সুখ হল চুম্বনের মত, যা অংশীদার ছাড়া বাস্তবায়ন হয় না।

সবচেয়ে বড় সুখানুভূতি হয় তখন, যখন কোন ভালো কাজ গোপনে করি, অতঃপর তা অকস্মাৎ প্রকাশ পায়। ---এ সকল কথা বলেছেন, এ সংসারের সুখী বহু অভিজ্ঞ মানুষ।

আঘাত ভুলার অভ্যাস থাকলে সুখলাভ সহজ। দুঃখ হজম করার শক্তি থাকলে সুখানুভব সহজ। মনের অভাবকে দূর করতে পারলে সুখানুভূতি সহজ। কেবল অভাবকে সহ্য করা নয়, অভাব এসে গেলে তাকে ভালোবাসারও ক্ষমতা থাকা চাই। অবশ্য অভাব যাতে না আসে, তার জন্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। আমাদের মহানবী ﷺ অভাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

সুখ লাভের দুটি উপায় এও আছে যে, তুমি তাকে ক্ষমা ক'রে দেবে, যাকে তুমি ভুলতে পারবে না। অথবা তাকে ভুলে যাবে, যাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে না।

সুখী মানুষের নিদর্শন এই যে, তার আয়ু লম্বা হলে লালসা কমে যায়, তার ধন যত বেশী হয়, তত সে দান করে। যত তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, তত সে বিনয়ী হয়। পক্ষান্তরে দুঃখী মানুষের চিহ্ন এই যে, তার আয়ু যত লম্বা হয়, তার লালসা তত বৃদ্ধি পায়। তার ধন যত বৃদ্ধি পায়, তত সে বেশী কৃপণ হয়। আর যত তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, ততই সে বেশী অহংকারী হয়ে ওঠে।

সুখ লাভের একটা পথ এও আছে যে, আমাদের নাগাল ও ক্ষমতার বাইরে যা আছে, তার প্রাপ্তি নিয়ে দুশ্চিন্তা না করা। অসম্ভব কিছু কামনা ও আকাঙ্ক্ষা না করা।

যেটা অবশ্যম্ভাবী, যাকে প্রতিহত করা যায় না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে সুখ থাকে না। মহান সৃষ্টিকর্তার অটল ফায়সালাকে মেনে নেওয়া ছাড়া বান্দার কোন উপায় থাকে না। আর তা ঘাড় পেতে মেনে নিতে পারলে মনে দুঃখ আসে না।

জ্ঞানিগণ বলেন, 'আমরা যখন অবশ্যম্ভাবীর সঙ্গে লড়াই করা ছেড়ে দিই, তখন নতুন শক্তির জন্ম হয়ে আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।'

'কোন লোকই এমন শক্তিশালী হতে পারে না, যে অবশ্যম্ভাবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে এবং বাকি ক্ষমতায় নতুন জীবন গড়ে তুলতে পারে। যে কোন একটাকেই গ্রহণ করতে হবে। অবশ্যম্ভাবী ঝড়, শিলাবৃষ্টি মেনে আপনি বেঁকে পড়তে পারেন। কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করতে গেলে একেবারে ভেঙ্গে পড়বেন।.....

সুতরাং যা প্রতিহত করতে পারবেন না, তা মেনে নেওয়ার শক্তি থাকা চাই। আর যা প্রতিহত করতে পারবেন, তা করার সাহস চাই। অবশ্য উভয়ের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতাও আপনার মাঝে থাকা চাই।'

বলা বাহুল্য, প্রতিহত করার ক্ষমতা থাকলে 'ঘুসির জন্য গাল পেতে দিলেও মাটিতে পড়ে যেয়ো না।'

সুখের একটি পথ হল, 'গতস্য শোচনা নাস্তি।' যা ঘটে গেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করা। যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তা নিয়ে অনুশোচনা না করা। বিদ্যানগণ বলেন, 'বুদ্ধিমান মানুষরা কখনো তাঁদের ক্ষতি নিয়ে ভাবতে চান না; বরং খুশী মনে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করেন।'

আর আমাদের নবী ﷺ বলেছেন, "....তোমার উপকারী বিষয়ে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা কর এবং অক্ষম হয়ে যেও না। তোমার কোন বিপদ এলে বলো না যে, 'যদি আমি এই করতাম, তাহলে এই হত।' বরং বলো, 'আল্লাহ যা ভাগ্যে লিখেছিলেন এবং যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।' কারণ 'যদি' শয়তানের কর্ম উদ্‌ঘাটন করে।" *(মুসলিম)*

নিজের অসুখী জীবনের দিকে সর্বদা নজর দিলে মোটেও কেউ সুখী হতে পারে না। জীবনে কী পেলাম, আর কী পেলাম না, অমুক কত কী পেল, আর আমি পেলাম না---এরূপ হিংসামূলক হিসাব-নিকাশও মানুষকে সুখ থেকে বঞ্চিত করে।

পৃথিবীর এ সংসার চলছে পারস্পরিক স্বার্থভিত্তিক লেনদেনের উপর।

লেনদেন ঠিক রাখলে পৃথিবীর মানুষ সুখে হাবুডুবু খেতো। কিন্তু বিনিময় দানে ভারসাম্য নেই বলেই অনেক মানুষ সুখী নয়। সুতরাং যদি কেউ তোমার নেমকহারামি করে, কৃতঘ্ন হয়, তাহলে তার পরোয়া করো না। বরং পরোপকার ক'রে ভুলে যেয়ো। লিখলেও বালির উপর লিখে রেখো। তবেই সুখী হতে পারবে। নচেৎ দানের বদলে প্রতিদানের এবং উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকারের আশায় অপেক্ষা করলে সুখী হতে পারবে না।

জ্ঞানিগণ বলেন, 'আমরা যদি সুখী হতে চাই, তাহলে কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতার কথা ভুলে যাওয়া ভালো। আর দান করার আনন্দেই দান করা উচিত।'

তদনুরূপ বড় সুখী তারা, যারা লোকেদের অমূলক সমালোচনা উপেক্ষা ক'রে চলে। যারা সমালোচকদের সমালোচনায় থেমে যায় না, বিচলিত হয় না। বরং হকপন্থী হলে 'কুত্তা ভুঁকতা রহেগা আওর হাথী চলতা রহেগা'র নীতি অবলম্বন করে।

জীবন একটি যুদ্ধের নাম। আর 'সুখ শুধু আনন্দের নয়; এ হল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জয়লাভ।' পরন্তু মু'মিনের আসল জয়লাভ পরকালে।

'জীবনের উদ্দেশ্য কেবল লাভ নিয়ে নয়; যে কোন বোকাই তা পারে। আসল প্রয়োজন ক্ষতি থেকে লাভ করা।' যে কমলা লেবুর জায়গায় কাগজি লেবু পায়, তার উচিত তা দিয়ে শরবত বানিয়ে পান করা। পার্থিব যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতিকে পরকালের সওয়াব বানিয়ে নিলে সুখের হিসাব বজায় থাকে। অবশ্য তাতে সবর ও সওয়াবের নিয়ত আবশ্যক।

সুখের পিছনে দৌড় দিয়ে লাভ নেই। ভাগ্যে থাকলে সুখ আপনা-আপনি এসে যাবে। তবে তার মানে এই নয় যে, সুখের জন্য তদবীর করতে হবে না। তবে অনেক সময় 'সুখ প্রজাপতির মতো; ধরতে যান, উড়ে বেড়াবে, স্থির হয়ে দাঁড়ান, প্রজাপতি উড়ে এসে আপনার উপর বসবে।'

'সুখ হল বলের মতো, যখন তা গড়িয়ে যায়, তখন আমরা তার পিছনে ছুটি এবং যখন তা থেমে যায়, তখন আমরা তাকে লাথি মারি।'

অনেক সময় মানুষ অতিরিক্ত ও অযথা সুখ আশা করে। সৃষ্টির কাছে কোন সুখ পাওয়ার আশা করে, যা পাওয়ার নয়। সে ক্ষেত্রে নিরাশা এক প্রকার স্বস্তি।

নেশার মধ্যে সুখ ও স্বস্তি পেতে চেয়ো না বন্ধু! তাতে সাময়িকভাবে দুঃখ

বিস্মৃত হলেও অধঃপতন বেশি। আর তাতে যে দ্বীন-দুনিয়ার ক্ষতি আছে, তা তোমার অজানা নয়।

অনেক সময় পরের জীবনকে বড় সুখী বলে মনে হয়। 'নদীর অপর পারের ঘাসকে অনেক বেশী সবুজ মনে হয়। দূরবর্তী সম্ভাবনাকে মানুষ অনেক বেশী উজ্জ্বল মনে করে।'

'নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ও পার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে---
কহে, যাহা-কিছু সুখ সকলই ও পারে।'

ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সুখলাভ কখন হবে?' বা 'আরাম কখন পাওয়া যাবে?' তিনি বললেন, 'বেহেশ্তে পা রাখলে।'

দুঃখী মানুষ

অনেক মানুষ দুঃখ পায়, বরং সংসারের অধিকাংশ মানুষ কোন না কোনভাবে দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকে। অবশ্য সবাই যে সে দুঃখ পাওয়ার উপযুক্ত---তা নয়।

কারণ বহু মানুষ স্বকৃত ভুল বা পাপের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ ভোগ করলেও অনেক মানুষকে আল্লাহ দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করেন। আগুনে পুড়লে সোনা খাঁটি কি না বোঝা যায়। আর দুঃখ-কষ্টে পড়লে মানুষ সাহসী কি না, তা বোঝা যায়। বুঝা যায় ঈমানের মজবুতি। সোনার খাঁটিত্ব যাচাই করার জন্য যেমন পাথরে ঘসা হয় অথবা আগুনে জ্বালানো হয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ বান্দাকে প্রতিপালক যাচাই-বাছাই ক'রে নেন। দুঃখ-কষ্ট দিয়ে তার গোনাহ ঝরিয়ে দেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন মুমিনকে যখনই কোন রোগ অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট পৌঁছে, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপরাশিকে ঝরিয়ে দেন; যেমন বৃক্ষ তার পত্রাবলীকে ঝরিয়ে থাকে।" *(বুখারী ৫৬৪৮-নং মুসলিম ২৫৭১নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং

তারপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে, তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে, তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা) হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলা ফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৯৯২ নং)*

দুঃখ আসে মুমিন বান্দার মর্যাদাবর্ধনের জন্য। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার জন্য কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, কিন্তু সে তার নিজ আমল দ্বারা তাতে পৌঁছতে অক্ষম হয়, তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ বা সন্তান-সন্ততিতে বালা-মসীবত দিয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে এতে ধৈর্য ধারণ করারও প্রেরণা দান করেন। (এইভাবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার তরফ থেকে নির্ধারিত ঐ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়!" *(আহমদ, সহীহ আবু দাঊদ ২৬৪৯ নং)*

দুঃখ আসে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। দুঃখ যেমন আমাদেরকে কাঁদায়, তেমনি আমাদেরকে শিক্ষাও দিয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞানী হল সেই ব্যক্তি, যে মসীবতের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং সেই মসীবত থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

জ্ঞানী হল সেই ব্যক্তি, যে নিজের বিপদ থেকে শিক্ষা নেয়। কিন্তু তার থেকেও বড় জ্ঞানী হল সেই ব্যক্তি, যে নিজের ও পরের বিপদ দেখেও শিক্ষা নেয়।

কিছু মানুষ আছে, যারা খামোখা দুঃখ ভোগ করে। নিজের মন থেকে দুঃখ সৃষ্টি ক'রে দুঃখ বহন করে। সুতরাং তাদের অদৃষ্টে কোনদিন শান্তি লেখা থাকে না।

কোন কোন শ্বশুর-শাশুড়ী তাদের বউয়ের নিকট অতিরিক্ত খিদমত পাওয়ার আশা রাখে। অতঃপর তাদের আকাঙ্ক্ষিত খিদমত না পেলে বউয়ের প্রতি রাগ ও দুঃখ হয়।

কোন কোন স্ত্রী স্বামীর কাছে অতিরিক্ত ভালবাসা পেতে চায়। সেই চাহিদায়

স্বামীর কাছে সংসারের মেয়েলি কাজও পেতে পছন্দ করে। অতঃপর স্বামী তা না করলে অন্য মহিলার স্ত্রৈণ স্বামীর সে কাজ করা দেখে নিজের প্রতি ধিক্কার এনে কষ্ট পায়।

কোন কোন স্বামীও অনুরূপ স্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত ভালবাসা পাওয়ার কামনা রাখে। অনেক সময় নাটক-সিনেমায় অভিনীত অথবা উপন্যাস-রূপকথায় কল্পিত প্রেম-ব্যবহার পেতে চায় তার নিকট থেকে। অতঃপর তা না পেয়ে মনে মনে বড় দুঃখ পায়।

অনেক পিতামাতাও নিজেদের সন্তানদের নিকট থেকে অতিরিক্ত আনুগত্য না পেয়ে অনুরূপ দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

পক্ষান্তরে তারা যদি বাস্তবকে মেনে নিয়ে উক্ত আশা না করত এবং সে আশা পূরণ না হওয়াটাকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার ক'রে নিতো, তাহলে মনে দুঃখ এসে বাসা বাঁধত না এবং কষ্ট তাদের হৃদয়-দ্বারে আঘাত হানত না।

কিন্তু অনেক মানুষ আছে, যারা অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে পেতে চেয়ে মনে কষ্ট পায়। অবাস্তব কল্পণাপ্রসূত সুখ কামনা ক'রে নিজের জীবনকে বিষময় ক'রে তোলে। অথচ আকাশ-কুসুম কল্পিত অলীক সুখ পাওয়ার আশা ক'রে সামান্য সুখ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কবি বলেছেন,

'সব ব্যথারই ওষুধ আছে, হয়তো বা তা নেই,
থাকে যদি হাত পেতে নাও, চেয়ো না অলীককেই।'

বহু আবেগময় মানুষ আছে, যারা পরের দুঃখ দেখে কাঁদে। কোন দুঃখময় ঘটনা শুনে অথবা পড়ে চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত করে। পরের দুঃখে দুঃখী হয় ও কষ্ট পায়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, পরের দুঃখ দেখে এমনি কান্না আসে না, যদি না নিজের দুঃখের সাথে তার কোন মিল থাকে। ভুক্তভোগী মানুষ অপরের ভোগান্তি দেখে দুঃখ পায়। বঞ্চিত মানুষ অপরের বঞ্চনা দেখে মনে ব্যথা পায়। অত্যাচারিত মানুষ অপরের প্রতি অত্যাচার হতে শুনে বা দেখে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে। যার যেখানে ব্যথা, সেখানে ঘা লাগলে ব্যথা তো অবশ্যই বাড়বে।

বহু মানুষ আছে, যারা অতিরিক্ত সুখ কামনা করে। সুখের সাথে সখ্য বেশি বলে তাতে সামান্য ত্রুটি হলেই দুঃখ অনুভব করে। কবি বলেছেন,

'সুখ-দুঃখ দু'টি ভাই---
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।'

অতিরিক্ত সুখের আশা, অতিরিক্ত সম্ভোগের ইচ্ছা মানুষকে অস্থির ও উদ্বেগাকুল ক'রে তোলে। তার মনের উদ্যানে শান্তি ও আনন্দের পুষ্পরাজি শুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে। অতিরিক্তি সুখের আশায় মনের স্বস্তিও হারিয়ে ফেলে। কবি বলেছেন,

'সুখেতে আসক্তি যার, আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা,
কঠিন বীর্যের তারে, বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা।'

যে চালক গাড়ি কোথায় থামাতে হয় জানে না, সে অবশ্যাই দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। জীবনের চলার পথে যে মানুষ কোথায় থামতে হয় জানে না, তার বড় দুঃখ ও কষ্ট হয়। যে মানুষ প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, স্নেহ-শ্রদ্ধা, ভয়-ভক্তি-লজ্জা, রাগ-বিতৃষ্ণা ইত্যাদির সঠিক পরিমাণ-মাত্রা জানে না, সে অবশ্যাই দুঃখ পায়।

অনেক মানুষ আছে, যারা হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে জড়িয়ে ধরে থেকে জীবনের বর্তমান সুখকে বরবাদ করে। পুরনো প্রেম, পূর্বেকার স্বামী অথবা স্ত্রী, পূর্বেকার দেশ, ছেড়ে যাওয়া সন্তান, পুরনো পদ, খ্যাতি ও বংশমর্যাদা ইত্যাদি মনের আধারে সযত্নে সংরক্ষণ ক'রে প্রাত্যহিক স্মরণে নিজেকে কষ্ট দেয়। অবশ্য বর্তমানের তুলনায় অতীতের সুখ যদি বেশি ছিল বলে মনে হয়, তাহলে তাতে দুঃখের পরিমাণ বেশি বৃদ্ধি পায়।

যেখানে খুব ভালোর আশা থাকে, সেখানে ভালোও মন্দ হয়ে দেখা দিলে মনে বড় দুঃখ হয়। যাকে সোনা বলে জ্ঞান ছিল, ঘষার পর পিতল প্রমাণিত হলে বড় দুঃখ হয়। যিনি বড় বড় আদর্শের কথা বলেন, তিনিই আদর্শচ্যুত প্রমাণিত হলে মনে বড় কষ্ট হয়। মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে নিঃস্বার্থ মনে হওয়ার পর স্বার্থ উদ্ধার হলে সে কেটে পড়লে বড় দুঃখ হয়। রক্ষককে ভক্ষকরূপে দেখলে, আলেমের ঘরে আমলহীনতা দেখলে, ইমামের বাড়িতে ঈমানহীনতা পরিদৃষ্ট হলে মনে বড় আঘাত লাগে। আঘাত আরো বেশি লাগে তখন, যখন তাদেরকে নিয়ে পথ চলতে হয়, সংসার করতে হয়, আত্মীয়তা বজায় রাখতে হয়। 'যাকে করি ছি, সেই ভাতের পাশে ঘি' হয়ে যখন সামনে আসে, তখনকার ঘৃণা ও দুঃখ কি সহজ মনে করতে পার? 'যার নামে উপবাস, তারই সঙ্গে বনবাস' হলে কত দুঃখজনক হয় কল্পনা কর। যার ছোঁয়া-জল খেতে মন সায় দেয় না, তার বাড়া-ভাত খেতে হলে কত কষ্ট হয় বল? অভিশপ্তের সাথে সুদীর্ঘ সফরে কাল কাটানো কত বড় যন্ত্রণাদায়ক অনুমান কর!

যার ভালবাসা দেওয়ার কথা ছিল, সে যদি ভর্ৎসনা দেয়, যার পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল, সে যদি তিরস্কার দেয়, যার পিতা হওয়ার কথা ছিল, সে যদি চিতা হয়ে যায়, যার মাতা হওয়ার কথা ছিল, সে যদি যাঁতা হয়ে যায়, যার জীবন-সঙ্গী হওয়ার কথা ছিল, সে যদি জীবন-জঙ্গী হয়, যার বাধ্য ছেলে হওয়ার কথা ছিল, সে যদি কেলে-সাপ হয়ে যায়, তাহলে দুঃখ রাখার ঠাঁই পাওয়া যাবে কি? ভেবে দেখ সেই সময়কার অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা, যখন কোন খাবার গিলতেও পার না, ফেলতেও পার না, কাঁটা গলায় আটকে গিয়ে নিচেও যায় না, বেরিয়েও আসে না!

বল তো ভাইটি, যার জন্য চুরি কর, সেই যদি তোমাকে চোর বলে, যার জন্য বনবাসী, সেই যদি তোমার গলায় ফাঁসি দেয়, যার জন্য বুক ফাটে, সে যদি তোমাকে এঁকে কাটে, যাকে আনতে দিলে কড়ি, সে যদি দেয় তোমার গলে দড়ি, যার জন্য সাজন-ভাবন, সেই যদি তোমার দিকে চোখ তুলে না দেখে, তাহলে তোমার মনে কত দুঃখ, কত কষ্ট হয়?

উপকার করার পর উপকৃত ব্যক্তি যদি কৃতজ্ঞ না হয়, তাহলে উপকারীকে বড় দুঃখ লাগে। অকৃতজ্ঞ হওয়ার পরেও যদি শত্রুতা করে, তাহলে দুঃখ লাগে আরো বেশি। নদী পার হয়ে যদি মাঝিকে 'শালা' বলে কেউ গালি দেয়, তাহলে সে গালি নিশ্চয়ই গুলি হয়ে হৃদয় ঝাঁঝরা ক'রে দেয়! এই জন্য আরবী প্রবাদে বলা হয়,

اتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيه.

অর্থাৎ, তুমি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তার মন্দ থেকে সাবধান থেকো।

সুতরাং উপকার ক'রে তার বিনিময়ে প্রত্যুপকার বা কৃতজ্ঞতার আশা করো না, তাহলে দুঃখ পাবে না। বরং উপকার করার পর অন্নদানকারীদের মতো বলো,

{إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا } (٩) سورة الإنسان

অর্থাৎ, (তারা বলে,) 'শুধু আল্লাহর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে অন্নদান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। (দাহর ঃ ৯)

জ্ঞানিগণ বলেন, 'কৃতজ্ঞতা বোধ অনেক কষ্টেই জাগ্রত হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে সেটা আশা করা বাতুলতা।'

'এ পৃথিবীতে ভালোবাসা পাওয়ার একটাই পথ আছে, আর তা হল প্রতিদান পাওয়ার আশা না ক'রে কেবল ভালোবেসে যাওয়া।'

'আমরা যদি সুখী হতে চাই, তাহলে কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতার কথা ভুলে যাওয়া ভালো। আর দান করার আনন্দেই দান করা উচিত।'

পক্ষান্তরে সে কৃতঘ্ন যদি আপন কেউ হয়, তাহলে তো গোদের উপর বিষফোঁড়া। 'সময় গুণে আপন পর, খোঁড়া গাধার ঘোড়ার দর' যখন হয়, তখন তোমার দুঃখের পরিধি আরো বর্ধিত হয়। আপন ছেলে যদি পরের ছেলে হয়, সে যদি মায়ের বেটা নয়, শাশুড়ীর জামাই হয়, তাহলে সে দুঃখের কথা আর বলবে কাকে? 'যে সন্তান অকৃতজ্ঞ, তার দাঁতের ধার সাপের চেয়েও বেশী।' আর সে ছেলের ছোবলের দংশন-জ্বালা সহ্য করা কি তত সহজ?

যুবক বয়সে নিজ অর্ধাঙ্গিনীর সাথে তোমার মা-বাপের বনিবনাও না হলে বাপুত্তি ঘর ছাড়তে বাধ্য হলে, তোমাদের ছেলে-মেয়ে তোমাদের অবাধ্য হলে অথবা বউমায়ের সাথে তোমাদের বনিবনাও না হলে তোমরা নিজের বানানো-সাজানো-গুছানো সুখের বাসা ত্যাগ করতে বাধ্য হলে পারবে কি সামাল দিতে?

তবে হ্যাঁ, মসীবতে অনেক সময় মানুষের জন্য আযাবের লেবাসে রহমত থাকে। দুঃখ-কষ্ট অনেক সময় তুচ্ছ মানুষকে বড় মানুষ ক'রে তোলে। জ্ঞানিগণ বলেন, 'যে আঘাত তোমাকে শেষ করতে পারে না, সে আঘাত তোমাকে শক্তিশালী করবে।' 'দুঃখের মত এত বড় পরশপাথর আর নেই।'

হয়তো বা তোমার দুঃখ সেই জাতীয়। তুমি হয়তো পড়ে থাকা মলিন স্বর্ণ। তাই তোমাকে আগুনে দিয়ে হাতুড়ির আঘাত দ্বারা পিটিয়ে পিটিয়ে নতুন কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করা হচ্ছে। হয়তো বা তুমি শোভা পাবে কোন বিলাসিনীর দেহে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে মূলতঃ দুটো দুঃখ থাকে; একটি হল ইচ্ছা অপূর্ণ থাকা। অন্যটি হল ইচ্ছা পূরণ হলে অন্যটির প্রত্যাশা করা। যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট না হওয়ার দুঃখ, অল্পে তুষ্ট না হওয়ার দুঃখ, অনেক বেশি কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার দুঃখ মানুষকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে।

যত খাই, তত খেতে চায় আরো মন
মেটে না মনের আশা, লোভী এ জীবন।

লোভী আদম সন্তানের এ আশা বড় দুর্দমনীয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যদি আদম সন্তানের সোনার একটি উপত্যকা হয়, তবুও সে চাইবে যে, তার কাছে দুটি উপত্যকা হোক। একমাত্র মাটিই তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে। আর যে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করেন।” (বুখারী-মুসলিম)

যে মানুষ নিরাশাবাদী হয়, তার দুশ্চিন্তা আসে। মরার আগে সে মরতে বসে, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আগে সে ব্যথা পায়। তাকে কেবল আজকের কথা ভাবতে বললে বলে, ‘আজকের মধ্যে আজ শেষ নয়। কাল বলেও একটা কথা আছে।’

কিন্তু ভাইটি আমার! কোন সেতু না আসা পর্যন্ত সেটা অতিক্রম করার চেষ্টা করো না। নদী আসার আগে কাপড় তুলো না। আগামী কালের দুশ্চিন্তাকে মনে স্থান দিয়ে আজকের খুশীকে নষ্ট ক’রে দিয়ো না। কারণ এমনও হতে পারে যে, কালকের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে অথচ আজকের খুশী থেকেও তুমি বঞ্চিত রয়ে যাবে।

গুলির আওয়াজ শুনতে পাও? ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, যে গুলি তোমাকে হত্যা করবে, তার আওয়াজ তুমি শুনতেই পাবে না।

যা ঘটে, তাতে মানুষ যতটা না আঘাত পায়, তার চেয়ে বেশী আঘাত পায় সেই ঘটনা সম্পর্কে তার সমালোচনা ও অভিমতের ফলে। ঘরে-ঘরে ঝগড়া হলে, পিতা-মাতার সাথে মতোবিরোধ বাধলে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে বাইরের লোককে খুব দাপাদাপি করতে দেখা যায়। যখন ‘মায়ের পোড়ে না মাসীর পোড়ে, পাড়া-পড়শীর ধবলা ওড়ে’, ‘যার গরু সে বলে বাঁঝা, পাড়া-পড়শী বলে সাত-বিয়েন’, তখন মনে বড় দুঃখ হয়, বড় কষ্ট হয়।

আর এক দুঃখ বিরোধীদেরকে নিয়ে। যে তোমার প্রতি হিংসুটে, পরশ্রীকাতর, বিদ্বেষী বা প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদের কথা চিন্তা করলে, তাদের বিরোধিতার কথা মাথায় রাখলে তোমার সুখ হরণ হয়ে যাবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে তুমি জ্ঞানিদের উপদেশ মেনে চল, ‘স্বার্থপরেরা যদি তোমার উপর টেক্কা দিতে চায়, তাহলে তা তুচ্ছজ্ঞান ক’রে বাতিল কর। শোধ নেওয়ার দরকার নেই। যখন শোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে, তখন জানবে, তার ক্ষতি করার চাইতে তুমি নিজেরই ক্ষতি ক’রে বসবে।’

সেই গাড়ি চালকের মতো নিজের ক্ষতি করবে, যাকে পিছন অথবা পাশ থেকে অন্য এক গাড়ি টেক্কা দিতে চেয়েছিল। অতঃপর তাকে জিততে দেবে না সংকল্প ক'রে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করল। পরিশেষে এক সময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হল তার গাড়ি।

তুমি যদি কাউকে টেক্কা দিয়ে কারো উপকার করতে যাও অথবা উপহার দিতে যাও, তবুও পারবে না। ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা বিষাদগ্রস্ত হবে। তুমি অন্যান্যের তুলনায় কম দিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাবে ঠিকই কিন্তু বেশি দিলে বলবে, 'দানের জিনিস দিয়েছে, যাকাত থেকে দিয়েছে' ইত্যাদি। হীন মনের মানুষদের সাথে টেক্কায় তুমি পেরে উঠবে না।

সুতরাং উচিত হল, যে ব্যক্তি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়, যে ব্যক্তি তোমাকে গুরুত্ব না দিয়ে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়, তাকে উপেক্ষা করে চল। নচেৎ দুঃখ পাবে। একজন বিদ্যান বলেছেন, 'যাদেরকে পছন্দ করি না, তাদেরকে নিয়ে এক মিনিটও ভেবে আমি সময় নষ্ট করি না।'

অনেক মানুষ হয় হিংসুটে, ঈর্ষাবান। ফলে তারা মনে মনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়। পরশ্রীকাতরতার যন্ত্রণায় নিজেকে অসুখী ক'রে রাখে। পরের সুখের মতো সুখ পেতে চায়, পরের প্রতিভার মতো নিজের প্রতিভা দাবী করে, রূপে ও গুণে অন্যের মতো হতে চাওয়া কি সহজ ব্যাপার?

জ্ঞানিগণ বলেন, 'যারা অন্যের মত হওয়ার চেষ্টা করে, তাদের মত হতভাগ্য আর কেউ নেই। যদি সে নিজে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে অন্যরকম কিছু হয়।'

সুতরাং সুখী হতে হলে নিজের স্বতন্ত্রতা ও স্বকীয়তা বজায় রেখে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নচেৎ পরের অনুকরণ ও নকল করতে গিয়ে নিজেকে মনঃকষ্টের আগুনে পড়ে থাকতে হবে।

অনুরূপ অহংকারীরাও সুখী হয় না। যে নিজেকে বড় মনে করে, অথচ পরে তাকে ছোটই ভাবে, সে তখন মনে মনে অস্বস্তি ও কষ্টবোধ করে। মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করলে মানুষও তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, ফলে তার মনে সুখের বাসা বাঁধে না। 'গাঁ মানে না আপনি মোড়ল' হলে মনে সুখ থাকে না। যে রাজা ভক্তির বলে প্রজাদের মন জয় না ক'রে শক্তির বলে তাদের ভূমি জয় ক'রে রাজত্ব করে, সে রাজা আর যা পাক, রাজসুখ পায় না। প্রত্যেক সংসারের সুখ অনুরূপই।

তাছাড়া ধন থাকলেই মনে সুখ পাওয়া যায় না। বরং ধন থাকলে উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা বাড়ে। তাছাড়া ধন অনেক ধনীকে উচ্ছৃঙ্খলতায় উদ্বুদ্ধ করে। আর তাতে তাদের বাহ্যিক সুখ অনেক দুঃখ বয়ে আনে। আফলাতুন হাকীম বলেছেন, 'ধনীরা সাধারণতঃ ভালো লোক হয় না, আর তার জন্যই তারা সুখী নয়।'

অধিকাংশ মানুষের দুঃখ ও মনঃকষ্ট সেই জিনিস প্রকাশ করার চেষ্টারই ফল, যা তাদের নেই। অথচ তারা এ কথাও জানে না যে, মিথ্যা ঠাটবাট সত্বর বিলীয়মান। তাছাড়া মিথ্যা ঠাটবাট বজায় রাখতে যেমন বেগ পেতে হয়, তেমনি তা প্রকাশ পেলে মানুষের কাছে লাঞ্ছিত হতে হয়। মিথ্যা বংশগৌরব, আভিজাত্য-গর্ব বা পদমর্যাদার সাময়িক অহংকার মানুষকে সর্বদা মনঃকষ্টে জর্জরিত রাখে।

দুঃখী ভাই ও বোনটি আমার! তুমি নিজ মন থেকে দুঃখকে দূরীভূত করবে কীভাবে? বাঁচতে তো হবেই। জীবনে দুঃখ এসেছে বলে জীবনকে থামিয়ে দেওয়া যায় না। সমুদ্রে ঢেউ উঠেছে দেখে ডোবার আগেই লা ডুবিয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং বাঁচার তাকীদে প্রয়াস চালাতে হবে। দুঃখ-দুর্দশা মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।

দুঃখময় বন্ধু আমার! 'মনের চিন্তাকে রোখার ক্ষমতা নেই, মুখ চুপ থাকতে পারে না এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সঞ্চালন বিনা স্থির থাকতে পারে না। এ সবগুলিকে তুমি যদি মহান কাজে লাগাতে না পার, তাহলে অবশ্যই ছোট কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। যদি সেগুলিকে ভালো কাজে ব্যবহার না করতে পারো, তাহলে অবশ্যই খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমার সকল চিন্তা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উঁচু আকাশে উড়তে শিখাও, নীচের আকাশে উড়তে অপছন্দ করবে। এ সবকে উচ্চতায় অভ্যস্ত কর, হীনতা অপছন্দ করবে।'

অবশ্য ভাবনার সময় থাকলে, তুমি ভাবতেই পার। কিন্তু কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ভাবনা ভুলতে পার। নচেৎ, দুশ্চিন্তা হল বেকারত্বের বন্ধু। কর্ম ও জ্ঞান-চর্চাকারী মানুষের কোন দুশ্চিন্তা হয় না, মানসিক রোগ হয় না। কারণ তাদের কোন অবসরই নেই। জ্ঞান-গবেষকরা বলেন, 'গবেষণাগার আর পাঠাগারেই শান্তি থাকে।'

'দুঃখী হয়ে ওঠার রহস্য হল, আপনি সুখী না দুঃখী ভাবতে পারার মত

সময় থাকা।'

নিজের অসুখী জীবনের দিকে সর্বদা নজর দিলে মোটেও কেউ সুখী হতে পারে না। বিগত জীবনের দুঃখ ও স্মৃতিকে নিয়ে মন খারাপ রাখলে, সুখী জীবনও তিক্তময় হয়ে ওঠে। 'আল্লাহর রাজত্বে একটা মাত্র পথেই গঠনমূলকভাবে অতীতকে গ্রহণ করা যেতে পারে। আর তা হল অতীতের ভুলকে শান্তভাবে বিশ্লেষণ ক'রে তা থেকে উপকার লাভ করা। নচেৎ সঙ্গে সঙ্গেই অতীতকে ভুলে যাওয়া প্রয়োজন।'

বল তো বন্ধু! করাত দিয়ে কাঠের গুঁড়া কাটলে কী লাভ? অতীত নিয়ে দুশ্চিন্তা করা করাত দিয়ে কাঠের গুঁড়া কাটার মতোই। জীবন যে গতিতে চলছে, তাকে তুমি ফিরাতে পারবে না। পারবে না অবশ্যম্ভাবী প্রতিহত করতে চিন্তার মাধ্যমে। বার্ধক্যকে আটকে দিতে পার না। পার না নিজের যৌবন ফিরিয়ে আনতে। 'জীবন-প্রবাহ বহে কাল-সিন্ধু পানে ধায়, ফিরাব কেমনে?' লাভ কী সে কেমনত্বের কথা ভেবে? অবশ্য যতদিন জীবন থাকে, ততদিন ভালোরূপে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর সেই চেষ্টার একটি হল এই যে, তুমি দুশ্চিন্তা করবে না।

জ্ঞানিগণ বলেন, 'চেষ্টা করো দুধ যাতে না পড়ে যায়। তবে পড়ে গেলে তা নিয়ে যেন অনুশোচনা করো না।'

'বুদ্ধিমান মানুষরা কখনো তাঁদের ক্ষতি নিয়ে ভাবতে চান না; বরং খুশী মনে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করেন।'

সুতরাং জীবনের কোন নিঝুম রাতে দুরন্ত দুষ্টু শিশুর মতো দুশ্চিন্তা ঘুমিয়ে গেলে তাকে জাগিয়ে দিয়ো না। তাকে আরামের সাথে ঘুমাতে দাও। তুমিও আরাম পাবে।

নচেৎ, 'যে ব্যক্তি অতীতের দুশ্চিন্তার কারাগারে নিজেকে বন্দী রাখে, সে ব্যক্তির ভবিষ্যৎও গড়ে ওঠে না।' তবে এ কথাও সত্য যে, 'এমন অনেক দুঃখ আছে, যাকে ভুলার মত দুঃখ আর নেই।'

অনুরূপ যে বিপদ আসার আশঙ্কা আছে, তা আসার পূর্বেই তুমি শঙ্কিত ও আতঙ্কিত হয়ো না। কারণ, মসীবতের আশঙ্কাটাই মসীবত এসে পড়ার চেয়ে অধিক ভয়ঙ্কর।

'মানুষ স্বপ্নে সুখ দেখলে সকালে তা দেখা যায় না, কিন্তু দুঃখ দেখলে তা সকাল হওয়ার আগেই মনের ভিতরে প্রকাশ পায়।' এটাই মানুষের প্রকৃতি।

কিন্তু তা হলে অবাস্তব দুঃখ দেখে নিজের সুখকে নষ্ট করা হবে। সুতরাং মনোরোগী হয়ে মনের সুখকে বরবাদ করো না। যেহেতু 'ব্যাধির চেয়ে আধিই (মানসিক পীড়া) হল বড়।' দেহের আঘাতের চেয়ে মনের আঘাতের বেদনা অনেক বেশী।

দুঃখ ও দুশ্চিন্তা তোমার বাকী সব কিছু কেড়ে নিতে পারে। দুশ্চিন্তা মানুষের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা নষ্ট ক'রে দেয়। কিন্তু বাস্তব এই যে, যে যত বেশী জ্ঞানী হয়, তার দুঃখও তত বৃদ্ধি পায়। জীবনে কষ্ট না পেলে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করে না। জীবনে যাঁরা বিজ্ঞ হয়েছেন, তাঁদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বেশী ছিল।' মনীষী ও বিজ্ঞজন তথা বিখ্যাত কৃতি মানুষদের জীবনী পড়লে তা সহজে বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে যে, 'যাঁরা জীবনে বাধা পেয়েছেন, তাঁরা ততই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, সে বাধা কাটিয়ে জীবনে উন্নতি করতে।'

অধিকাংশ কবি, কবি হয়েছেন মনের আঘাত খেয়ে। যে কখনো মনে আঘাত খায়নি, সে কখনো ছন্দ ও সুর খুঁজে পায় না। 'শান্ত সমুদ্রে কখনো সুদক্ষ নাবিক হওয়া যায় না।'

দুঃখ দেয় মানসিক যাতনা। আর দৈহিক বেদনার চেয়ে আন্তরিক বেদনা অত্যন্ত কঠিন, যার কোন ওষুধ নেই। এই জন্য অভিজ্ঞজনেরা বলেছেন, 'যে ব্যবসায়ীরা জানে না দুশ্চিন্তা কী ক'রে জয় করতে হয়, তাদের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়।'

'আপনি যা খান, তাতে আলসার হয় না, আপনাকে যা কুরে কুরে খায়, তাতেই আলসার হয়।'

'চিকিৎসকরা যে ভুল করেন তা হল, তাঁরা মনের চিকিৎসা না করে শরীর সারাতে চান, যদিও মন আর শরীর অবিচ্ছেদ্য। তাই আলাদা করে চিকিৎসা উচিত নয়।'

সুতরাং জেনে রাখা উচিত যে, 'দেহ থেকে টিউমার বা পুঁজ বের ক'রে দেওয়ার চাইতে বদ-চিন্তা তাড়ানো অনেক বেশী প্রয়োজন।'

দুঃখ-কষ্ট এমন জিনিস, সেটা কষ্ট ক'রে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা গেলেও, চোখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায় না। পরিবেশের মানুষ---বিশেষ ক'রে কাছের মানুষ তা বুঝতে পারে। অতঃপর তারা সান্ত্বনা দিলে দুঃখ কমে যায়, আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটান দিলে তা আরো বেড়ে যায়। পরন্তু সুখ ভাগ করলে বেড়ে যায়, কিন্তু দুঃখ ভাগ করলে কমে যায়। কিন্তু মানুষের এমন অনেক

দুঃখ আছে, যা কেউ কাছে এসে মিটিয়ে দিতে চাইলেও তা পারে না। অনেক কাছে থেকেও অনেকে একান্ত আপন হতে পারে না।

তবে অপরের দেখে সান্ত্বনা নাও। যা নেই, তার মোকাবেলায় যা আছে, তা স্মরণ করিয়ে মনকে প্রবোধ দান কর। তুমি গরীব হলেও দুঃখ গরীবদের একা নয়। বড় লোকদেরও অনেক দুঃখ থাকতে পারে।

দুঃখী জীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব

জীবনের সৃষ্টিকর্তা সুখ-দুঃখ সৃজন করেছেন। আর তিনিই দিয়েছেন ধৈর্যের আদেশ। তিনি বলেছেন,

{لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} (١٨٦) سورة آل عمران

অর্থাৎ, (হে বিশ্বাসিগণ!) নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ। (আলে ইমরান ঃ ১৮৬)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (আলে ইমরান ঃ ২০০)

ধৈর্য সাধারণতঃ দুই প্রকার ঃ বাঞ্ছিত জিনিস না পাওয়ার বা হাতছাড়া হওয়ার অনুতাপে ধৈর্য এবং অবাঞ্ছিত জিনিস গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ার অনুতাপে ধৈর্য।

আল্লাহর লিখিত ভাগ্য মেনে নিতে ধৈর্য, তাঁর আদেশ পালনে ধৈর্য এবং তাঁর নিষেধ পালনে ধৈর্য ধরতে হয় মানুষকে। যেহেতু ধৈর্যের তরবারি দ্বারা কেটে ফেলা ছাড়া দুঃখের আর কোন ওষুধ নেই। ‘ভগ্ন হৃদয়ের সর্বোত্তম

চিকিৎসা হল, তা পুনর্বার ভেঙ্গে ফেলা।’ ‘বিপদের বিশাল প্রতাপ আছে, তুমি তার সম্মুখে বিনয়ীর বেশে বসে যাও।’ ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়ে তাকে বরণ কর। তাহলেই তুমি নিশ্চিহ্ন হবে না।

‘দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা যাদের আছে, তাদের কাছে দুঃখ বড় হয়ে দেখা দেয় না।’

‘অন্ধ হওয়া দুঃখের নয়, দুঃখের হল তা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকা।’ ‘যে তার পালঙ্গের কষ্ট সহ্য করতে পারে, সে আরামে ঘুমায়।’ ‘যে মানুষ দিনের পর দিন আঘাত খেয়ে অপমান সহ্য ক’রে নিঃশেষ হয়ে যায়, অসম্ভবকে সম্ভব সেই করতে পারে।’

সহ্য না করলে সফল হওয়া যায় না। ধৈর্য না ধরলে কর্মে সিদ্ধিলাভ হয় না। ‘মধু পেতে হলে মৌমাছির হুল খেতে হয়।’ ‘যারা মধুচোর, তারা মৌমাছিকে বশ করেই মধু আহরণ করে।’ অথবা তার বিঁধুনিতে ধৈর্যধারণ করে।

সুতরাং দুঃখে ধৈর্য ধর বন্ধু আমার! ধৈর্য ছাড়া গতি কী বল? দুঃখ একাধিক হলেও ভেঙ্গে পড়ো না। আমরা জানি, ‘নতুন শোক একলা আসে না, কত পুরানো শোককে টানিয়া আনে। কিছু না পাওয়াতে দুঃখ আছে; কিছু পাইয়া কিছু হারাইলে মন অসুখী হয়। কিন্তু সব পাইয়া সব হারাইবার যে দুঃখ, তাহা অতি ভীষণ, অতি মর্মান্তিক।’ দুঃখ তখন তার দলবল নিয়ে দুর্ধর্ষ ডাকাতদলের মতো দুঃখী মানুষের হৃদয়-দ্বারে আঘাত করে। কত তান্ডব চালায়! নিষ্ঠুর হয়ে তার সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আর তখন ধৈর্য ছাড়া উপায় কী বল?

‘মায়া-কান্নার তুফান কারাগারের দেওয়াল ভাঙ্গতে পারে না।’ তবে তুমি নিরাশ হয়ো না। ধৈর্য ধারণ কর। ধীর পানিতে পাথর কাটে। তোমার ধৈর্যও বিপদের পাথর ক্ষয় করবে। আর তুমি যদি চিরদুঃখী হও, তাহলে সৎ সাহস রেখে বলবে, ‘দুঃখেই যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কী রে?’

দারিদ্র্য ও অভাব

এ জীবনে দারিদ্র্য একটি অভিশাপ। তবে যারা অভিশাপকে বররূপে বরণ করতে পারে, তাদের জন্য তা বড় মর্যাদাপূর্ণ বর।

‘গরীব রাস্তায় চলে, প্রত্যেক বস্তু যেন তার বিপক্ষে। লোকেরা তাকে দেখে নিজ নিজ দরজা সশব্দে বন্ধ করে নেয়। লোকেরা তাকে ঘৃণা করে, অথচ সে

কোন অপরাধী নয়। সকলকে দেখে তার শত্রু মনে হয়, অথচ শত্রুতার কোন কারণ নেই। এমনকি কুকুরদলও যখন কোন ধনীকে দেখে তখন তার নিকট বিনয় প্রকাশ করে এবং লেজ দুলিয়ে থাকে। অথচ কোন গরীব মানুষকে পার হতে দেখলে তাকে লক্ষ্য করে ভেকাতে শুরু করে এবং দাঁত দেখায়!'

'দরজা দিয়ে অভাব প্রবেশ করলে জানালা দিয়ে ভালোবাসা গোপনে পলায়ন করে। পয়সা থাকলে বন্ধু অনেক হয়, স্ত্রীও ভালোবাসে বেশী।' 'অভাব যখন তুফান হয়ে এসে ঘরের জানালায় আঘাত করে, তখন ভালবাসার ফুলদানি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।' 'দারিদ্র্যের ঝড়ে ভালবাসার প্রদীপ নিভে যায়।'

অভাব মানুষের জাত, ধর্ম ও সভ্যতা পাল্টে দেয়। অভাব থাকলে মানুষের মানুষত্বও লোপ পায়। যেহেতু অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট ক'রে ফেলে।

'খিদে পেলে হিংস্র জন্তুরা নিজের ছেলেও খেয়ে ফেলে।'

আবু যার্র ﵁ বলেছেন, 'দারিদ্র্য কোন দেশে গেলে কুফরী তাকে বলে, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চলো।'

উমার ﵁ বলেছেন, 'দারিদ্র্য যদি মানুষ হতো, তাহলে আমি তাকে খুন করতাম।'

আমার নবী ﷺ দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। দারিদ্র্য এক প্রকার বিপর্যয়, যা দিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা ক'রে থাকেন।

একজন অভিজ্ঞ দরিদ্র বলেছেন, 'সকল সুস্বাদু জিনিসের আস্বাদ গ্রহণ করেছি, কিন্তু অধিক সুস্বাদুরূপে নিরাপত্তার মত কোন অন্য জিনিস পাইনি। সমস্ত রকম তিক্ত বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেছি, কিন্তু অভাব ও পরমুখাপেক্ষিতার মত অধিক তিক্ত বস্তু আর অন্য কিছু পাইনি। আর আমি লোহা ও পাথর বহনও করেছি, কিন্তু ঋণকে তা থেকেও বেশী ভারী অনুভব করেছি।'

অন্য একজন বলেছেন, 'নিমফল খেয়েছি এবং মাকালফলও চেখেছি, কিন্তু দারিদ্রের চেয়ে অধিক তিক্ত জিনিস অন্য কিছু চাখিনি।'

যদি তুমি গরীব হয়ে যাও, তাহলে সে কথা যেন কাউকে বলো না, নচেৎ তারা তোমাকে ছোট ভাবতে শুরু করবে। পক্ষান্তরে তোমার ধন আছে এমন ভাবও প্রকাশ করো না। গুপ্ত থেকো, গোপনে সুখ আছে। অতি সংগোপনে মনের কথা কেবল মহান আল্লাহকে জানায়ো।

'দরিদ্রতা কোন ত্রুটি নয়; তবুও তা গোপন রাখাই ভালো।' যাতে নিজের

মান বজায় থাকে। যেহেতু গরীব মানুষকে লোকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

অভাব মানুষকে সুস্বাস্থ্যের সম্পদ থেকেও বঞ্চিত করে। বঞ্চিত করে শিক্ষার দীপ্তিময় আলো থেকেও।

'অর্থ অপ্রতুলে কত দীন বাছাধন,
অজ্ঞান আঁধারে বসি কাটিছে জীবন।'

'খালি পেটে কোন মানুষ বিচক্ষণ হতে পারে না।' এ কথা যেমন সত্য, তেমনি 'জীবনে কষ্ট না পেলে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করে না। জীবনে যারা বিজ্ঞ হয়েছে, তাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট বেশী ছিল।'---এটাও বাস্তব।

কবি বলেছেন,

'হে দারিদ্র্য! তুমি মোরে করেছ মহান,
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সমান-
কন্টক-মুকুট শোভা।'

'দরিদ্রতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তা তোমাকে অনেক লোকের বন্ধুত্ব থেকে রক্ষা করবে।' যেহেতু গরীব বন্ধুর কাছে স্বার্থপরদের কোন সিদ্ধিলাভ হয় না। পক্ষান্তরে ধনী হলে তোমার বন্ধু বেশি হবে। সেই ব্যক্তির নিকট থেকে অভিবাদন পাবে, যার সালামেরও আশা করতে পারতে না। হ্যাঁ, তোমার অর্থ না হলে ওরা কেউই তোমাকে সালাম জানাতো না।

দীন-হীন বন্ধু আমার! ধৈর্য ধারণ কর। অভাবী হয়ে নবাবী আচরণ বর্জন কর। গরীব লোকদের পেটে বেশি খিদে থাকা ভাল নয় বন্ধু!

গরীব হলেও আত্মমর্যাদা বজায় রেখো। তবে তা যেন অহংকারে পরিণত না হয়ে যায়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে (অনুগ্রহের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, (১) ব্যভিচারী বৃদ্ধ, (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ এবং (৩) অহংকারী গরীব।" *(মুসলিম)*

তবে নিশ্চয় তুমি ধনীদের খেলার পুতুল নও। তুমি তাদের নিকট জিওল মাছের মতো নও যে, তারা তোমাকে পানিতে জিইয়ে রাখবে। আর প্রয়োজন মতো মেরে খাবে।

তাদের জেনে রাখা উচিত, 'বড় লোকদের দৌলতে গরীবরা রুটি পায় বলেই বড় লোকেরা পোলাও খেতে পায়।' সুতরাং গরীবদের প্রতি আসলে

তারা কোন করুণা করে না। দান করলেও সে আসলে আল্লাহর দেওয়া ধন দান করে, যা তাঁর প্রাপ্য অধিকার। গরীবকে কৃতজ্ঞ হতে হলেও তার মানে এই নয় যে, তার মাধ্যমে তাকে দাসে পরিণত করবে।

কবি বলেছেন,

'দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এম্‌নি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবুসা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ?---চুপ্‌ রও যত মিথ্যাবাদীর দল;
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল!
রাজ-পথে-তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল'ত এ সব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইঁটে আছে লিখা!
তুমি জান না ক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে!'

জানো কি বন্ধু! আসল দরিদ্র কে? মনের দারিদ্র্য বা দীনতাই সবচেয়ে বড় বালাই। 'যার সব আছে কিন্তু ধন নেই, সে দরিদ্র। কিন্তু তার থেকে বেশী দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যার ধন ছাড়া অন্য কিছুই নেই।'

অভাবী বন্ধু আমার! কোন কিছুকে ভালোবেসো না, তাহলে তার অনুপস্থিতিতে তুমি কষ্ট পাবে না। আর অর্থ-লালসা হৃদয়ে রেখো না, তাহলে নিজেকে কখনো গরীব ভাববে না।

যথাসাধ্য প্রয়াসে দীনতা দূর কর। হীনতা বরণ করো না। অভাবে স্বভাব নষ্ট করো না।

'যদি দীন সহ অহরহ রহ মতি তব হীন হইবে,
সমানের সনে থাক একমনে মতি সমভাবে রইবে।'

প্রেম-ভালোবাসা

প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে পৃথিবীর অভিজ্ঞজনেরা নানা কথা বলেছেন। প্রেমের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٢١) سورة الروم

অর্থাৎ, আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (রূম ঃ ২১)

পবিত্র প্রেমের পরশে সংসার হয়ে ওঠে বেহেশ্তী বাগান। দুনিয়া থেকে দূরীভূত হয় হিংসা ও বিদ্বেষের জ্বালা-যন্ত্রণা।

'স্নেহ আর ভালোবাসা বড়ই পবিত্র। স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে বনের পশু-পাখিকেও পোষ মানানো যায়।'

'প্রেম আছে বলে পৃথিবী এত সুন্দর!' প্রীতির রীতি আছে বলেই ধরনী এত মনোরম।

'পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতই আপন পিরীতই স্বজন তা ভিন সকলই পর।'

ভালোবাসার অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারা জানে ভালোবাসা হারানোর মর্ম। 'যাকে সত্যিকার ভালোবাসা যায়, সে অতি অপমান-আঘাত করলে, হাজার ব্যথা দিলেও তাকে ভোলা যায় না।' 'মন যাকে চায়, তাকে কোন দিনও ঘৃণা করা যায় না।' 'যাকে ভাল লাগে, তাকে ভোলা যায় না।'

মজনু বলেছিল, 'হে মন তুমি তো ওয়াদা দিয়েছিলে যে, আমি লায়লা থেকে তওবা করলে তুমিও তওবা করবে। আমি তো তওবা করেছি, তাহলে লায়লা নাম শুনে তুমি গলে যাও কেন?!' (শায়খ সা'দী)

পবিত্র ভালোবাসায় আছে উৎসাহ, উদ্দীপনা, আনন্দ। 'যাকে ভালোবাসা হয়, সে যদি বড় হয়, তাহলে তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু নেই।' 'ভক্তির আলো নিয়ে যারা পথ চলে, ভয়ের অন্ধকার তাদের পথ থেকে সরে যায়।' 'পিরীতের নৌকা পাহাড়ে চলে।'

অজানা-অচেনা সাথীও ভালোবাসায় একাত্মতা প্রকাশ করে। ভালোবাসা

এত মধুর! এত স্নিগ্ধময়!

'সমাদরে বুকে তারে লইলাম টানি,
সেই সে ফুলের তোড়া আমি ফুলদানি।'

হৃদয়-বিনিময়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধুসম দাম্পত্য গড়ে ওঠে। 'হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় পাওয়া যায়। হৃদয় না দিয়ে হৃদয় পাওয়ার আশা করা ভুল।'

মুশকিল হল, একতরফা ভালোবাসা। তবুও চেষ্টা কর। 'একটা পাখীকে ধরতে হলে, তাকে ভয় দেখানো চলবে না। তাকে আদর কর, ভালোবাসা দাও, একদিন সে তোমার পোষ মানবেই।'

'ভালোবাসা প্রজাপতির মতো, যদি শক্ত ক'রে ধর, মরে যাবে। হাল্কা করে ধর, উড়ে যাবে। তবে যদি যত্ন ক'রে ধর, তাহলে কাছে রবে।'

জোর ক'রে ভালোবাসা যায় না, ভালোবাসা পাওয়াও যায় না। 'প্রতাপশালী লোককে সবাই ভয় করে, কিন্তু শ্রদ্ধা করে না।' 'গায়ের জোরে সব হওয়া যায়, কিন্তু গুরু হওয়া যায় না।' 'জোর ক'রে দশ-বিষ জনকে নেতা বানানো যায়, কিন্তু নেতাজী বানানো যায় না।' 'জলাশয়ের ধারে একটা ঘোড়াকে জোর ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তাকে জোর ক'রে জল খাওয়ানো যায় না।' গানের কবি বলেছেন,

'গায়ের জোরে সবকিছু কেড়ে নেওয়া যায়,
সোনা-দানা গয়না-পাতি ভালোবাসা নয়।'

ভয় দেখিয়ে পোষ মানানো যায়, নিজের বাধ্য করা যায়, ভক্ত বানানো যায় না।

'ভয়ে প্রাণ যে করিবে দান প্রেম সে তো সঁপিবে না,
টাকা দিয়ে শুধু মাথা কেনা যায়, হৃদয় যায় না কেনা।'

'টাকা দিয়ে দামী খাবার কেনা যায়, কিন্তু খিদে কেনা যায় না। টাকা দিয়ে দামী বিছানা কেনা যায়, কিন্তু ঘুম কেনা যায় না। টাকা দিয়ে বই কেনা যায়, কিন্তু জ্ঞান কেনা যায় না। টাকা দিয়ে ওষুধ কেনা যায়, কিন্তু স্বাস্থ্য কেনা যায় না। টাকা দিয়ে একটা স্বামী অথবা স্ত্রী কেনা যায়, কিন্তু ভালবাসা কেনা যায় না। টাকা দিয়ে সুখসামগ্রী কেনা যায়, কিন্তু সুখ কেনা যায় না।'

'টাকা না থাকার ফলে ভালোবাসা চলে যায়। কিন্তু টাকা দিয়ে ভালোবাসা কিনতে পাওয়া যায় না।' 'দরজা দিয়ে অভাব প্রবেশ করলে জানালা দিয়ে ভালোবাসা গোপনে পলায়ন করে। পয়সা থাকলে বন্ধু অনেক হয়, স্ত্রীও ভালোবাসে বেশী।' 'অভাব যখন তুফান হয়ে এসে ঘরের জানালায় আঘাত

করে, তখন ভালবাসার ফুলদানি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।' 'দারিদ্রের ঝড়ে ভালবাসার প্রদীপ নিভে যায়।' তবুও ধন দিয়ে মন কিনতে পাওয়া যায় না।

'দয়া দাক্ষিণ্য আনতে পারে, কিন্তু প্রীতি আনতে পারে না।' 'কাউকে আশ্রয় দিলেই সে আপনার হয় না।' আপন করতে মনের অতিরিক্ত আকর্ষণের প্রয়োজন আছে।

পবিত্র প্রেম বড় সুশৃঙ্খল হয়। 'অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লুকাইয়া বহিতে থাকে; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় না।' 'প্রকৃতিগত ভালোবাসাই একমাত্র ভালোবাসা, যা মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতারিত করে না।' 'পবিত্র প্রেম একমাত্র মায়ের হয়ে থাকে তার শিশুর সাথে। বাকী প্রত্যেকের প্রেমে কোন না কোন স্বার্থ অথবা কামনা থাকে।'

বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম পবিত্র ততক্ষণ থাকে, যতক্ষণ তা হৃদয়-গোলাপের মাঝে সৌরভের মতো লুক্কায়িত থাকে। হৃদয় ছাপিয়ে বাইরে এলেই তা অপবিত্র হয়ে যায়। অনেক পবিত্র প্রেম অজানা-অচেনা ভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। গোপন সে প্রেমের কথা জানতে পারে না প্রেমিক, আর না প্রেমিকা। অচেনা আকর্ষণে পূর্ণিমার রাতে জোয়ার আসে, রাতে রাতে হাস্নুহানা ফুল ফুটে গোপনে গোপনে সুবাস বিতরণ করে। তখন তারা বলে,

'নাই-বা চিনলে আমায় তুমি রইলে অর্ধ চেনা,
চাঁদ কি জানে কখন ফোটে চাঁদনী রাতের হেনা?'

ভালোবাসা নিয়ে অনেক কথা আছে। কিন্তু এখানে শুধু অন্ধ, অবৈধ ও অপকারী ভালোবাসার কথা উল্লেখ করব।

ফেসবুকে ভালোবাসার অর্থ দেখলাম। লেখা আছে, 'ভালোবাসার পূর্ণ অর্থ হল,

ভা = ভাল-মন্দ চিন্তা না ক'রে,
লো = লোকলজ্জা উপেক্ষা ক'রে,
বা = বাবা-মার মুখে চুন-কালি দিয়ে,
সা = সাগরে ঝাঁপ দেওয়া।

ভালোবাসার অর্থ এক এক জনের নিকট এক এক রকমের ঃ-

গণিত শিক্ষক বলেন, 'যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নেই এবং কেবল

গভীরতা আছে, তাকেই ভালোবাসা বলে।'

ডাক্তার বলেন, 'ভালোবাসা এমন এক রোগের নাম, যা ঘুম নষ্ট করে, ক্ষুধা হ্রাস করে ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে।'

পুলিশ বলেন, 'ভালোবাসা এমন এক জেলখানা, যেখানে হৃদয়কে বন্দি রাখা যায়।'

কবি বলেন, 'ভালোবাসা মানে কল্পনায় উদাস হয়ে যাওয়া।'

রাজনীতিবিদ বলেন, 'ভালোবাসা মানে রাজকন্যার সাথে অর্ধেক রাজত্ব লাভ করা।'

ভিক্ষুক বলে, 'ভালোবাসা মানে নিজের মন ভিক্ষা দেওয়া, অপরের মন ভিক্ষা চাওয়া। সব কিছু ছেড়ে পথের ভিখারী হওয়া।'

কুলি বলে, 'ভালোবাসা মানে দুঃখের বোঝা বহন করা।'

মাঝি বলে, 'ভালোবাসা মানে মান-অভিমান ও আবেগের দাঁড় টানা।'

ব্যবসায়ী বলে, 'ভালোবাসা মানে হৃদয়ের বেচাকেনা।'

আর ব্যর্থ প্রেমিক বলে, 'ভালোবাসার কোন অর্থ নেই। ভালোবাসা মানে সুখ কামনায় ব্যর্থতা।'

কেউ বলেছেন, 'ভালোবাসার অর্থ হল, যাকে তুমি ভালোবাসো, তার মতো জীবন-যাপন কর।'

'ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা নয়, ভাল ক'রে ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসা।'

'ভালো ভাষা' মানে 'ভালোবাসা' নয়। অনেক মিষ্টি কথা মিছরির ছুরি হয়। কিন্তু অনেকে ভালো ভাষাতেই মুগ্ধ হয়ে ভালোবাসতে শুরু করে।

'এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।'

প্রেমিকের গান, গজল বা কুরআন পাঠে মুগ্ধ হয়ে তার উদ্দেশ্যে প্রেমের উপহার নিবেদন করে। সাক্ষাৎ না হলেও সেই স্মৃতি বুকে ধরে রেখে কালাতিপাত করে।

'স্মৃতি তব দিবারাত্র চিত্তে মম গাঁথা,
হৃদয়ে আসীন রূপ সে মধুর কথা।'

'ভালো লাগা, তার নাম ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা উভয়ের দিক থেকে জন্ম নেয়, কিন্তু ভালো লাগা একদিক থেকে জন্ম হয়।' সে ক্ষেত্রে অনুরাগী

বলে, 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও।'

কিন্তু 'যার জন্য এত চিন্তা, এত ভাবনা, সেই যদি তা জানতে না পারল, তবে চিন্তা-ভাবনা ক'রে লাভ কী?

প্রেম ভাষার অপেক্ষা করে না। অন্তরের আসীন হয়ে অন্তরে অন্তরে কথা বলতে শেখে। ভাষা-বিরোধে হয়তো ভাব প্রকাশ না হওয়ায় বিঘ্ন ঘটে, কিন্তু অন্তরের জিহ্বা পূর্ণ কাজে দেয়।

'ভালোবাসা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়, এ ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজন হয় না।' কিন্তু অন্তরে স্বীকার, মুখে প্রকাশ ও আচরণে প্রমাণ ছাড়া ভালোবাসা পরিপক্ব হয় না।

'ভালোবাসার মজা শিকারীর মত। শিকার তাড়া না করলে শিকারে মজা আসে না।' এই শ্রেণীর ভালোবাসায় প্রেমিক-প্রেমিকা সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন ক'রে থাকে।

অনেকে দৈহিক মিলনটাকেই 'প্রেম' মনে করে। অথচ 'প্রেম আর কামনা হল দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। প্রেম হচ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন। আর কামনা হচ্ছে সাময়িক উত্তেজনা।'

এই শ্রেণীর প্রেমে থাকে এক প্রকার চুলকানি। চুলকাতে খুব আরাম লাগে। পরিশেষে জ্বালা শুরু হয়।

'আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয়   ছিল না সে সংশয়
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি।।'

'ভালো' কে? যার মনে লাগে যে। 'পিরীত না মানে ছোট জাত, ঘুম না মানে শ্মশান ঘাট, পিয়াস না মানে ধুবি ঘাট।' 'পিরীতে মজিল মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম।' 'পিরীতের পেত্নী ভালো।' 'ভালোবাসা যখন আসে, তখন কোন হিসাব না কষেই আসে।'

'আঁখি তো অনেকে হেরে, বল কারে মনে ধরে?
তবে তারে মনে ধরে, যে হয় মনোরঞ্জন।'

শায়খ সা'দী বলেছেন, 'যাদের পেট পূর্ণ তাদেরকে যবের রুটি ভাল লাগবে না। আমার প্রিয়তমা আমার চোখে বড় সুন্দরী; যদিও তোমার চোখে সে কুৎসিত। বেহেশ্তী হুরীকে জিজ্ঞাসা কর যে, 'আ'রাফ কী?' বলবে, 'তা

একটি দোযখ।' কিন্তু কোন দোযখীকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলবে, 'আ'রাফ একটি বেহেশ্ত্।'

বাদশা হারূন রশীদ আসমায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রেমের স্বরূপ কী?' বললেন, 'তা এমন জিনিস যে, প্রেমিকার গুণ বর্ণনায় হৃদয় আপ্লুত রাখে এবং তার দোষ দর্শনে অন্ধ থাকে। সুতরাং প্রেমিকার পিঁয়াজের গন্ধও কস্তুরী লাগে।'

এমন অন্ধ প্রেমিকরাই বলে, 'ভালোবাসাতে সরি নেই, ভালোবাসাতে শুধুই ভালোবাসা।'

'নদী যখন বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হয়, তখন সে কি লক্ষ্য করিতে পারে জলরাশি কীভাবে আসিয়া তাহার বক্ষ পূর্ণ করিয়া দিতেছে? নব-যৌবনের হৃদয় যখন কানায় কানায় ভালোবাসায় ভরিয়া ওঠে, তখন প্রেমাস্পদের কত ত্রুটি লক্ষ্যই হয় না।'

অথচ 'ভালোবাসা ভালো, কিন্তু ভালোবাসায় অন্ধ হওয়া ভালো নয়।' কাউকে ভালোবাসলে, তাকে শাসন করতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

ভালোবাসা কী, ভালোবাসা কেমন?

'ভালোবাসা সমুদ্রের মতো, কাছে টানলে দূরে ঠেলে দেয়।'

'ভালোবাসার এমনি মজা যেমন নাকি ঘি,
যাবৎ hot তাবৎ good cold হলেই ছি।'

'ভালোবাসার এমনি গুণ,
পানের মধ্যে যেমন চুন।
অল্প হলে লাগে ঝাল,
বেশি হলে পুড়ে গাল।'

'ভালোবাসা হল মুড়ির মতো, সময় গেলে মিইয়ে যায়।'

কেউ বলেছেন,

'দু'টি পাখির একটি নীড়,
একটি নদীর দু'টি তীর।
দু'টি মনের একটি আশা,
তার নাম ভালোবাসা।'

'ভালোবাসা এমন জিনিস, যা কোন রাজা মূল্য দিয়ে কিনতে পারে না।

আবার কোন ফকীর বিনামূল্যে অর্জন ক'রে থাকে।' 'ভালোবাসা কেনা যায় না, ভাগ্যবানেরা এমনিই পায়।'

অনেকে মনে করেন, ভালোবাসা এক প্রকার বৈয়াক্তিক দুর্বলতা।

কেউ মনে করেন, ভালোবাসা একটি মানসিক রোগ।

কেউ বলেন, 'ভালোবাসা মনোবিকার ও এক শ্রেণীর পাগলামি।'

কেউ বলেন, 'ভালোবাসা দু'টি মন নয়, হরমোনের মিল।'

ভালোবাসা মনের উদারতার নাম। প্রেমিকের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করার নামই প্রেম। দু'টি মনের এক হওয়ার নাম ভালোবাসা। ভালোবেসে প্রেমিকা যাই দেবে, যাই বলবে, প্রেমিক তাই ভালোবাসবে।

অনেকে বলেছেন, 'ভালোবাসা হচ্ছে প্রেমের সূর্যোদয়, আর বিবাহ হচ্ছে প্রেমের সূর্যাস্ত। আর প্রেমের দীর্ঘশ্বাস, জ্ঞানের শেষ নিশ্বাস।'

ভালোবাসার অপকারিতা

সম্পর্কের শুরুতে প্রেমিক-প্রেমিকা ভালোবাসা নিয়ে খেলা শুরু করে। কিন্তু সম্পর্ক পাকা হতেই ভালোবাসা তাদেরকে নিয়ে খেলতে শুরু করে।

পুরুষ যদিও সবকিছু নিয়ে খেলতে পারে, কিন্তু প্রেম তাকে নিয়ে আজব খেলা খেলে।

ভালোবাসার আসল পরীক্ষা হয় বিবাহের পরে।

'লোহায় লোহা কাটে বিষে কাটে বিষ,
ভালোবাসা বেশী হলে হয়ে যায় রিস।'

'নূতন প্রেমে নূতন বধূ,
আগাগোড়া কেবল মধু।
পুরাতনে অম্লমধুর একটু ঝাঁঝালো।'

'নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে, বাসি হলেই টকে।'

'প্রেমের বিয়ের প্রথম বছরে স্বামী শোনে, দ্বিতীয় বছরে স্ত্রী শোনে। আর তৃতীয় বছরে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই শোনে!'

তখন দম্পতি বলে,

'দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ,

আজ সে হৃদয় নাই যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।'

'যেখানে ভালোবাসা, সেখানেই বেশি ভয়।' অনুপযুক্ত হয়ে প্রেম-ভিক্ষা করলে ঝুলিতে ভর্ৎসনা ছাড়া আর কী পড়তে পারে?

'ভাঙ্গা ঘর থেকে চাঁদ দেখা যায়, কিন্তু তা ধরা যায় না।'

'বামুন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো যায়, কিন্তু সেই হাত দিয়ে চাঁদকে ছোঁয়া যায় না।'

'চাঁদের আলো গরীবের কুটিরে পড়তে পারে, কিন্তু চাঁদকে ধরা যায় না।'

'ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করা যায়, অবস্থার বৈষম্যকে জয় করা যায় না।'

একদা এক ইঁদুর একটি উঁটকে দেখে ভালোবেসে ফেলে তার লাগাম ধরে নিজের বাসার দিকে টানতে শুরু করলে উটও তার অনুসরণ করল। গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে ইঁদুর মনে মনে বলতে লাগল, 'এমন ঘর বানাও, যা তোমার প্রেমিকের জন্য উপযুক্ত। নচেৎ এমন প্রেমিক কর, যার জন্য তোমার এ ঘর উপযুক্ত হয়।'

'বড়র পিরীত বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণে চাঁদ।'

'উপর দিকে তাকিয়ে পথ চললে হোঁচট খেতে হয়।' বড়লোকের মেয়েকে ভালোবাসতে আঘাত খেতে হয়। তখন গাইতে হয় অনুতাপের গান,

'আমি বৃথায় স্বপন করেছি বপন আকাশে,
তাই আকাশ-কুসুম করেছি চয়ন হতাশে।'

দূরবর্তী অবস্থানে থেকে বড়কে ভালোবাসলে কান্না ছাড়া আর কী লাভ হতে পারে? আকাশ সাগরকে ভালোবাসে। তাই তো সে তাকে না পেয়ে বৃষ্টির কান্না কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে দেয়।

আসলে 'যা ভুল ক'রে চাওয়া হয়, তা পেতে কূল যায়।' আর সমতাহীন ভালোবাসাই জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল।

'মেয়ে মানুষের ভালোবাসা, সে সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেননি। পুরুষ মানুষ অনেক ঠেকে, অনেক ঘা খেয়ে, তারপরে ভালবাসতে শেখে।'

আসলে প্রিয়ের হৃদয়ে ধৈর্য স্থির থাকে না, যেমন চালুনে স্থির থাকে না পানি।

'রাত্রি যত গভীর হয়, প্রভাত তত এগিয়ে আসে। বেদনা যত নিবিড় হয়ে আসে, প্রেম তত কাছে আসে।' আর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেই অঘটন ঘটে।

কপট প্রেমে একে-অন্যকে ধোঁকা দেয় প্রেমিক-প্রেমিকা। একাধিক প্রেমে পড়ে অনেক সময় ধন্দে পড়ে 'দু লায়ে দু পা, মধ্যখানে ডুবে যা'-এর মতো অবস্থা হয়। অনেকে একটা ছেড়ে অন্যকে ধরে। 'প্রেমের লাইন আর ফোনের লাইন একই রকম। একবার কেটে গেলে বিজি হয়ে যায়।'

অনেকে এককে ছেড়ে অন্যকে ধরেও ঠকে এবং তখন বলে,

'ঐহিকের সুখ হবে না বলে দিলাম না এ প্রাণ তোমায়,
আমার এ সংসারের সুখ তাও তো হলো না দু'কুল হারালাম হায়।'

অনেকে কোন লোভে পড়ে প্রেম করে। তখন আসলে তারা অর্থকে ভালোবাসে। অথচ 'প্রেমের অধিকার প্রেমিকার ওপর ফলোনো চলে, তার ধনের ওপর নয়।'

'তুমি তাকে ভালবাসো, যে তোমার কাছে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছু চাইবে না। আর তাকে উপেক্ষা কর, যে ভালোবাসার নামে অনেক কিছু চায়।'

'যারা দেহ (রূপ-সৌন্দর্য) পছন্দ করে, তাদের যে কোন একটা দেহ হলেই চলে। কিন্তু যারা মন পছন্দ করে, তাদের সেই মন না হলে চলে না, যা তারা পছন্দ করে।'

অবৈধ ভালোবাসা এক প্রকার আযাব। ইবনুল কাইয়েম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ভালোবাসবে, সে তদ্দ্বারা আযাব ভোগ করবে।'

'মরমে লুকানো কত দুখ ঢাকিয়া রয়েছি ম্লানমুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর কথা নাই শুধু ফাটে বুক।'
'যতনে যাতনা বাড়ে ভালোবাসা এ কেমন,
অনিত্য সে অনুরাগ অশান্তির নিকেতন।'

অনেক ভালোবাসা এক প্রকার বোকামি। 'মানুষ তার জীবনের দু'টি সময়ে বড় বোকা হয়, যখন সে ভালোবাসে এবং যখন সে বৃদ্ধ হয়।'

প্রেমের মেঘমালা মনের আকাশে তুফান সৃষ্টি করলে দেহ ও আচরণে পরিবর্তন সূচিত হয়।

'আসক্তির ছয় চিহ্ন জেনো হে তনয়!

দীর্ঘশ্বাস, ম্লানমুখ, সিক্ত অক্ষিদ্বয়।
জিজ্ঞাসিলে, অন্য তিন লক্ষণ কোথায়?
স্বল্পাহার, স্বল্পাভাষ, বঞ্চিত নিদ্রায়।'

যাকে ভালবাসা হয়, তাকে ভাল থাকতে দেওয়া উচিত। কিন্তু অধিক আকর্ষণে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে অনেক ভালোবাসা প্রেমিককে 'মজনু' বা পাগল ক'রে তোলে। তার ফলে তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হয়।

'প্রেমে যার প্রাণ টানে না,
ছলনা তার প্রেম কামনা।'
'চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ,
কোথা হতে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান।'

'মদে নেশা হয়, কিন্তু প্রেমের নেশা আরো ঘোর।' নেশার ঘোরে কোন আঘাতের কথা যথাসময়ে বুঝতে পারে না। অবশ্য নেশা কেটে গেলে সে ব্যথা অনুভূত হয়।

প্রেমের জিনিস যত দূরে থাকে প্রেম তত বেড়ে চলে। মিলনের সময় যত কাছে হয় ধৈর্যের বাঁধ তত বেশী হারাতে চলে। আর মিলন ঘটে গেলে প্রেমের দশ ভাগের নয় ভাগ নেশা কেটে যায়।

'কাহাকেও যাদু করিয়া বশ করা সত্য হইলেও প্রেম-যাদু মিথ্যা নহে। বরং ইহা আরো অতি ভয়ঙ্কর। কারণ যাদু কোন প্রকারে কাটানো যায়, কিন্তু প্রেম দূর করা যায় না। পাথরে নক্সা কাটার মতন মনে দাগ কাটা যায়।'

'ভালোবাসা ও যুদ্ধে কোন সম্মান নেই।' তাই অবৈধ প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের কোন সম্মান থাকে না। সম্মান থাকে না তাদের মা-বাবাদের। ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকা বলে,

'প্রেম ক'রে পর সনে পাইতেছি এ যাতনা,
প্রাণসম ভাবি পরে পর আপন হল না।
না বুঝে মজিলাম পরে না ভাবি কী হবে পরে,
এখন না জানি পরে কতই হবে লাঞ্ছনা।'

এমন যাদু ও নেশাগ্রস্ত প্রেমিক তার প্রেমিকের উদ্দেশ্যে বলে,

'আমি আকাশ ছুঁয়েছি, চন্দ্র ছুঁয়েছি, ছুঁয়েছি গ্রহতারা,
শুধু তোমার হৃদয় ছুঁয়ে আমি হয়েছি দিশেহারা।'

আর তখন উদ্ভ্রান্ত মনে লজ্জা-শরম কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তখন

তাদের বুলি হয়, ‘পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া?’ ‘কিসের লজ্জা কিসের ভয়, প্রেম-পিরীতে সবই সয়।’ ভয় হয় না সমাজকে। ভয় হয় না পিতামাতার ভালোবাসার কুরবানীকে।

‘প্রণয়ের পাত্র যথা যার মন চায়,
মাতা-পিতা ক্রোধে তারে যদিচ তাকায়।’

এরা প্রেমের জন্য মরতেও প্রস্তুত হয়। প্রেমিকাকে প্রাণ উপহার দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এরা প্রেম সার্থক করার লক্ষ্যে নিঃস্ব ও সর্বহারা হতে পারে। এরা বলে,

‘প্রাণ যদি চাহ মিত্র দিতে পারি প্রাণ,
প্রাণ চেয়ে কিবা প্রিয় বল করি দান।’

‘ওগো কাঙাল! আমায় কাঙাল করেছ
আরো কি তোমায় চাই?
ওগো ভিখারী! আমার ভিখারী---
পলকে সকলি সঁপেছি চরণে
আর তো কিছুই নাই।’

ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে অনেকে কষ্টভোগ করে প্রেমিক-প্রেমিকা। ‘কপট প্রেম লুকোচুরি, মুখে মধু হৃদে ছুরি।’ ‘জলের রেখা, খলের পিরীত’ হলে রিক্ততা ছাড়া আর কী পাওয়া যায়?

প্রবঞ্চিতা প্রেমিকা তখন গাইতে থাকে,

‘কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ!
হৃদয়ের দ্বার হেনে   বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন?
ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে,   একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনাবেশে।।’

আসলে ‘ভালোবাসা যা দেয়, তার চেয়ে কেড়ে নেয় বেশী।’

‘ভালোবাসা সুখকে হত্যা করে, আর সুখ ভালোবাসাকে হত্যা করে।’

‘প্রেম মানুষকে শান্তি দেয়, কিন্তু স্বস্তি দেয় না।’

‘প্রেম হল জ্বলন্ত ধূপের মত, যার শুরু হল আগুন দিয়ে, আর শেষ পরিণতি ছাই দিয়ে। তারই মাঝে সুবাস হল প্রেম-জীবনের মাঝে মাঝে কিছু

আনন্দ।'

'প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।'

'ভালোবাসা আচ্ছাদন নয়, বরং চোখের পানি।'

'ভালোবাসা মহাপাপ,
প্রেম তার অভিশাপ।
ভালোবাসার শেষফল,
বুকে ব্যথা চোখে জল।'

এই জন্য জ্ঞানিগণ উপদেশ দিয়ে বলেন,

'গোলাপ ফুল ফুটে আছে মধুপ হোতা যাস্নে,
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস্নে।'

প্রেমে বিফল হয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা পরিশেষে বলতে বাধ্য হয়,

'বিচ্ছেদের বিচ্ছেদের আশার আশায়,
জীবনের খেলা বুঝি শেষ হয়ে যায়।'

'ভুল করেছি বারে বারে তোমায় ভুলে ভুলে,
তোমার স্নেহের বাঁধন তবু নাওনি তুমি খুলে।'

'শুনতে যে পাই আমি তোমার পায়ের নুপুর-ধ্বনি
তাই তো অনুক্ষণ,
তোমার পথের পানে চেয়ে চেয়ে
কাঁদে আমার মন।'

'পেরেছি যতেক কুড়ায়ে লয়েছি দুই হাতে ভালোবাসা,
বাধ্য আজিকে করিতে সাঙ্গ জীবনের কাঁদা-হাসা।'

'মোরা একই বাগের জোড়া বুলবুলি,
যৌবন বসন্তে হর্ষে সদা ফুল তুলি।
হেন কালে আসি ঝড় কাঁপি থরথর,
দুইধার হই মোরা, আমি তার পর।'

'দেখাতাম আমি হৃদয় খুলে হলে দেখানোর মতো,
চিরদিন ধরে তোমায় আমি ভালোবেসেছি কতো।'

'ফুল কেন ফুটেছিলে যদি ঝরে যাবে,

ভালো কেন বেসেছিলে যদি ব্যথা দেবে?'

'অভাব যেমন চোর তৈরী করে, তেমনি প্রেম তৈরী করে কবি।'

'প্রেমে যে পড়েনি সে প্রেমের কবিতা লিখতে পারে না।'

'প্রেমের ক্ষেত্রে জয়ী হয়ে কেউ শিল্পী হতে পারে না, বড় জোর বিয়ে করতে পারে। তবে প্রেমের ব্যর্থতায় অনেকে কবি ও শিল্পী হয়েছে।'

তুমি হয়তো আমাকে প্রশ্ন করতে পার, আপনিও কি কারো প্রেমে পড়েছিলেন? তাহলে আমি তার জবাবে বলি,

'জাল হাতে জলে আছি জেলে কিন্তু নই,
মাছ খেলেই মাছরাঙা প্রমাণ তার কই?
ডোরাকাটা দাগ হলেই হয় নাকো বাঘ,
বিড়াল হইতে পারে, ভয় নাই ছাগ!
সুঁড়িশাল অভিমুখে সুঁড়িঘর পথে
চলিলেই মাতাল নহি শুধু অভিমতে।
তুমি যা বলিতে চাহ আমি তাহা মানি,
নদীর কিনারায় শুধু দিই হাতছানি।
দিলামই বা ক্ষতি কী আর নাহি ডরি,
বড় ভাসা মাছ নিয়ে যদি খেলা করি।
কিংবা প্রিয়ারে ডাকি অপেক্ষায় রই,
কিন্তু তুমি ভাব যাহা আমি তাহা নই।'

শায়খ সা'দীর ভাষায় বলি, 'মালী আমি, কিন্তু আমার বাগান নেই। প্রেমিক আমি, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন প্রেমিকা নেই।'

বন্ধুত্ব

সমাজবদ্ধভাবে বসবাসকারী জীব হিসাবের মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য হল সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য। তার থেকেও বেশি কিছু বন্ধুত্ব ও সখ্য। এ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না, বাঁচতে পারে না। কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোন মানুষ জীবনে একাকী জয়ী হতে পারে না। আম্বিয়াগণও পারেননি।

মানুষের জীবনে সাফল্যের জন্য বন্ধু চাই, ভক্ত চাই, সহমর্মী চাই। সুন্দর ব্যবহারের ফলে যথাসময়ে তা পাওয়া যায়। জীবনের পথে চলতে চলতে কোনও এক স্বার্থে লাভ হয়। কেউ বন্ধুত্বের হাত বাড়ায় দ্বীনের খাতিরে, কেউ

দুনিয়ার খাতিরে। কিন্তু মু'মিনরা বন্ধুত্ব স্থাপন করে কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে। যে মানুষকে আল্লাহ ভালোবাসেন অথবা যে মানুষ আল্লাহকে ভালোবাসে, তারা তাকে ভালোবাসে। আর তারাই হয় ইহ-পরকালে সফলকাম।

এমন ভক্তের প্রয়োজন আছে, যে ভক্তিভাজনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করবে, তার প্রতি আরোপিত অপবাদ খন্ডন করবে, তার হয়ে কথা বলবে, তার কৃতিত্ব বর্ণনা করবে ইত্যাদি। তা না হলে মহতের মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না।

দুনিয়াদার বন্ধুরা বলে, 'বন্ধুত্বের হিসাব অঙ্ক কষে হয় না।' 'বাবা-কাকা দেখে বন্ধুত্ব করা যায় না।' কিন্তু তা সত্য হলেও ঈমানের সবচেয়ে সুদৃঢ় হাতল দুর্বল হতে দেওয়া চলে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হল আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করা।" *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ২৫৩৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন, ইসলামের সবচেয়ে মজবুত হাতল এই যে, তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে সম্প্রীতি স্থাপন করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিদ্বেষ স্থাপন করবে। *(আহমাদ, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সঃ জামে' ২০০৯নং)*

বন্ধুত্বের দ্বারে করাঘাতকারী বন্ধু আমার! 'তোমার বন্ধু হল তিনজন; তোমার বন্ধু, তোমার বন্ধুর বন্ধু এবং তোমার শত্রুর শত্রু।' কিন্তু যে বন্ধু আল্লাহর বন্ধু, সেই হল তোমার উপকারী।

জানই তো, দুনিয়ার জীবনের চলার পথ বড় অন্ধকার। কিন্তু 'আলো দেখাবার লোক থাকলে অন্ধকারেও পথ চলা যায়।' তোমার বন্ধু যদি আলোকবর্তিকা হয়, তাহলে অন্ধকারে ভয় কীসের?

'যার প্রকৃত বন্ধু আছে, (ত্রুটি দেখার জন্য) তার কোন দর্পণের প্রয়োজন নেই।' সৎ পথে চলার জন্য সেই বন্ধুই তোমার শ্রেষ্ঠ সাথী। 'জ্ঞানীদের সংসর্গ হৃদয়ের আবাদ।' 'একজন বিজ্ঞ বন্ধু হল সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।'

তবে তুমি যদি অজ্ঞ হও, তাহলে বিজ্ঞ বন্ধু তোমার যোগ্য নয় বলেই তুমি তার বন্ধুত্বলাভে ধন্য হবে না। 'চারটি জিনিস সত্বর অপসৃত হয়; মেঘের ছায়া, জ্ঞানী-অজ্ঞানীর বন্ধুত্ব, আহমকের ধন এবং মিথ্যা সুনাম।'

চরিত্রবান বন্ধু তোমাকে চরিত্রবান হতে সাহায্য করবে। 'গোলাপ ফুল

ধরলে তার কিছু সুগন্ধ অবশ্যই হাতে লাগবে।' একজন সৎ লোক অন্য একজনকে সৎ লোক হিসাবে গড়ে তুলতে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবে।

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, দরদী বন্ধুর সংখ্যা নেহাতই কম। পরার্থপর বন্ধু নগণ্য বললেই চলে। গণনায় হয়তো তোমার বন্ধু অনেক, কিন্তু মসীবতে কয়জনকে পাও? অথচ 'বিপদের সময় যে হাত বাড়িয়ে দেয়, সেই সত্যিকারের বন্ধু।'

'সুসময়ে বন্ধু বটে অনেকেই হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।'

স্বার্থপর কপট বন্ধু ছায়ার মত। সে রোদের সময় সাথে থাকে। আর মেঘের সময় অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রয়োজনে তেমন বন্ধু কাজে আসে না। সে বন্ধু 'নানী' হয়, 'জানী' হয় না। ('নান' ফারসীতে রুটিকে বলা হয়।)

ইবনে আব্বাস বলেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু সেই ব্যক্তি, যে লোকের ভিঁড় ঠেলে এসে আমার কাছে বসে। আল্লাহর কসম! তার দেহে মাছি বসলেও আমার মনে বড় কষ্ট হয়।' এমন দরদী না হলে সে আবার বন্ধু কীসের?

'ধনবত্তা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে, আর বিপদ করে তাদেরকে পরীক্ষা।' আগুনে দিলে যেমন খাঁটি সোনা জানা যায়, বিপদে পড়লে তেমনি খাঁটি বন্ধু চেনা যায়। নচেৎ জবানের ও দস্তরখানের বন্ধুর অভাব নেই।

হযরত আলী ﵁-কে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, 'বর্তমানে সে সংখ্যা নির্ণয় করা মুশকিল। কারণ, এখন আমার নিকট পার্থিব ধন-সম্পদ আছে, তাই সকল মানুষই আমার বন্ধু। সঠিক সংখ্যা তখনই বলতে পারব, যখন এ ধন-সম্পদ আমার হাত-ছাড়া হবে। আর শ্রেষ্ঠ বন্ধু তো সেই, যে তোমার অভাব ও মসীবতের সময় বন্ধু।'

'চলার পথে অনেক বন্ধু আসে-যায়। কিন্তু যারা অন্তরের নিভৃতে স্থায়ী আসন পাততে পারে, তারাই প্রকৃত বন্ধু।'

'মানুষের পরিচয় জানতে তার বন্ধুদের পরিচয় দেখ। কারণ, সাধারণতঃ বন্ধু বন্ধুর অনুকরণ ক'রে থাকে।' ভালোবাসার রীতিই এই যে, যাকে ভালোবাসা হয়, তার সকল আচরণকে ভালো লাগে বলেই ভালোবাসা হয়।

'চারটি জিনিস ভালোবাসা সৃষ্টি ক'রে থাকে; হাসি মুখে সাক্ষাৎ, উপকার সাধন, সহমত অবলম্বন এবং কপটতা বর্জন।'

'সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল সেই বন্ধু, যে কপটতার সাথে পথ চলে; যে অত্যাচারিতের কাছে কাঁদে এবং অত্যাচারীর কাছে হাসে।'

'তোমার বন্ধু যদি ৩টি কর্ম না করে, তাহলে তার নামে হাত ধুয়ে নাও ঃ অঙ্গীকার পালন, সম্পদ ব্যয় এবং রহস্য গোপন।'

'কেউ বন্ধুত্ব করার জন্য যদি শর্ত মানতে প্রস্তুত হয়, তাহলে এই শর্ত আরোপ করো যে, সে কোন দিন মিথ্যা বলবে না।'

স্বার্থত্যাগ ও বিসর্জন ছাড়া ভালোবাসা হয় না। সুতরাং বন্ধুত্ব করার পূর্বেই ভেবে নিয়ো, বন্ধুত্বে কুরবানী চাই।

দুই বন্ধুর মাঝে যদি অহংকার আসে অথবা স্বার্থপরতার প্রাচীর খাড়া হয় এবং একজন যদি অপরজনের মতোই ব্যবহার শুরু ক'রে দেয়, তাহলে তো পৃথিবী থেকে বন্ধুত্বই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বন্ধুত্বের প্রকৃতি হল, বন্ধুত্বে খেয়ানত না করা। বন্ধুর প্রকৃতি এ নয় যে, যেখানে স্বার্থ সেখানে আছে। পশুবধকারী শিকারীর সাথে সঙ্গীরূপে একটি কুকুর থাকে। বন্ধুরা কিন্তু সেরকম হয় না। বরং উভয়ের উচিত, বন্ধুর বন্ধুত্বের কদর করা। বন্ধুর পদস্খলন ক্ষমা করা এবং গোপনীয় বিষয়কে গোপন রাখা।

বন্ধুত্ব বজায় ও বহাল রাখার একটি উপায় এই যে, তোমার সাথী রেগে গিয়ে যখন অসমীচীন কথা বলতে শুরু করে, তখন তুমি চুপ হয়ে যাও। কারণ তার অবস্থা তখন মাতালের মতো হয়, যা বলে তা নিজেই বুঝতে পারে না। পরবর্তীতে সে ঠান্ডা হলে নিজেই লজ্জিত হবে এবং তার ভুল বুঝতে পারবে।

বন্ধুত্ব বজায় রাখতে ধৈর্যধারণ কর এবং বল, 'তুমি যতই আমার প্রতি সন্দেহমূলক ব্যবহার কর, বন্ধু আমি সব সয়ে নিই, এই আশঙ্কায় যে, হয়তো বা আর কোন বন্ধু আমার ভাগ্যে জুটবে না।'

মুআয বিন জাবাল ﵁ বলেছেন, 'যখন তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবেসেছ, তখন তার সাথে তর্ক করো না, তার দোষ ধরো না এবং তার ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করো না। কারণ, হতে পারে যে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তোমাকে তার ব্যাপারে এমন কথা বলবে, যা তার মধ্যে নেই এবং তার ফলে তোমাদের ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।'

অনেকে বলে, 'বন্ধুত্বের একটি নীতি হল, নো স-রি, নো থ্যাঙ্ক ইউ।' কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তা বলা যাবে না। বরং বললে বন্ধুত্বের গাঢ়তা

বৃদ্ধিলাভ করবে।

বন্ধুর কোন দোষ হলে তাকে নির্জনে ভর্ৎসনা কর, কিন্তু লোকালয়ে তার প্রশংসা কর। কারণ লোকালয়ে তার ভুল ধরলে অথবা লাঞ্ছিত করলে বন্ধুত্বের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে।

বন্ধুত্বে সমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। 'তোমার চেয়ে যে নিচে, তার সাহচর্য গ্রহণ করো না। কারণ, হয়তো তুমি তার মূর্খতায় কষ্ট পাবে এবং তোমার চেয়ে যে উচ্চে, তারও সাহচর্য গ্রহণ করো না। কারণ, সম্ভবতঃ সে তোমার প্রতি গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করবে। তুমি যেমন, ঠিক তেমন সমমানের বন্ধু, সঙ্গী ও জীবন-সঙ্গিনী গ্রহণ করো, তাতে তোমার মন ব্যথিত হবে না।'

ইবরাহীম বিন আদহামকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি লোকেদের সঙ্গে মিশেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'কারণ, যদি আমার চেয়ে নিচু মানের লোকের সাথে মিশি, তাহলে সে তার মূর্খতায় আমাকে কষ্ট দেয়। যদি আমার চেয়ে উঁচু মানের লোকের সাথে মিশি, তাহলে সে আমাকে অহংকার দেখায়। আর যদি আমি আমার সমতুল কোন লোকের সাথে মিশি, তাহলে সে আমার প্রতি হিংসা করে। তাই আমি তাঁর সংসর্গে নিরত থাকি, যাঁর সংসর্গে কোন বিরক্তি নেই, যাঁর বন্ধুত্বের কোন বিচ্ছিন্নতা নেই এবং যাঁর সংসর্গে কোন বিচ্ছিন্নতাবোধ নেই।'

উমার বিন খাত্তাব বলেন, 'নির্জনতায় মন্দ সাথী থেকে নিরাপত্তা আছে।'

আওন বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমি ধনীদের সাথে উঠা-বসা করতাম। তাতে আমি মনে মনে দুঃখিত হতাম, যখন দেখতাম তাদের পোশাক আমার পোশাক থেকে উত্তম এবং তাদের সওয়ারী আমার সওয়ারী অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর গরীবদের সাথে উঠা-বসা শুরু করলাম। আর তাতে পেলাম মানসিক শান্তি।'

শায়খ সা'দী বলেছেন, 'হাতি-ওয়ালার সাথে বন্ধুত্ব করো না। নচেৎ, আগে হাতি রাখার ঘর তৈরী কর।'

আর 'খারাপ লোকের সাথে বসো না; যদিও তুমি ভালো লোক হও। কারণ, শারাবখানায় নামায পড়লেও লোকে তোমাকে শারাবী বলে জানবে।'

'মন্দলোকের সাহচর্য ভালো লোকেদের প্রতি কুধারণা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।'

'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,

তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।'

'কাছাকাছি আগুন লাগলে আঁচ তো গায়ে লাগবেই।' পচা আপেলের পাশাপাশি আপেলে পচন অবশ্যই ধরবে।

বন্ধুত্বের খাঁটিত্ব পরীক্ষা করতে পারো। আম্র্ বিন আলা' বলেন, 'যদি তুমি জানতে চাও যে, তোমার বন্ধুর নিকট তোমার কী মান রয়েছে, তাহলে তোমার পূর্বে ওর কোন বন্ধুর মান জানার চেষ্টা কর।'

সুফিয়ান সওরী বলেন, 'যদি তুমি বন্ধুর কাছে তোমার মান কতটা তা জানতে চাও, তাহলে তাকে রাগিয়ে দিয়ে পরীক্ষা কর। রাগে যদি সে তোমার প্রতি ইনসাফ করে, তাহলে সে তোমার বন্ধু, নচেৎ তুমি তার সাহচর্য থেকে দূরে থেকো।'

'তিন তিনবার রাগান্বিত করার পরেও যে মানুষ তোমার বিরুদ্ধে কোন কটু কথা বলেনি, তাকে তোমার বন্ধু বানিয়ে নাও।'

এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, তোমার চোখে তোমার বন্ধু কেমন? বলল, 'সে আমার চোখে ছোট। কারণ তার চোখে দুনিয়া অনেক বড়।' বলা বাহুল্য, বন্ধুকে দুনিয়াদারীর দিকে ঝুঁকতে দেখলে তোমার চোখে সে ছোট হয়ে যাবে। অনুরূপ তুমিও দুনিয়াদার হলে তার চোখে তুমি ছোট হয়ে যাবে।

বন্ধুত্বের জন্য নিজের হৃদয়-দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করা উচিত নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেন, 'লোকের সাথে একেবারে না মিশলে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, আর অধিক অধিক (যার-তার সাথে) মিশলে অসৎ বন্ধু এসে পড়ে। সুতরাং এই দুয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর।' ফেসবুকের বন্ধুদের এ অভিজ্ঞতা অবশ্যই আছে।

এই জন্য 'সবার সঙ্গে ভদ্র আচরণ কর। কিন্তু অন্তরঙ্গ কর কয়েকজনের সাথে।'

'মানুষ প্রত্যেকের নিকট বন্ধু অথবা প্রত্যেকের নিকট শত্রু হতে পারে না। সুনাম করার যেমন বন্ধু থাকে, তেমনি দুর্নাম করার শত্রুও থাকে। তোষামদের বলেও সকলের নিকট বন্ধু হওয়া অসম্ভব।'

তবুও 'যে সব মানুষের বন্ধু হয়, সে আসলে কারো বন্ধু নয়। সে একজন জনদরদী।'

বন্ধুত্বের প্রয়োজন হয় সময়ে-অসময়ে মনের কথা খুলে বলার জন্য। 'মনের মত সঙ্গীর সাথে কথা বলে যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, ততটা আর

কোন কাজে পাওয়া যায় না।’

জীবনে ৩ ধরনের সহচর প্রয়োজন; (পুরুষের জন্য পুরুষ) বন্ধু, স্ত্রী ও বই। (মহিলার জন্য মহিলা) বন্ধু, স্বামী ও বই।

‘একটি ভাল বই হল বর্তমান ও চিরদিনের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু।’

মানুষের সাথী ৩ প্রকার ঃ- প্রথম সাথী মরণ পর্যন্ত সাথে থাকে; আর সে হল তার ধন-সম্পদ। দ্বিতীয় সাথী কবরে প্রবেশ হওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকে; আর তা হল তার আত্মীয়-স্বজন। আর তৃতীয় সাথী তার ইহ-পরকালে চিরদিনের জন্য সাথে থাকে; আর তা হল তার আমল। সুতরাং মধ্য জগতে ভালো বন্ধু পেতে হলে ভালো আমলের প্রয়োজন খুব বেশি।

পৃথিবীর বন্ধুর পথে বন্ধুর একান্ত প্রয়োজন। তবে প্রত্যেক বন্ধুই যে উপকারী হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ, ‘বন্ধু বন্ধুর উপকার যতখানি করতে পারে, ক্ষতিও করতে পারে ততখানি।’ বন্ধু বন্দুক হয়ে গেলে তার আঘাতে ধরাশায়ী হতে হবে অসময়ে। আর জানই তো, ‘শত্রু প্রকাশ্য হলে তার দ্বারা যত ক্ষতি হয়, বন্ধু শত্রু হলে ফল হয় আরো মারাত্মক।’

‘বন্ধু অপেক্ষা শত্রুকে পাহারা দেওয়া সহজ।’ বন্ধু যদি বন্ধ ঘরে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তোমার স্ত্রীকেও বন্ধু মনে করে, তাহলে তার কুফল কতটা তিক্ত হতে পারে, তা অনুমান করতে পারো। অবশ্য তুমি যদি তথাকথিত ‘উদারপন্থী’ হও, তাহলে সে কথা আলাদা।

তবে কেবল সন্দেহবশে কারো প্রতি অন্যায়াচরণ করো না। যেমন কোন ক্ষুদ্র ত্রুটির কারণে বন্ধুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা ন্যায়পরায়ণ মানুষের উচিত নয়। ‘যার সাথে চিরদিনের মিতালি, এক মুহূর্তে তাকে জীবন থেকে দূর করে দেওয়া সমীচীন নয়।’

হযরত উমার ﵁ বলেন, ‘যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন ভাইয়ের তরফ থেকে ভালোবাসা পায়, তখন সে যেন তা বজায় রাখতে যত্নবান হয়। কারণ, এমন ভালোবাসা বড় দুর্লভ।’

প্রকৃত বন্ধু যাকে বলা হয়, তা বড় দুর্লভ। ‘প্রকৃত বন্ধু হল সেই, যে ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে থাকে, নিজের ক্ষতি ক’রে তোমার উপকার করে। তোমাকে অক্ষত রাখার জন্য সে নিজেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।’ আছে কি তেমন বন্ধু কেউ?

বাদশা মামূনের নিকট মুখারেক নামক ব্যক্তি আবুল আতাহিয়ার একটি কবিতা ছত্র আবৃতি করলেন, যার অর্থ হল, “আমি মুখাপেক্ষী এমন এক বন্ধুর ছায়ার, যে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন হবে, যখন আমি তাকে নোংরা ক’রে ফেলব।”

মামূন তাঁকে বললেন, ‘কবিতাটি পুনরায় আবৃতি কর।’ তিনি আবার আবৃতি করলেন। এইভাবে ৭ বার পাঠ করার পর বাদশা তাঁকে বললেন, ‘ওহে মুখারেক! আমার এই খেলাফত তুমি নিয়ে নাও। আর তার বিনিময়ে ঐ রকম একটি বন্ধু আমাকে এনে দাও।’

বন্ধুত্বের জন্য কিছু দান করতেও হয়। যেহেতু দানে বন্ধু আনে। আত্বা বিন আবী রাবাহ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, ‘আমি ত্রিশ বছর ধরে একটি বন্ধুর খোঁজে আছি, কিন্তু আজও তার সন্ধান মেলেনি। তিনি তাকে বললেন, সম্ভবতঃ তুমি এমন বন্ধুর খোঁজে আছ, যার কাছে কিছু পেতে চাও? তুমি যদি এমন বন্ধু খোঁজ করতে, যাকে কিছু দিতে চাও, তাহলে অনেক বন্ধুই পেতে।’

অবশ্য দানের বিনিময়ে প্রতিদানের আশা রেখো না। তুমি অপরের বন্ধু হও, আর এ লোভ রেখো না যে, কেউ তোমার বন্ধু হবে।

আর তুমি যদি চাও যে, এমন বন্ধু গ্রহণ করবে, যার কোন ত্রুটি নেই, তাহলে জীবনে তুমি কোন বন্ধুই পাবে না।

এক দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘সবচেয়ে লম্বা সফর কার?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘যে একটি বন্ধুর খোঁজে সফর করে।’

‘সত্যিকারের বন্ধুত্ব এমন একটি চারাগাছ যা ধীরে ধীরে বাড়ে।’

‘বন্ধুর জন্য তুমি কুরবানী দেবে এটা তো সহজ; কিন্তু কঠিন হল এমন বন্ধু পাওয়া, যে সেই কুরবানী পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।’

‘বন্ধুত্ব করা মাটি দিয়ে মাটির উপর ‘মাটি’ লেখার মতো সহজ। কিন্তু বন্ধুত্ব রক্ষা করা পানি দ্বারা পানির উপর ‘পানি’ লেখার মতো কঠিন।’

‘মিত্র লাভ অতি সুলভ, কিন্তু মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন।’

‘সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি হল সেই, যে বন্ধুত্ব করতে অক্ষম। আর তার চেয়েও অক্ষম হল সেই ব্যক্তি, যে বন্ধুত্ব ক’রে তা হারিয়ে ফেলে।’

‘এমন দুই হারানো জিনিস; যার তরে কেঁদে কেঁদে চক্ষু হতে রক্তধারা প্রবাহিত হয়, তবুও তার এক দশমাংশ হক আদায় হয় না। প্রথম হল যৌবন এবং দ্বিতীয় হল বন্ধু।’ স্ত্রী-বিয়োগ অথবা তার প্রেম-বিয়োগও একই

জিনিস। বরং থেকেও যে না থাকার মতো থাকে, তার যন্ত্রণা আরও বেশি, আরও বেশি বেদনাময়। যার মন মারা যায়, কিন্তু দেহ থাকে কাছে, তার বিকল রোবর্টের মতো আচরণ সত্যই দুর্ভাগ্যজনক।

বন্ধু আমার! ভালো বন্ধুর সন্ধানে থাকো। আর দুআ করো, 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ প্রতিবেশী থেকে। এমন স্ত্রী থেকে, যে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই আমাকে বৃদ্ধ বানাবে। এমন সন্তান থেকে, যে আমার প্রভু হতে চাইবে। এমন মাল থেকে, যা আমার জন্য আযাব হবে। এবং এমন ধূর্ত বন্ধু থেকে, যার চোখ আমাকে দেখে এবং তার হৃদয় আমার প্রতি লক্ষ্য রাখে, অতঃপর ভাল কিছু দেখলে তা পুঁতে ফেলে এবং খারাপ কিছু দেখলে তা প্রচার করে।' *(ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৩১৩৭নং)*

জীবনে স্বামী, স্ত্রী ও বন্ধুর গুরুত্ব

জীবন একটি সফরের নাম। যে সফরে আছে মরু-প্রান্তর, জল-জঙ্গল, সাগর-তরঙ্গ। সফরের সাথী না হলে একাকী বড় কঠিন পথ চলা। এমন সাথী, যে শোকে সান্ত্বনা দেবে, দুঃখে সঙ্গ দেবে, চোখের পানি মুছে দেবে, যথাস্থলে সাহায্য করবে, ভাল কাজে উৎসাহিত করবে, মন্দ কাজে বাধা দেবে, অন্ধকারে পথ দেখাবে, অন্ধের যষ্টি হবে, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসবে, আল্লাহর আনুগত্যে সহযোগিতা করবে।

সে জীবনের সুখ কোথায়? যে জীবনে সব কিছু আছে, কিন্তু মনের মানুষটি নেই।

এমন দুনিয়া বৃথা, যে দুনিয়ায় মনের মতো একটি সাথী নেই। জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ হল, দুঃখের কথা বলবার বা শুনবার কেউ না থাকা।

'সুখ ভাগ করলে বেড়ে যায়, কিন্তু দুঃখ ভাগ করলে কমে যায়।' কিন্তু ভাগ দেওয়া ও নেওয়ার মতো কেউ না থাকলে জীবনের শ্রীর ঋদ্ধি-বৃদ্ধির আর উপায় কী বল?

দুঃখের কথা অপরকে বললে দুঃখ অনেকটা হাল্‌কা হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের এমন কিছু দুঃখ আছে, যার কথা সে কাউকে বলতে পারে না। আর তখন সে তা মনের মধ্যে চাপা রেখে সীমাহীন কষ্টাগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকে।

এমনও মানুষ আছে, যে মনের মতো কোন বন্ধু পায় না। স্ত্রীরূপে একজনকে পেলেও সে একটা নারী পায়, মনের মানুষ পায় না। অথবা স্বামীরূপে একজনকে পেলেও সে একটা পুরুষ পায়, একটা অবলম্বন পায়,

কিন্তু মনের মানুষ পায় না। মনের কথা সে তাকে খুলে বলতে পারে না। বললেও যে কান খুলে শ্রবণ করে না, শুনলেও গ্রাহ্য করে না। চোখ তুলে তাকিয়ে দর্শন করে না। অথবা যে অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। যার সাথে মনের মিল হয় না। মত-অভিমতে ভিন্নতার পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান। পছন্দ-অপছন্দে আকাশ-পাতাল তফাত!

এমনও সন্তান আছে, যার বাপ অথবা মা দ্বিতীয় বিয়ে ক'রে নতুন সংসার পেতেছে। সন্তান অবলম্বনহীন হয়ে অকূল দুঃখ-পাথারে তলিয়ে গেছে। কেউ মুক্ত আকাশে ভাসমান মেঘের মতো বাতাসের গতিবেগের সাথে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুয়ারে-দুয়ারে ফিরে আঘাত খাচ্ছে। স্নেহহারা হয়ে সর্বহারা হয়েছে সে সন্তান।

'ছিল যারা অনুকূল, তারা হয়ে প্রতিকূল যায় চলে অকূলে ফেলিয়া।'

জীবনে যখন দুঃখের তুফান নেমে আসবে, তখন কেউ তোমার সঙ্গ দেবে না। 'কেউ তোমার অমৃতময় পানীয় প্রত্যাখ্যান করবে না, কিন্তু জীবনের গরল তোমাকে একাই পান করতে হবে।' যদি তাই হয়, তাহলে অনুমান কর সেই অবস্থার অন্তর্জালা।

প্রাণের স্বামী যদি পরদারিক হয়, প্রিয়তমা যদি অন্যাসক্তা হয়, পতির যদি দুর্মতি হয়, স্ত্রী যদি ইস্ত্রি হয়ে যায় এবং বন্ধু যদি বন্দুক হয়ে যায়, তাহলে দুঃখের কথা আন্দাজ করতে পার।

'সুখ-দুঃখ মাঝে দোলে নিবিড় আঁধারে,
অকূলে না কূল পায় দারুণ শৃঙ্খল পায়
নিরানন্দ নিরুপায় পলাইতে নারে।'

এত প্রশস্ত এ দুনিয়ার পুষ্পোদ্যানের প্রমোদ-বিহারে সুখ কীসের, যদি পায়ের জুতাই সংকীর্ণ হয়? স্বামী যদি মনের মতো না হয়, স্ত্রী যদি মনের কথা না বোঝে, তাহলে সংসারে শান্তি কোথায়?

যে তোমার কাঁদনে কাঁদে না, তোমার হাসিতে হাসে না, তোমার মনের কথা বুঝে না, তোমার অভিমান মানায় না, তোমার মনের অনুকূলে থাকে না, তাকে নিয়ে কি শান্তি পাবে কখনও?

'যা কিছু আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার সাথে মিল খায়, তাই আমরা বিশ্বাস করি। যা মেলে না, তার জন্য আমাদের রাগ হয়।' স্বামী-স্ত্রীর জীবনেও এমন অনেক সমস্যা আছে, যেগুলির সমাধান প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়াল-খুশি

অনুসারে করতে চায়। ফলে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায়।

এ জীবন কোন যাত্রা-সিনেমা নয়। তবুও অনেক মানুষ আছে, যারা যাত্রা-সিনেমার মতো অবাস্তব ব্যবহার চায়। বিধায় বাস্তব জীবনে সমস্যার সমাধান মিলে না।

'আমাদের সমস্যার উত্তর পাওয়া এতো কঠিন, এতে অবাক হওয়ার কিছু আছে? একটা অঙ্কের সমাধান কি সম্ভব, যদি আগেই ভেবে নিই দুই আর দুইয়ে পাঁচ হয়? তবুও এমন ঢের লোক আছে যারা দুই আর দুয়ে পাঁচ বা পাঁচশো হয় ভেবে নিজের আর অন্যের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তোলে।'

সংসারের ভেলা নদীর জোয়ারে ভাসমান তরির মতো বয়ে চলে না। বরং অধিকাংশ সংসারের গাড়ি চাকাহীন গাড়ির মতো, যা চলে বা চলতে বাধ্য হয় টানে অথবা ঠেলায়। যাদের ভাগ্য ভাল, তারা পায় চাকাবিশিষ্ট গাড়ি। আর যাদের ভাগ্য মন্দ, তারা চাকাহীন গাড়ি পায় অথবা চাকাবিশিষ্ট পেলেও পথ পায় বন্ধুর।

স্ত্রী তোমার অর্ধাঙ্গিনী। কিন্তু মনের মতো না হলে তোমার অর্ধেক অঙ্গ বিধ্বস্ত। যেমন একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ না করতে পারলে কিয়ামতেও তোমার অর্ধাঙ্গ বিধ্বস্ত থাকবে। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

'বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে বক্ষে ফিরিয়া পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

শত্রুতা

কোন্ মানুষের শত্রু নেই? যে মানুষের নিকট থেকে কোন উপকারিতা অথবা অপকারিতা প্রকাশ পায় না, তার কোন শত্রু নেই। যেহেতু যার উপকারিতা আছে তাকে মন্দ লোকেরা এবং যার অপকারিতা আছে তাকে ভালো লোকেরা পছন্দ করে না। সুতরাং তোমার যে শত্রু নেই, তা হতেই পারে না।

চারটি জিনিস শত্রুতা সৃষ্টি করে; অহংকার, হিংসা, মিথ্যাবাদিতা ও চুগলখোরি। ভেবে দেখো, এরই মাধ্যমে সংসারে কত ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে

থাকে। 'যে হাওয়ায় আনে হাসি, সেই তো আবার ঝড় হয়ে যায়।'

'যে ফুলে আনে হাসি, সে ফুলেই দেয় হে ফাঁসি।'
শত্রু হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে খুশির সাথে বাজায় বাঁশি।

দুনিয়ার এ নীতিও বড় নিমকহারাম। কাল নুন পাচ্ছিল, তাই গুণ গাচ্ছিল। আজ নুন পায় না, তাই গুণ গায় না। তা না গাইলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ক্ষতি হয় তখন, যখন নুন না পেয়ে দোষকীর্তন করে। নতুন নুন না পেয়ে পুরনো নুনের কথাও ভুলে যায়। আর তখন দাতার গুণও সহ্য হয় না বলে তার দোষ গেয়ে বেড়ায়। তার শত্রুর হাতে হাত মিলায়!

জেনে রেখো বন্ধু! তোমার শত্রু হল তিনজন; তোমার শত্রু, তোমার বন্ধুর শত্রু এবং তোমার শত্রুর বন্ধু। কোন শত্রুকেই তুচ্ছজ্ঞান করতে হয় না। 'বিরোধীকে কখনই দুর্বল ভাবতে হয় না।'

সুতরাং শত্রু যখন তোমার প্রতি শত্রুতার হাত বাড়ায়, তখন পারলে তা কেটে ফেল। তা না পারলে তা চুম্বন কর। দুশমন যদি দুশমনি দিয়ে তোমার সম্মুখীন হয়, তাহলে তুমি হিকমত দিয়ে তার মোকাবিলা কর। দরকার হলে সময় ক্ষেত্রে শত্রুর সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে পার।

শায়খ সা'দী বলেছেন, 'শত্রু যখন চারিদিক থেকে নিরাশ হয়ে যায়, তখন দায়ে পড়ে তোমার বন্ধুত্বের দরজার কড়া নাড়ে এবং সে তোমার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার শুরু ক'রে দেয়। কিন্তু তোমার উচিত, তার হাত দ্বারা সাপের মাথা টিপে গলিয়ে দেওয়া। এতে তার বিষ না থাকলে তুমি সাপ মারবে। আর বিষ থাকলে তুমি শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পাবে।'

'শত্রুর অসময়ের অনুনয়-বিনয়ে তুমি নরম হয়ো না। কারণ, সে সুযোগ পেলে তোমাকে যে ছেড়ে দেবে, তা নয়।'

হ্যাঁ, 'সাপের লেজে পা দিলে সাপ তো ছোবল মারবেই, চাহে তা ঘরেই হোক অথবা বনে।' কারো কায়েমী স্বার্থে কুঠারাঘাত করলে প্রতিঘাত তো সইতেই হবে। সুতরাং তার জন্য তুমি প্রস্তুত থেকো। 'তুমি তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে সেই অস্ত্র দ্বারা লড়াই কর, যে অস্ত্রকে সে ভয় করে। তুমি যে অস্ত্রকে ভয় কর, সে অস্ত্র দ্বারা নয়।'

'মানুষ অনেক বড় বড় কষ্ট সহ্য করে নেয়, কিন্তু দুশমন-হাসি অনেক ক্ষেত্রে সহ্য ক'রে উঠতে পারে না।' তুমিও পারবে না। তবে যদি পারো, তাহলে সে হাসি বন্ধ ক'রে দাও। অবশ্য সে হাসির কারণ তুমি না হয়ে

তোমার কাছের কোন লোকও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তুমি নিরুপায়।

যে ব্যক্তি হীন লোকের শত্রুতা-দৃষ্টিতে পড়ে, সে ব্যক্তির মান মাঠে-ঘাটে যায়। কথায় কথায় তার ত্রুটি প্রচার করে। অনেক সময় মিথ্যা বদনাম রটিয়ে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। অন্যের প্রতিভার প্রতিভাত হতে দেখে তার পেটের ভাত হজম হয় না। তখন চেষ্টা করে তার প্রতিভাতে আঘাত হানতে, তার পেটের ভাতেও লাথি মারতে। নীচমনা অহংকারী হিংসুটে বৈরিতার ফলে যেমন নিজে সুখ পায় না, তেমনি তার আচরণে অন্যকেও সুখে বসবাস করতে দেয় না। এমনই শত্রু সে, যার সাথে ইবলীসের বড় সুসাদৃশ্য আছে। অহংকার ও হিংসাই সর্বপ্রথম পাপ, যার ফলে ইবলীস অভিশপ্ত হয়েছে এবং তার ফলে আদম-হাওয়া জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতারিত হয়েছেন। ইবলীসেরই পরামর্শক্রমে তাঁরা জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছ ভক্ষণ ক'রে আল্লাহর অবাধ্যতা করেন এবং তার শাস্তিস্বরূপ পৃথিবীতে নির্বাসিত হন।

অতএব শত্রু যদিও জ্ঞানী হয়, তবুও তার পরামর্শ নিয়ো না। শায়খ সা'দী বলেছেন, 'শত্রু যদি তীরের মত সোজা পথ দেখিয়ে দেয়, তবুও তুমি বাম দিকে যেয়ো।'

তিনি আরো বলেছেন, 'দুই শত্রুর মধ্যস্থলে এরূপ কথাবার্তা বলবে না; যাতে ওদের মধ্যে কেউ পরে তোমার বন্ধু হলে তোমাকে যেন লজ্জিত হতে না হয়।'

আর আমাদের নবী ﷺ বলেছেন, "তোমার বন্ধুকে মধ্যমভাবে ভালোবাস (অর্থাৎ, তার ভালোবাসাতে তুমি অতিরঞ্জন করো না)। কারণ, একদিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আর তোমার শত্রুকে তুমি মধ্যমভাবে শত্রু ভেবো। (অর্থাৎ, তাকে শত্রু ভাবাতে বাড়াবাড়ি করো না।) কারণ, একদিন সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।" (সুতরাং তখন তোমাকে লজ্জায় পড়তে হবে।) *(তিরমিযী ১৯৯৭, সহীহুল জামে' ১৭৮ নং)*

আবেগ

একজন মানুষের ভিতরে আবেগ থাকতেই পারে। কিন্তু তার গতিবেগ লাগামছাড়া হওয়া মোটেই উচিত নয়। জোশ ও আবেগ ছাড়া মানুষের বড় কাজে স্পৃহা জন্মে না। কর্তব্যকর্মে অনীহা যায় না। কিন্তু আবেগ যেন বেশি না হয়। কারণ, 'হৃদয়ের দরজায় যখন ক্রোধ অথবা আবেগ প্রবেশ করে,

তখন বিবেক-বুদ্ধি তার জানালা দিয়ে পলায়ন করে।'

আবেগ মানুষকে অন্ধ ক'রে তোলে। অন্ধানুকরণ তথা ভক্তির আতিশয্য তখন 'হক' গ্রহণ করতে বাধাদান করে।

আবেগময় মানুষ কোন কর্মে যত তাড়াতাড়ি সম্মত হয়, তত তাড়াতাড়ি সামান্য ত্রুটি দর্শনে মত পরিবর্তন করে। এদের মন যত শীঘ্র গড়ে, তত শীঘ্র ভাঙ্গে।

সুতরাং 'আবেগ নিয়ন্ত্রণ ক'রে বিবেক প্রয়োগ করা জ্ঞানীর কাজ। যেহেতু বিবেক মানুষকে সত্যের পথ দেখায় আর আবেগ পথভ্রষ্ট করে।'

মুসলিম যুবসমাজের মাঝে আজ আবেগ নয়, গতিবেগ চাই। 'আবেগ দিয়ে নাটক-উপন্যাস হয়; জীবন-যুদ্ধ হয় না।'

আবেগের টানে সাজা দিতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়, উচিত নয় কাউকে সেই স্থান দান করা, যে স্থানের সে উপযুক্ত নয়। নচেৎ লাগামহীন আবেগের মেঘমালা তোমার হৃদয় আকাশে তুফান সৃষ্টি করবে এবং নিমিষে তোমার সব কিছু তছনছ ক'রে ছাড়বে।

আনন্দ

একটি মানুষকে আনন্দিত ও হাসিখুশি দেখলে বড় ভালো লাগে। অবশ্য নিজে আনন্দে থাকাটা স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। আনন্দের কারণ তৈরি ক'রে নিতে হয়।

'আনন্দময় পরিবেশ ভালো কিছু করার প্রেরণা জোগায়।' আনন্দ মানুষের মনে কর্তব্য-কর্মের উৎসাহ যোগায়। তবে 'আনন্দ হচ্ছে এক রকমের ফল, যা সবুজ অবস্থায় খাওয়া উচিত।' যেহেতু আনন্দের মুহূর্তলাভ সর্বদা সহজলভ্য নয়।

আনন্দলাভ একাকী সম্ভব নয়। একা একা যে কোন খেলা খেলে, সে খেলার প্রকৃত আনন্দ পায় না। প্রকৃত আনন্দ লাভের জন্য শরীক হওয়া জরুরী।

ছুটির দিন কর্মজীবি মানুষদের জন্য বড় আনন্দের দিন। কিন্তু ছুটির দিনে সবাই ছুটি নিলে ছুটির আনন্দ থাকে না।

সবাই কিছু পেয়ে আনন্দ পায়, কিন্তু হারানোর আনন্দ ক'জন পায়? যার ছেলে-মেয়ে বড় কিছু হওয়ার জন্য বিদেশ-যাত্রা করে, বড় কিছু পাওয়ার

জন্য কাছ-ছাড়া হয়, সেই পায় হারানোর আনন্দ। 'অনেক আনন্দের মধ্যে বেদনা, অনেক বেদনার মধ্যে আনন্দ লুকিয়ে থাকে।'

কিন্তু অনেক মানুষ আছে, যারা 'হারানোর আনন্দ' নিতে চায় না। যার ফলে ক্ষতি করে তাদের, যাদেরকে তারা হারিয়ে যাওয়ার ভয় করে।

পেয়ে ফুরিয়ে যাওয়ার আনন্দ ক্ষণিকের হলেও তা চিরস্মরণীয়। আনন্দের কথা মনে পড়তেই মন আনন্দাপ্লুত হয়।

'আকাশে তো আমি রাখি নাই, মোর উড়িবার ইতিহাস,
তবু, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।'
'স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ,
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই তারি আনন্দ।'

তাজ পেয়েছিলে যেখানে, তাজমহল বানিয়েছিলে যেখানে, সেখানের মানুষ তোমার মাথা থেকে তাজ ছিনিয়ে নিলেও তোমার আনন্দ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকা উচিত এই খেয়াল ক'রে যে, তুমি একদিন সেখানে তাজ-ওয়ালা ছিলে এবং সেখানকার তাজমহল তোমারই তৈরিকৃত স্মৃতিসৌধ।

'জীবনে বাঁচতে হলে আনন্দের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আনন্দের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা জীবনকে নষ্ট ক'রে দেয়।' বলা বাহুল্য, অবৈধ কিছু খেয়ে বা ক'রে কোন আনন্দ বৈধ নয়।

জান তো বন্ধু! 'যত হাসি তত কান্না, বলে গেছেন কবি মান্না।' গর্ব ও অহংকার মিশ্রিত আনন্দ কিন্তু আদৌ ভাল নয়। মহান আল্লাহ এমন আনন্দকে পছন্দ করেন না। কারূনের সম্প্রদায় কারূনকে সেই কথাই বলেছিল,

{لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ } (٧٦) سورة القصص

অর্থাৎ, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭৬)

মান-সম্ভ্রম

মানুষের প্রথম দুটি অক্ষর দিয়ে 'মান' হয়। মান ও হুঁশ দুটি মিলে মানুষ হয়। সুতরাং যে মানুষের 'মান' নেই, মানুষের সম-মান নেই, সৃষ্টিকর্তার

কাছে সম্মান নেই, সে মানুষ 'মানুষ' হয় কীভাবে?

সম্ভ্রম যাবতীয় সদাচরণের সমষ্টির নাম। সম্ভ্রম পবিত্রতা ও কর্মনিপুণতা। সম্ভ্রম গোপনে এমন কাজ না করা, যা প্রকাশ্যে করলে লজ্জিত হতে হয়।

'সব চাইতে শ্রেষ্ঠ মীরাস হল সম্ভ্রম।' 'একটি মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার চেয়ে সম্মানজনক আর কিছু নেই।'

অর্থ থাকলে সম্মান আসে---এ কথা মানুষের পার্থিব পরিভাষায় ঠিক হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অর্থশালী সম্মানী হয় না। লোকে তার অর্থের ভয়ে অথবা লোভে তাকে বাহ্যতঃ সম্মান দেয়। সুতরাং তোমার অর্থশালী হওয়ার পর সম্মান পেতে লাগলে তাতে তুমি প্রতারিত হয়ো না। বরং প্রকৃত সম্মানের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা কর। যেহেতু অর্থের সাথে যার সম্পর্ক, অর্থ ফুরিয়ে গেলে তা সহসায় নষ্ট হয়ে যাবে।

ইজ্জতের জন্য পয়সা দাও, কিন্তু পয়সার জন্য ইজ্জত দিয়ো না। সর্বহারা হলেও গর্বহারা খবরদার হয়ো না।

জেনে রেখো, তোমার মান ও সম্ভ্রম হল চোখের মত নাজুক। তা নিয়ে খেলা করা চলে না। খেলা করলে অথবা অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করলে অচিরে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অনুরূপ অপরের সম্মান নিয়েও ছিনিমিনি খেলো না, কারণ অনেক মানুষ আছে, যাদের সম্মানটাই একমাত্র সম্বল। আর সে ক্ষেত্রে তোমার সাথে সে এমন আচরণ করতে পারে, যেমন ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

এ সংসারে এমন বহু মানুষ আছে, যাদের কোন সম্মানবোধ নেই। কোন অপযশকে তারা অপমান মনে করে না। যাদের মানই নেই, তাদের আবার অপমান কী? ফলে তাদের সেই অনুভূতিটুকুও থাকে না, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়।

'কুজনের নাহি লাজ নাহি অপমান,
সুজনের এক কথা মরণ সমান।'

যার নিজের আত্মসম্মান নেই, তার নিকট অপরেরও সম্মান নেই। সুতরাং এমন মানহীন মানুষের খপ্পর থেকে সুদূরে বসবাস করবে। আর যদি 'পড়েছি চামারের সাথে, খানা খেতে হবে সাথে'র মতো তোমার অবস্থা হয়, তাহলেই সাবধান। যেহেতু 'মেড়ার শিঙ্গে হীরা ভাঙ্গে, মানীর অপমান।'

খবরদার তার প্রতিশোধ নিতে যেয়ো না, তাকে টেক্কা দিতে যেয়ো না, তার

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়ো না। নচেৎ জেনে রেখো, 'যে ব্যক্তি নিম্নমানের লোকের সাথে শত্রুতার মোকাবিলা করে, তার মান বিনাশপ্রাপ্ত হয়।'

'প্রত্যেক সম্মানী কোন শক্তির নিচে সম্মানহারা হয়ে যায়।' বড় গাছের নিচে আর কোন গাছ বাড়তে পায় না। এ জগতে যার অর্থশক্তি আছে, সেই আসলে মানী। ধান আছে যার, মান আছে তার। যার ধান নেই, তার মান নেই। সেই মান আনয়ন করতে অথবা পেটের জ্বালা নিবারণ করতে কোন অর্থশালীর কাছে চাকরি বা চাকরের কাজ নিলে প্রভুর কাছে কি তার মান থাকে? অবশ্যই না।

মানুষ অর্থ ও বিত্তশালীকে সম্মান দেয়, তার জন্য কাফের হয়েও কত অসম্মানী লোক সম্মানীদের নিকট সেলুট ও সম্মান পায়। প্রকারান্তরে প্রকৃত সম্মানী যাঁরা, তাঁরা তাদের কাছে সম্মান পায় না। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} (٨) المنافقون

অর্থাৎ, বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা জানে না। (মুনাফিকুন ঃ ৮)

'আঘাত ও অপমানের মধ্যে আঘাতের কথা সহজে ভুলা যায়, কিন্তু অপমানের কথা সহজে ভুলা যায় না।' লৌহ তরবারির আঘাতে ব্যবহার্য মলম আছে, কিন্তু বাক্-তরবারির আঘাতের কোন মলম নেই। অবশ্য যাদের সম্মান নেই অথবা আত্মসম্মানবোধ নেই তাদের দেহ-মনে সে আঘাত কোন প্রভাবই ফেলতে পারে না।

'নিজেরে করিতে সম্মান দান নিজেরে করি অপমান।' এমন আচরণ আছে বহু মানুষের, যারা নিজেদের গৌরবগান গাইতে গিয়ে নিজেদেরই অপমান ক'রে বসে। নিজের বংশকে গালি দিয়ে নিজেকে ছোট করে। বাপকে অস্বীকার ক'রে মা-কে ব্যভিচারিণী বানায় এবং নিজেকে বানায় জারজ!

সমাজের কোন মানহীন নিকৃষ্ট লোকে চায় না যে, মানীর মান বজায় থাক। বরং মানীর মান বিলীয়মান হতে দেখে মুচকি হাসির মিষ্ট স্বাদ গ্রহণ করে। অপরকে নিজেদের দলে ভিড়তে দেখে খুশি হয় মনে। সুস্বাগতম জানিয়ে তাকে আরও মানহীন করতে সচেষ্ট হয়।

'সমাজে এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা মর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিম্নস্তরে থাকিতে বাধ্য হয় বলিয়া উচ্চস্তরের লোকেরা যখন বে-কায়দায় পড়ে, তখন

তাহাদের বে-কায়দার সুযোগ পুরো মাত্রায় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে এবং যে হাতি পাঁকে পড়িয়া যায় তাহাকে ঢেলাইবার প্রবৃত্তি তখন শতমুখী হইয়া ওঠে।'

অনেকে চায়, তারা যেমন, দুনিয়াটা তেমন হোক। তারা বেশ্যা বলে সবারই মেয়ে বেশ্যা হয়ে যাক। আর তা হলে তারা মনে মনে শত খুশীর হাসি হাসে।

যেমন কাফেরদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء} (٨٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তারা চায় যে, তারা যেরূপ কাফের, তোমরাও সেরূপ কাফের হও; ফলে তারা ও তোমরা একাকার হয়ে যাও। (নিসা ঃ ৮৯)

খুব সাবধান বন্ধু! মানহীনদের এমন চক্রান্তে পড়ে নিজের মান-সম্মান হারিয়ে বসো না। ভিড়ে পড়ে শুধু টাকা-পয়সার পকেটমারিকে ভয় করো না, বরং সেই সাথে সমাজের ঈমান ও সম্মানের পকেটমার থেকেও সাবধান থেকো। আর এ কথাও স্মরণে রেখো যে, ঐ পকেটমারদের সবাই কিন্তু অভদ্রই নয়। তাদের মধ্যে অনেককে ভদ্র সেজেও পকেট মারতে দেখবে। সুতরাং তোমার মন যেন সে সময় ধোঁকা না খায় যে, সে পকেটমার নয়, বরং তোমার কোন হিতাকাঙ্ক্ষী!

আত্মচেতনা

শরীরে 'সুগার' হওয়া ভাল নয়। তা একটি রোগ। কিন্তু প্রত্যেক শরীরে সুগারের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তা বেশি হওয়া ভাল নয়, কম হওয়াও ভাল নয়। অনুরূপই ষড়্‌রিপুর প্রত্যেকটি মানব-চরিত্রে কম-বেশি অপকারী ও উপকারী।

কাম না থাকলে মানুষের বংশরক্ষা হয় না।

ক্রোধ ভিন্ন জয়লাভ হয় না। রাগহীন নিস্তেজ মানুষের ওজন থাকে না।

লোভ না থাকলে অর্থ ও খাদ্য জোগাড় হয় না।

মোহ ছাড়া সংসার গড়ে না। সংসারে সুখ ও শান্তি থাকে না।

মদ বা গর্ব ছাড়া মনুষত্ব থাকে না। আত্মমর্যাদা থাকে না।

মাৎসর্য ও ঈর্ষা থাকলে শ্রীবৃদ্ধি হয়। না থাকলে মানুষ 'মেড়া' হয়। কোন কাজে উন্নতির মন হয় না।

সংযম থাকলে ষড়্রিপু (ছয় শত্রু) ষড়্মিত্র হয়ে যায়।

মানুষের প্রয়োজন আছে আত্মচেতনা, আত্মমর্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতার। তার উপরেই ভিত্তি ক'রে নির্মাণ করতে হয় সুখী জীবনের ইমারত।

বাবুই পাখির মতো কুঁড়ে ঘরে বাস ক'রে শিল্পের বড়াই কখনও আত্মমর্যাদা হতে পারে। আবার চড়ুই পাখির মতো পরের ঘরে বাস ক'রে সুখের বড়াই হীনতা হতে পারে।

আত্মসম্মানবোধ যার আছে, সে লাঞ্ছিত হয় না। আত্মসম্মানবোধ যার নেই, তার রাগ হয় না। আর যার মোটেই রাগ নেই, সেই মাটির মানুষের কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না।

'প্রকৃত মানুষ যে, তার নীতি হবে, জান দেব, মান দেব না। জীবন দেব তবুও মর্যাদা দেব না।'

সংসারের একটা বাস্তব নীতি এই যে, 'আপন থাকে তো খাও, না হয় চারিপানে চাও।' সুতরাং আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজে উপার্জনশীল হতে হবে তোমাকে। নাই-বা হল অনেক, তোমার নিজের সামান্যই অন্যের অনেক থেকে অনেক অনেক উত্তম।

'আপন শ্রমে অর্জিত ধন যতই অল্প হোক,
তাহারই দান পরকালে মিলায় স্বর্গলোক।'

আর জানই তো, 'করুণা ও দান নিয়ে গৌরবের মাথা তুলে বাঁচা যায় না।' দান গ্রহণে মানুষ দুর্বল হয়ে যায়। অনুগ্রহের ছায়াতলে প্রতিপালিত জীবন-বৃক্ষ আওতার ঘাসের মতো হয়। পরের ঘাড়ে চেপে জীবন-যাপন আলোকলতার মতো হয়।

কুঁড়ে মানুষের কোন সম্মান নেই। যে বসে খেতে চায়, তার কোন মহত্ত্ব নেই। কৃষক ও জমির কথোপকথন উদ্ধৃত ক'রে কবি বলেছেন,

'বসুমতী! কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।

দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস,
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।'

প্রত্যেক কাজেই মহান আল্লাহর পর যথাসাধ্য নিজের উপর ভরসা রাখা উচিত। প্রবাদে বলে, 'বলং বলং বাহু বলং।' (নিজের বলই প্রকৃত বল।) নিজের নখের মতো গা চুলকিয়ে মজা নেই।

'এ দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় তিক্ত কাজ হল, পরের উপর ভরসা করা।' অনেক মানুষ এমন আছে, যারা সংসারে নিজেরাই দুর্বল। তাদেরকে নিয়ে হয়তো সংসারও করা যায়, কিন্তু বড় কাজে তাদের উপর ভরসা করা যায় না। 'কাগজের নৌকা খেলার জন্য নদীতে ভাসানো যায়। কিন্তু তার উপর চড়ে নদী পার হওয়া যায় না।' একজন আহত সৈনিকের কাঁধে ভর ক'রে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না।

বাপের হোটেলে বসে খেতে খুব মজা, কিন্তু কত দিন? শ্বশুরবাড়িতে বসে খেতে আরো মজা। কিন্তু 'শ্বশুরবাড়ি মধুর-হাঁড়ি, তিন দিন পর ঝাঁটার বাড়ি।' অতঃপর তুমি অকর্মণ্য উপার্জনহীন হলে কেউ তোমাকে ভালবাসবে না, মা-বাপ না, বিয়ে করা বউও না। সুতরাং কবির কথা মনের মণিকোঠায় তুলে রাখ,

'আপন কেউ নয় সবাই তোমার পর,
উন্নতি করিতে চাও হও ধুরন্ধর।'

বাপের অনেক আছে, খেয়ে-দেয়ে দিন ভাল কাটবে মনে করছ? কিন্তু না, তুমি ব্যাঘ্র-উচ্ছিষ্টভোগী শৃগালের মতো হয়ো না। এক বণিক তার ছেলেকে বাণিজ্যে পাঠাল। পথে এক ক্ষুধার্ত শিয়াল দেখল। ভাবল, এই মিসকীন কোত্থেকে খেতে পায়? তৎক্ষণাৎ দেখল এক বাঘ শিকার ধরে খাচ্ছে। ভয়ে লুকিয়ে দেখল, সে খেয়ে চলে গেলে অবশিষ্টাংশ শিয়াল গিয়ে খেল। মনে করল, এমনি ক'রে তারও দিন যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে এত কষ্ট ক'রে লাভ কী? সুতরাং ফিরে গিয়ে পিতাকে খবর জানাল। পিতা বলল, 'তুই ভুল বুঝেছিস্। আমি আশা করি তুই শিয়ালের অনুসরণ না ক'রে বাঘের অনুসরণ

করবি।' অর্থাৎ তুই বাঘের মতো নিজে কষ্ট ক'রে কামাই ক'রে খাবি। আর অন্য কেউ তোর উচ্ছিষ্ট খাবে।

মানুষ যখন আশা ও কামনা করে, তখন নিচু না করে উঁচু করতে হয়। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ জানে, 'শৃগালের মতো ১০০ বছর বাঁচার চাইতে সিংহের মতো ১ দিন বাঁচাও ভালো।'

পর-ভরসায় থেকো না বন্ধু! তীর্থের কাকের মতো অথবা বকান্ডপ্রত্যাশীর মতো নিজেকে পরমুখাপেক্ষী করো না।

'আপন যতনে লাভ যখন যা হয়,
যাচিত রতন তাহার তুল্য মূল্য নয়।
যদিচ বল্কল পর রহ উপবাসী,
হয়ো না হয়ো না তবু পরের প্রত্যাশী।'

আত্মচেতনা না থাকার ফলে মানুষ অনেক সময় সঞ্চিত ধনে থেকেও বঞ্চিত হয়। আফ্রিকার এক চাষী শুনল যে, কোন কোন জায়গায় লোকে মাটিতে হীরা পেয়ে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। সে তার বাকি জমিটুকু বিক্রয় করে হীরার খোঁজে বের হয়ে গেল। অর্থও শেষ হল, হীরাও পেল না। অপর দিকে তার জমির ক্রেতা তার ঐ জমিতে হীরা আবিষ্কার করল। এইরূপই কত মানুষ নিজের কদর না বুঝে অপরের দ্বারস্থ হয়। নিজের কাছে রত্ন থাকা সত্ত্বেও অপরের কাছে সন্ধান ক'রে ফেরে।

পরোপকার

পৃথিবীতে কত শত বৃক্ষলতা আছে যা অকেজো, আকাশে কত মেঘ ভাসে যাতে বৃষ্টি হয় না। কত মানুষ আছে যাদের দ্বারা মানুষের কোন উপকার সাধিত হয় না।

মানুষ হয়ে বিশেষ ক'রে বিপদের সময় যদি মানুষের পাশে কেউ না দাঁড়ায়, তাহলে তার নিজেকে 'মানুষ' বলে পরিচয় দেওয়াটা বড় লজ্জাকর।

তোমার জীবন যদি নিজের কাজে না লাগে, তাহলে সে জীবনকে অপরের

কাজে লাগিয়ে দাও, শান্তি পাবে। লোহা দিয়ে সোনার গয়না তৈরী হয় না ঠিকই, কিন্তু সোনার গয়না তৈরী করতে লোহার হাতুড়ির দরকার হয়। তুমি সোনা না হয়ে লোহা হলেও তোমার দ্বারা উপকার অবশ্যই হবে। আর পরোপকার সাধনের ফলে তুমিই হবে সর্বোত্তম ব্যক্তি, আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছেও।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ).

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। (সঃ জামে' ১৭৬নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ)

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। (সঃ জামে' ৩২৮৯, দারাক্বুত্বনী, সিঃ সহীহাহ ৪২৬নং)

পরোপকারের জন্য তোমাকে মানুষ সম্মান জানাবে। যেহেতু 'মানুষ যা পেয়েছে, তার জন্য তাকে সম্মান জানানো হয় না, মানুষ পৃথিবীকে যা দিয়েছে, তার জন্যই তার সম্মান।'

উপকার করলে তুমি উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার পাবে। মানুষের জীবন একটি প্রতিধ্বনির মত, আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে তার কাছে।

অপরকে সাহায্য করলে সাহায্য পাওয়া যায়। জীবনের সুন্দরতম প্রাপ্তি হচ্ছে দানের বিনিময়ে প্রতিদান। আন্তরিকভাবে অপরকে সাহায্য করলে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই সাহায্য করা হয়।

না-না, প্রতিদান পাওয়ার আশায় দান দেওয়া উচিত নয়। 'যা কিছু সুন্দর ও ভালো তা নিজস্ব নিয়মে ফিরে আসে। প্রতিদান পাওয়ার বাসনায় ভালো করার প্রয়োজন হয় না। প্রতিদান আপনিই পাওয়া যায়।'

পরোপকার ক'রে মনে আনন্দলাভ হয়। 'আদর্শ মানুষ সেই, যে অন্যের উপকার করে আনন্দ পায়, আর অন্যে উপকার করলে লজ্জিত হয়। কারণ কোন কিছু দান করা মহত্ত্বের লক্ষণ, আর তা গ্রহণ করা নীচতা।'

'আত্মসুখ অন্বেষণে আনন্দ নাহি রে

বারে বারে আসে অবসাদ,
পরার্থে যে করে কর্ম তিতি ঘর্ম-নীরে
সেই লভে স্বর্গের প্রাসাদ।'

শায়খ আলী তানতাবী বলেন, 'সবচেয়ে বড় মধুর হল পরোপকারিতার স্বাদ।'

পরোপকার করলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পরোপকার নিলে তেমনি মনের ভিতর এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি হয়, যাতে প্রত্যুপকার বা প্রতিদান না দিতে পারা পর্যন্ত নিজেকে ঋণী মনে হয়। প্রত্যেক উপকারই মানুষকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে।

'পরোপকার একটি বেড়ি, যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অথবা প্রতিদান ছাড়া ছাড়ানো যায় না।' উপকৃত উপকারীর দাসে পরিণত হয়।

মুলহাব বিন আবী সাফরাহ বলেন, 'আমি দেখে অবাক হই যে, লোকেরা নিজ মাল দিয়ে পরাধীন গোলাম ক্রয় করে অথচ উপকারিতা দিয়ে স্বাধীন মানুষ ক্রয় করে না।'

মানুষ দু'টি মুখ কখনই ভুলতে পারে না, বিপদের সময় যে তার পাশে এসে দাঁড়ায় এবং বিপদের সময় যে তার সাথ ছাড়ে।

ইবনুল মুকাফ্‌ফা বলেন, 'যদি তুমি কোন মানুষের প্রতি উপকার ক'রে থাকো, তাহলে খবরদার তা অন্যের কাছে উল্লেখ করো না। আর যদি কোন মানুষ তোমার প্রতি উপকার ক'রে থাকে, তাহলে খবরদার তা ভুলে যেয়ো না।'

অভিজ্ঞজনেরা বলেন, 'পৃথিবীতে দু'রকমের মানুষ আছে। এক ঃ যারা সবকিছু গ্রহণ করে। দুই ঃ যারা সবকিছু দিতে পারে। যারা নিতে জানে তারা খায় ভালো; আর যারা দিতে জানে তারা ঘুমায় ভালো। যারা দিতে জানে, তাদের আছে প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ, একটি ইতিবাচক মনোভাব এবং তারা সমাজ-সেবায় আগ্রহী। (অবশ্য সমাজ সেবার অর্থ বর্তমানে নেতা তথা রাজনীতিকদের ছদ্ম সমাজসেবা নয়। এরা প্রকৃতপক্ষে সমাজসেবার নামে নিজেদের সেবা ক'রে থাকে।) প্রত্যেক মানুষেরই কিছু নেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং নিতেও হয়। কিন্তু একজন সুস্থ মানসিকতার প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কেবলমাত্র গ্রহণ করেন না, দেওয়ারও চেষ্টা রাখেন।'

'পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।' কবি বলেছেন,

'পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি-
এ জীবন-মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত কর। ফুল পরের জন্য ফুটেই প্রকৃতির কোলে আনন্দের হাসি হাসে। তুমিও পরের তরে কর্ম ক'রে মিষ্টি হাসির আলোকে ভুবন ভরে দাও।

তুমি সেই ফলদার গাছের মতো হও, যাকে ঢিল মারলে তার বিনিময়ে তোমাকে ফল দান করে। তুমি তোমার জীবন কর সোনার মত। যত জ্বালাবে তত ঝলমল করবে। আগুনে পুড়লেও ধূপের মতো তুমি তোমার সুগন্ধ বিতরণ কর।

'যাঁরা মহাপুরুষ হন, তাঁদের দুটি হৃদয় হয়। একটি হৃদয়ে ব্যথিত হন এবং অপরটি দিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন।' 'মহাপুরুষগণ উল্কার মত। তাঁরা নিজেদেরকে জ্বালিয়ে নিজ নিজ যুগকে আলোকিত ক'রে থাকেন।'

'নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধপান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্নদান।
বংশী করে নিজ সুরে অপরে মোহিত,
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত।

শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।'

অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে, তুমি নিজেকে ধ্বংস ক'রে অপরকে জীবন্ত রাখো। বরং বলছি, স্বার্থ ত্যাগ ক'রে মানুষের উপকার কর।

অবশ্য অপরের ভাল করতে যাওয়ার আগে তার সে ভাল পছন্দ কি না, তা ভেবে দেখা দরকার। নচেৎ, অনেকে পরের উপকার করতে গিয়ে অপকার ক'রে বসে। যেমন নদীর জোয়ারে একটি বড় মাছ বালুচরে আটকে গিয়ে তড়পাচ্ছিল। কিছু বানর তা দেখে তাদের মনে দয়া হলে তাকে পাড়ে তুলে দিল, যাতে পানিতে পড়ে প্রাণ না হারায়!

অনেকে নিজ মেয়ের সংসার-সুখের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তার স্বামীর ভালবাসায় আবিলতা আনে। অন্যের সংসার ভেঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বন্ধুর উপকারে তার অনুপস্থিতিতে তার সংসার দেখাশোনা করতে গিয়ে তার স্ত্রীর প্রেমজালে ফাঁসে!

অনেকেই এমন আছে, যারা বাত ভালো করতে গিয়ে বেদনা সৃষ্টি করে। আর তা নিশ্চয়ই কাম্য নয়।

অনেকে প্রশ্ন করে, পরার্থে কী করব? পকেটে পয়সা না থাকলে গরীবের দুঃখে 'আহা' বলে লাভ কী?

আমরা বলি, উপকার কেবল পয়সা বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরন্তু তোমার নিজের পয়সা না থাকলে পয়সা-ওয়ালাদের পয়সা নিয়ে উপকার করতে পার। তা না পারলে যে কোনও ভাবে লোকের উপকার সাধন করতে পার। কবি বলেছেন,

'কোন কাজ ছোট নয়, নয় সে নগণ্য,
যদি পার কিছু কর মানুষের জন্য।'

একান্তই যদি মানুষের কোনও উপকারে না আসো, তাহলে অন্ততঃ কারো ক্ষতি করো না। শায়খ সা'দী বলেছেন, 'ঐ মৌমাছিদেরকে বলে দাও যে, যদি তারা মধু না দেয়, তবে যেন হুল না ফোঁড়ে।'

আবূ যার্র ﵁ বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা।" আমি বললাম, 'কোন্ গোলাম (কৃতদাস) স্বাধীন

করা সর্বোত্তম?’ তিনি বললেন, “যে তার মালিকের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক মূল্যবান।” আমি বললাম, ‘যদি আমি এ সব (কাজ) করতে না পারি।’ তিনি বললেন, “তুমি কোন কারিগরের সহযোগিতা করবে অথবা অকারিগরের কাজ ক’রে দেবে।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (এর) কিছু কাজে অক্ষম হই (তাহলে কী করব)?’ তিনি বললেন, “তুমি মানুষের উপর থেকে তোমার মন্দকে নিবৃত্ত কর। তাহলে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার নিজের জন্য সাদকাহস্বরূপ।” (বুখারী-মুসলিম)

উপকারের পথসমূহ খোলা আছে। যেভাবে হোক, সৃষ্টির উপকার কর। শায়খ সা’দী বলেছেন, “কাদায় পতিত গাধার নিকট যেয়ো না। যদি যাও, তাহলে তার উঠার ব্যবস্থা ক’রে দাও। যখন গেলে এবং জিজ্ঞাসা করলে যে, ‘কেমন ক’রে পড়লে?’ তখন কোমর বেঁধে কাদায় নেমে পড়।”

আর জানই তো, যে কোন প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করলে, যে কোন জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে, তাতে সওয়াব হয়। একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর জন্য বেশ্যা ক্ষমা পেতে পারে। একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে খেতে না দিয়ে মেরে ফেললে মানুষ জাহান্নামে যেতে পারে।

বৃক্ষরোপণ করলে অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ করলে সৃষ্টির উপকার সাধন হয়। ‘রোপণ হল দুই প্রকার ঃ বৃক্ষ-রোপণ ও ইষ্ট-রোপণ। মাটিতে বৃক্ষ রোপণ করলে মানুষ উপকৃত হয়। আর মানব-মনের জমিতে ইষ্ট রোপণ করলেও মানুষ উপকৃত হয়।’ আর তাতে উপকৃত হয় খোদ রোপণকারীও।

একটি মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে তুমি সওয়াব লাভ করতে পারো। “আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি মানুষকে হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য (আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল উটনী অপেক্ষাও উত্তম।” (বুখারী ও মুসলিম)

মানুষের উপকারে অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নয়। নচেৎ শাস্তি স্বরূপ সে অবহেলা নিজের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ হতে পারে। একদিন এক ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। একজন এসে বলল, ‘পাশের রোডে এক্সিডেন্ট হয়ে এক মহিলা পড়ে আছে। তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।’ কিন্তু সে বলল, ‘হাসপাতাল দূরে, আমি যাব না।’ অতঃপর সে যখন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এল, তখন দেখল বাড়িতে অনেক লোকজন।

আসলে এক্সিডেন্ট ছিল তার মায়ের।

সে যদি সত্বর দুর্ঘটনাগ্রস্ত লোকের সাহায্যে অগ্রণী হতো, তাহলে হয়তো তার মায়ের জীবনকে বাঁচাতে পারতো। কিন্তু পরিণামে অনুতাপ আর কী ফল দেবে?

চরিত্র ও ব্যবহার

নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন (নেকী) ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও চোয়াড়কে অপছন্দ করেন।" *(তিরমিযী)*

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার (মুসলিম) ভায়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, ইবনে হিব্বান ২৩৫নং)*

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে দোযখ থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তার উচিত হল এই যে, সে যেন আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রেখে মৃত্যুবরণ করে এবং মানুষের সাথে ঠিক সেই রকম ব্যবহার প্রদর্শন করে, যে রকম ব্যবহার সে তাদের নিকট থেকে পেতে পছন্দ করে।" *(মুসলিম ১৮৪৪নং)*

জীবন-যাত্রাপথের যাত্রী বন্ধু আমার! পৃথিবীর এ সংসার চলছে পারস্পারিক স্বার্থভিত্তিক লেনদেনের উপর। লেনদেন ঠিক রাখলে পৃথিবীর মানুষ সুখে হাবুডুবু খাবে। সুন্দর আচার-ব্যবহার প্রদর্শন করলে এবং বিনিময়ে তা পাওয়া গেলে, অনুরূপ সুন্দর আচার-ব্যবহার পাওয়া গেলে এবং বিনিময়ে তা প্রদর্শন করা হলে সংসার সুখময় হয়ে উঠবে।

'নিজ প্রতি ব্যবহার আশা কর যে প্রকার,
করহ পরের প্রতি সেই ব্যবহার।'

তুমি কারো নিকট থেকে সুন্দর ব্যবহার না পেলেও বিনিময়ে সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শন করো। তুমি বলো, 'তুমি অধম, তা বলিয়া আমি উত্তম হইব না কি?' তাতে সুফল ফলবে অতি শীঘ্র এবং অকল্পনীয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّـذِي بَيْنَـكَ وَبَيْنَـهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (٣٤) سورة فصلت

অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৪)

{ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ} (٩٦) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, তুমি ভালো দ্বারা মন্দের মুকাবিলা কর। তারা যা বলে, আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (মু'মিনূন ঃ ৯৬)

মন্দের বিনিময়ে ভালো, অপকারের বিনিময়ে উপকার, বদনামের বিনিময়ে প্রশংসা ইত্যাদি না করতে পারলেও মন্দের বিনিময়ে মন্দ ক'রে নিজেকে ছোট করো না। বরং তাকে ক্ষমা ক'রে দিয়ো।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমার সঙ্গে যে আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে, তুমি তার সাথে তা বজায় কর, তোমাকে যে বঞ্চিত করেছে, তুমি তাকে প্রদান কর এবং যে তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা ক'রে দাও।" (আহমাদ, হাকেম, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৮৯১নং)

'যে তোমাকে ডাকে না হে তারে তুমি ডাকো ডাকো,
তোমা হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখো রাখো।'

'জীবনের বহু শিক্ষার মধ্যে একটি শিক্ষা এই যে, তুমি লক্ষ্য করে দেখো, ফায়ার-ব্রিগেডের কর্মীরা আগুন দিয়ে আগুন নিভায় না।' বরং তারা পানি দিয়েই আগুন নিভায়। নচেৎ আগুন দিয়ে আগুন নিভাতে গেলে তা দ্বিগুন তো হবেই।

অবশ্য এ সময়ে এ কথাও স্মরণে রাখা আবশ্যক, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" (মুসলিম)

সব পাপ ক্ষমা করা হলে পাপ ছারপোকার মতো বেড়ে যেতে থাকবে। বাঘকে ক্ষমা করলে ছাগের প্রতি অত্যাচার করা হবে। মক্কা-মদীনার হারাম-সীমানার ভিতরে শিকার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু সেখানে মানুষের জন্য ক্ষতিকর প্রাণী সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ইত্যাদি হত্যা করা নিষেধ নয়।

যার মন নেই, সে আসলে মানুষ নয়; সে একটি কলের পুতুল। 'প্রাণ

থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।' যার চরিত্র নেই, সেও আসলে মানুষ নয়, সে অন্য কোন প্রাণী। হৃদয়হীন ও চরিত্রহীন মানুষের কাছে কি কোন সুখ আশা করা যায়?

চরিত্রই হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সুন্দর ব্যবহার ও দ্বীনদারীই হল মানবের মানবিকতা। সুন্দর চরিত্র জীবনের অলঙ্কার ও অমূল্য সম্পত্তি। তোমার 'চরিত্রের মাঝে যদি সত্যের শিখা দীপ্ত না হয়, তাহলে জ্ঞান, গৌরব, আভিজাত্য, শক্তি সবই বৃথা।'

'যদি ধন নাশ হয় তায় কিবা আসে যায়,
যদি স্বাস্থ্য নাশ হয় তবে কিছু হয় ক্ষয়,
হইলে চরিত্র নাশ সর্বনাশ হয়।'

চরিত্র হল মানুষের সর্বোচ্চ বংশ-পরিচয়। আলী ﷺ পুত্র হাসানকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'বৎস্য আমার ৪টি কথা মনে রেখো ঃ সবচেয়ে বড় ধনবত্তা হল বুদ্ধিমত্তা, সবচেয়ে বড় নিঃস্বতা হল, মূর্খতা, সবচেয়ে বড় বাতুলতা হল, অহংকার এবং সবচেয়ে উচ্চ বংশ হল সচ্চরিত্রতা।'

সুখ-বাজারের ব্যাপারী বন্ধু আমার! ধন-মাল দিয়ে সকল মানুষের মন সন্তুষ্ট করতে পারবে না, কুলাতেও পারবে না। কিন্তু তোমার সুন্দর চরিত্র দ্বারা তা পারবে।

মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা, চুক্তি, অঙ্গীকার যথার্থভাবে পালন কর। মানুষের সাথে এমন ব্যবহারে তুমি সততা ও বিজ্ঞতা প্রয়োগ কর। 'কোনও কাজ নিষ্পত্তি করার দৃঢ় অঙ্গীকার করতে হয় দুটি স্তম্ভের উপর । সে দুটি হল ঃ সততা ও বিজ্ঞতা। যদি তোমার আর্থিক ক্ষতিও হয়, তবু তোমার অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকার নামই সততা। আর বিজ্ঞতা হচ্ছে, যেখানে ক্ষতি হবে সেই রকম বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ না হওয়া।'

রূঢ়তা ও কর্কষতা বর্জন কর। কারো সাথে সাক্ষাৎ করলে হাসি মুখে করো, কথা বললে মিষ্টি ভাষায় বলো, কেউ কথা বললে ধ্যান দিয়ে শুনো, অঙ্গীকার করলে যথারূপে পালন করো, মূর্খদের সাথে মজাক করো না, হক ও সত্য যে গ্রহণ করে না তার মজলিসে বসো না, বেআদবের সাথে ওঠাবসা করো না, যে কথা ও কাজে অপমানিত হতে হয়, সে কথা ও কাজে থেকো না।

সচ্চরিত্রের গুণাবলী ঃ মন হবে সরল, হৃদয় হবে উদার, চেহারা হবে হাস্যময় এবং ভাষা হবে মধুর।

মানুষের রূপ ও পোশাক নয়, বরং তার ভদ্রতাই তার ব্যবহারকে সুন্দর করে। আর তার সুন্দর ব্যবহারই তাকে সর্বসুন্দর ক'রে তোলে।

উমার ﷺ বলেন, 'কারো সচ্চরিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ো না, যতক্ষণ না তাকে রাগের সময় পরীক্ষা ক'রে নিয়েছ।' অর্থাৎ, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, অথবা রাগের সময় অশ্লীল বকে, অথবা ভাঙচুর করে, মশা মারতে কামান দাগে, অথবা অসমীচীন কথাবার্তা বলে, উপকারীর উপকার ভুলে গিয়ে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে তাদেরকে অপমান করে, সে সৎ চরিত্রের অধিকারী নয়।

চরিত্রবান হতে তুমি বিনয়ী হও। 'দুর্বলদের সাথে ব্যবহারেই মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব বুঝা যায়।' 'অনেক বড় মানুষ আছেন, যাঁর সামনে গেলে নিজেকে ছোট মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত বড় মানুষ হলেন তিনিই, যাঁর সামনে গেলে কেউ নিজেকে ছোট ভাবে না।' আর 'সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হলেন তিনি, যাঁর মেজাজ বড় ঠান্ডা।' যাঁর ব্যবহার অতি ভদ্র ও বিনয়-নম্র।

ব্যবসার মাঝে সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! এক ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'তুমি বড় সুপ্রতিষ্ঠিত সফল ব্যবসায়ী। তোমার পুঁজি কী?' উত্তরে সে বলল, 'আমার পুঁজি হল আমানতদারী, সত্যবাদিতা এবং আমার প্রতি লোকেদের আস্থা।'

'যার মুখে মৃদু হাসি নেই বা যে মুচকি হাসিও হাসতে জানে না, সে যেন কোন ব্যবসা না খোলে।

যার মুখ মিষ্টি, তার বন্ধু অনেক। তার গ্রাহক অনেক।

'মুচকি হাসি বিদ্যুত অপেক্ষা খরচে কম, কিন্তু চমকে অনেক বেশী।' সর্বদা খেয়ালে রেখো, 'তুমি যেন প্রত্যেক মানুষের ক্যামেরার সামনে আছ, সুতরাং তোমার মুচকি হাসি প্রদর্শন কর, সকলের কাছে তোমার ছবি সুন্দর লাগবে।'

মুখে মধুর হাসির বিনিময়ে অপরের গলায় প্রেমের ফাঁসি লাগাতে পারবে। তুমি সুখী হবে, তোমার প্রতি লোক সন্তুষ্ট হবে। কারণ 'হাসমুখ ব্যক্তির প্রতি দীর্ঘক্ষণ রাগান্বিত থাকা যায় না।'

তরবারি দ্বারা জয় অপেক্ষা হাসি দ্বারা জয়ের মান ও স্থায়িত্ব অনেক বেশী। যে রাজা এর বিপরীতভাবে জয়লাভ করেন, তিনি রাজ্য লাভ করেন ঠিকই, কিন্তু রাজসুখ লাভ করেন না।

পরিবেশের দুরবস্থা দেখে খবরদার বলো না যে,

'চুরি করা মহাপুণ্য যদি পেটে সয়,
এ জগতে বোকারাই সত্যবাদী হয়।
সততা বা সাধুতার দাম নেই কোন,
জোচ্চুরি ও ঠকবাজি মূলমন্ত্র জেনো।'

তুমি সৎ ও সত্যবাদী হও। তোমার রুযীতে বর্কত হবে।

পথে-হাটে-ঘাটে বহু মানুষের কাছে তুমি পরিচিত হতে পারো, কিন্তু সুপরিচিত হতে অতিরিক্ত গুণের দরকার। আর তা হল তোমার সুন্দর আচরণ ও অমায়িক ব্যবহার।

আহনাফ বলেন, 'মিথ্যাবাদীর কোন সম্ভ্রম নেই, বিরক্ত লোকের বন্ধু নেই এবং দুশ্চরিত্রের নেতৃত্ব নেই।'

ইমাম শাফেয়ী বলেন, 'যদি মানুষের অপরাধ ক্ষমা ক'রে দিই, কারো প্রতি বিদ্বেষ না রাখি, তাহলে কারো শত্রুতার দুশ্চিন্তা থেকে নিজের মনকে মুক্ত রাখতে পারি।'

'তোমার পরে তোমার চর্চা অবশিষ্ট থেকে যাবে, অতএব তুমি তোমার চর্চাকে ভালো ক'রে গড়ে তোল।' মৃত্যুর পরে যার জন্য মানুষ মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকে, তা হচ্ছে তার সুন্দর ব্যবহার, তার কীর্তি। সুতরাং তুমি তোমার ব্যবহার ও কর্মকে অতি সুন্দর কর।

'যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে,
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে।'

সফলতার পথরাজি

'আমাদের কেউ কেউ তার বুদ্ধিমত্তার বলে সফলতা লাভ করে, আর কেউ সফলতা লাভ করে অপরের বোকামি দেখে।' ছাত্র ও কর্ম-জীবনে সফলতার জন্য এটা হল মুখ্য প্রবেশ-দ্বার।

বুদ্ধি অবশ্য আল্লাহর দান। তা আমাদের কাজে লাগানো উচিত। পরন্তু বুদ্ধিকে নষ্ট হতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। উচিত নয় এমন পথে চলা, যাতে বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।

বুদ্ধিভ্রষ্টতা হল বোকামি। বুদ্ধিমানেরা বোকা লোকেদের বুদ্ধিভ্রষ্টতা দেখে নিজেদের বুদ্ধিকে রক্ষা ও তীক্ষ্ণ করে। ফলে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত ও বর্ধমান হয়।

সাফল্যের দ্বিতীয় পথ হল অভিজ্ঞদের পরামর্শ। শা'বী বলেন, 'পুরুষ তিন শ্রেণীর; স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্ধপূর্ণ এবং অপূর্ণ। যার নিজস্ব রায় দেওয়ার ক্ষমতা আছে অথচ সে অপরের নিকট পরামর্শ নেয় সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যার নিজস্ব রায় দেওয়ার ক্ষমতা নেই কিন্তু সে অপরের নিকট পরামর্শ নেয় সে অর্ধপূর্ণ। আর যার নিজস্ব রায় দেওয়ার ক্ষমতা নেই অথচ সে অপরের নিকট পরামর্শও নেয় না, সে অপূর্ণ।'

আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান বলেন, 'পরামর্শ নিয়ে ভুল করা আমার নিকট পরামর্শ না নিয়ে ভুল করা অপেক্ষা অধিক উত্তম।'

'দুটি আয়নাকে আগাপিছা রাখলে নিজের সর্বাঙ্গ দেখা সম্ভব হয়, তেমনি সংকটের সময় অপরের নিকট পরামর্শ নিলে সমাধানের পথ পাওয়া সহজ হয়।' 'সিদ্ধান্তে যখন জং পড়ে, পরামর্শ তখন তা ঝকিয়ে তোলে।' যে পরামর্শ ক'রে কাজ করে, সে বিপন্ন ও লাঞ্ছিত হয় না।

তবে তোমার গুরুত্বপূর্ণ কাজে এমন লোকের পরামর্শ নিয়ো না, যে আল্লাহকে ভয় করে না। জ্ঞানী হলেও কোন ব্যস্ত ব্যক্তির নিকট পরামর্শ নিতে যেয়ো না।

আর জেনে রেখো, 'সৎ পরামর্শের চেয়ে কোন উপহার অধিক মূল্যবান নয়।' 'প্রয়োজনে একটি সুপরামর্শ অনেক জিনিসের চেয়ে মূল্যবান।'

পরামর্শভিত্তিক কাজের গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে। মহান আল্লাহ মুসলিমদের চরিত্র বর্ণনায় এক জায়গায় বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} (٣٨) سورة الشورى

অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, নামায পড়ে, আপোসে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। (শূরা ঃ ৩৮)

নবী হন উম্মতের নেতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তবুও মহান আল্লাহ তাঁকে আদেশ দিয়ে বলেছেন,

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١٥٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

লক্ষণীয় যে, উক্ত আয়াতে পরামর্শ, পরিকল্পনা ও আস্থার কথা একত্রে উল্লিখিত হয়েছে। মহৎ কাজে উক্ত তিনটি বিষয় অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলেই মহান আল্লাহর ঐ নির্দেশ।

পরন্তু যে কোন বড় বিষয়ে মনের দ্বন্দ্বে মহান আল্লাহর কাছেও ফায়সালা নিতে বিধান রয়েছে ইস্তিখারার। যাতে তাঁর উপর নির্ভরশীলতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ ক'রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ লাভ করা যায়।

কোন সময় কারো বিনা পরামর্শে কোন মহৎ কাজে সফল হলেও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করা উচিত নয়। যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ 'পরামর্শ কর'। আর অভিজ্ঞজনেরা বলেছেন, 'একবার অভিজ্ঞতা ছাড়াই সফল হলে সত্বর দ্বিতীয়বার অভিজ্ঞদের সহযোগিতা নাও; এতে তোমার সফলতা আরো সুনিশ্চিত ও পাকাপোক্ত হবে।'

তৃতীয় পথ হল পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধন। পরিশ্রম বিনা সফলতা আসে না। শ্রম বিনা সোনার ফসল ফলে না। শ্রম বিনা বিজ্ঞানী হওয়া যায় না। শ্রম বিনা আলেম হওয়া যায় না। শ্রম বিনা অর্থোপার্জন হয় না।

তুমি জ্ঞানী হতে চাইলে 'জ্ঞানীদের পরিশ্রমের কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং তোমাকেও তাঁদের মতো পরিশ্রম করতে হবে।'

'কর্ম-দক্ষতাই মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু।' 'কর্মোজ্জ্বল দিনগুলিই প্রকৃতপক্ষে সোনালী দিন।'

শ্রম-বিমুখতা দারিদ্র্য আনে, টেনে নিয়ে যায় অপরাধ জগতে। 'আলস্য হেন ধন থাকতে দুঃখের আবার অভাব?' 'আলস্য বা পরিশ্রম-বিমুখতা হল

মা, তার ছেলের নাম ক্ষুধা এবং মেয়ের নাম চুরি।'

বসে খেলে রাজার ধনও ফুরিয়ে যায়। 'ভরত পাখি দেখল, এক কৃষক কোন পাত্রে কী নিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে কৃষক বলল, 'কেঁচো। বাজারে বিক্রি ক'রে পালক কিনব।' পাখী বলল, 'আমাকে দাও এবং আমার পালক নাও।' অলস পাখী বসে খেয়ে সমস্ত পালক নষ্ট করল। পরিশেষে সে মারাই গেল। আশা করি, বাপের বা শ্বশুরবাড়ির হোটেলে বসে খাওয়া তুমি সেই অলস নও।

'কর্মবিমুখতা মরিচার মত, তা সবচেয়ে উজ্জ্বল ধাতুকেও ক্ষয় করে।' সুতরাং আলস্য ছাড় এবং কাজে লেগে পড়। জীবিকার জন্য, দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য, বৃদ্ধ মা-বাপ ও ছোট-ছোট ভাই-বোনদের জন্য অথবা নিজ স্ত্রী-সন্তানদের জন্য কিছু একটা কর।

'জীবিকার নাই উচ্চ বা নীচ, কোন কাজ নয় হীন,
আলস্য পাপ, তাই সঞ্চিত পুণ্যেও করে ক্ষীণ।'

শ্রম ছাড়া কি সফল হওয়া যায়, নাকি ফসল পাওয়া যায়? তকদীরের সাথে তদবীর জরুরী। ভাগ্যের সাথে কর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বলা বাহুল্য, কষ্ট স্বীকার ছাড়া ইষ্টলাভ হয় না।

'জাল কহে, পঙ্ক আমি উঠাব না আর,
জেলে কহে, মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।'

'কর্ম-বিমুখ ছেলেরাই ধনীর মেয়ে বিবাহ করতে চায়।' আর আমল-বিমুখ লোকেরাই পীর ধরতে যায়। আশা করি, তুমি সেই ছেলে ও লোকেদের একজন নও।

তুমি হবে সেই যুবক, যার প্রতি অনেকে হিংসা রাখে। কেননা, 'তোমার হিংসুক বেশী হওয়া, তোমার সফলতারই দলীল।'

তুমি সেই মানুষ হবে, যার প্রতি বন্ধুও কপটতা প্রদর্শন করবে এবং বহু মানুষ শত্রু হয়ে যাবে। কেননা, 'সফল মানুষ হল সেই, যে কপট বন্ধু ও অকপট শত্রু পায়।'

সাফল্যের পর্বতচূড়ায় তুমি আরোহণ কর। তবে জেনে রেখো যে, 'সফলতা অনেক সময় মানুষের জীবনে পতন ডেকে আনে।'

সমালোচনা

এ সংসারে ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন মানুষ নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। এমন কেউ নেই, যার পশ্চাতে কেউ গীবত করে না, সমালোচনা করে না।

সমালোচনামুক্ত হয়ে জীবন গড়া অসম্ভব। সুতরাং সমালোচনাকে উপেক্ষা ক'রেই জীবন পরিচালনা করা জ্ঞানীর কাজ। 'জীবনের সময় বড় মূল্যবান। কে কী ভুল করেছে সে সমালোচনায় আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং আমাদের কী করা উচিত, সেই আলোচনা ও পরিকল্পনায় সময় ব্যয় করা উচিত।'

সুতরাং 'লোকে কী বলবে, তা তুমি মোটেও ভেবো না, যতক্ষণ তুমি জানো যে, তুমি ঠিক পথেই আছ।' 'উচিত বলার জন্য আমাদের সৎ সাহস থাকা দরকার। মানুষকে ভয় করা আমাদের উচিত নয়। অপরে আমাদের সম্পর্কে কী ভাবে, সে কথাও চিন্তা করা উচিত নয়। আমাদের উদ্দেশ্য সৎ হলে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।'

'নিজে ঠিক থাকলেই হল। লোকে কী বলে, না বলে, তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।'

তুমি যদি ত্রুটিহীন হও, তাহলে তো সমালোচনার ভয় হওয়ার কথা নয়। 'তোমার যদি কোন দোষ না থাকে, তাহলে তোমার ভাবনা কী? ধোপা কেবল ময়লা জামা-কাপড়কেই পাথরে আছাড় মেরে থাকে।'

যদি লোকের সমালোচনায় কান দাও, তাহলে সাফল্য তোমার মাথাচুম্বন করবে না। লোকেদের কথা উপেক্ষা করতে পারলে তুমি সফল হতে পার। "ব্যাঙের দল প্রতিযোগিতায় শরীক হল, ঐ পুরাতন উঁচু মিনারে উঠতে হবে। অনেক অংশগ্রহণকারী সহ দর্শকরাও বলতে লাগল, 'সম্ভব নয়, সম্ভব নয়! অত উঁচুতে কেউ উঠতে পারে নাকি?' শুরু হল প্রতিযোগিতা। অনেকে পড়তে লাগল। নিচে থেকে চিৎকার, 'কেউ পারবে না, কেউ পারবে না।' কিন্তু দেখা গেল, একজন উঠেই গেছে! কেমন ক'রে? সবারই মনে প্রশ্ন কীভাবে সে পারল? খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সে ছিল কানে কালা। কারো সমালোচনা বা অনুৎসাহদান তার অদম্য প্রচেষ্টাকে দমাতে পারেনি।"

'বড় সুখী তারা, যারা লোকেদের সমালোচনা উপেক্ষা ক'রে চলে।' পক্ষান্তরে যারা সমালোচনায় কান দেয়, তারা কর্মে বিচলিত হয়। মোটেই সুখী হতে পারে না।

একদা লোকমান হাকীম তাঁর পুত্র সহ একটি গাধার পিঠে চড়ে কোথাও

যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কতক লোক বলতে লাগল, লোকটা কত নিষ্ঠুর! একটি গাধার পিঠে দু' দু'টো লোক। এ কথা শুনে হাকীম নেমে হাঁটতে লাগলেন। কিছু দূর পরে আরো কিছু লোক তাঁদেরকে দেখে বলে উঠল, ছেলেটি কত বড় বেআদব! বুড়োটাকে হাঁটিয়ে নিজে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনে ছেলেটি নেমে এল এবং হাকীম সওয়ার হলেন। আরো কিছু দূর পর কিছু লোক বলতে লাগল, বুড়োটির কী আক্কেল! নিজে গাধার পিঠে চড়ে ছেলেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনে তিনিও গাধার পিঠ থেকে নেমে হাঁটতে লাগলেন। কিছু পরে আরো কিছু লোক সমালোচনার সুরে বলল, লোক দু'টো কি বোকা! সঙ্গে সওয়ার থাকতে পায়ে হেঁটে পথ চলছে। এ বারে হাকীম তাঁর ছেলেকে বললেন, 'দেখলে বাবা! তুমি চাপলেও দোষ, আমি চাপলেও দোষ, দু'জনে চড়লেও দোষ, কেউ না চড়লেও দোষ। সুতরাং তুমি কারো কথায় কর্ণপাত করো না।' কারণ, লোকের খোঁটা থেকে বাঁচা কঠিন। নিজের বিবেকে কাজ ক'রে যাওয়া উচিত। হাথী চলতা রহেগা, কুত্তা ভুঁক্‌তা রহেগা।

কিন্তু সমালোচনা বন্ধ করার উপায় আছে কী? তা অবশ্যই নেই। 'মানুষের অন্যায় সমালোচনা বন্ধ করতে পারা যায় না বটে, কিন্তু একটা ব্যাপার অবশ্যই বন্ধ করা যায়, আর তা হল, অন্যায় সমালোচনা শুনে দুশ্চিন্তা করা।'

আর তার উপরে যদি পারা যায়, তাহলে সমালোচনার বিনিময়ে সমালোচকের প্রশংসা কর। গালির বদলে তার সুনাম কর।

এক আলেমের ভক্তরা বলল, 'অমুক আপনাকে গালি দেয়, আর আপনি তার প্রশংসা করেন?'

তিনি বললেন, 'ছাড়ো, যার যেমন প্রকৃতি, সে তেমন আচরণ প্রদর্শন করবে। যে হাঁড়িতে যা আছে, সে হাঁড়ি উবুড় করলে তাই পড়বে। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে না পারে, তাহলে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত ঘেউ-ঘেউ ক'রে ক্লান্ত হতে দাও।'

অনেকে সমালোচনা করে নিছক কুধারণাবশে। মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সুধারণা না রেখে মন্তব্য করে। অথচ প্রকৃতত্ব না জেনে, আসল ঘটনা না জেনে, নিজের কুধারণার বশবর্তী হয়ে কোন বিষয়ে মন্তব্য করা অন্যায়।

এক বাদশা মৃত্যুর পূর্বে মানুষের শিক্ষনীয় একটি অসিয়ত ক'রে মারা

গেলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমি মারা গেলে কাফনের সাথে আমার হাত দু'টি না বেঁধে খোলা রেখে দিয়ো। যাতে গোরস্থানে যাওয়ার সময় লোকে দেখে এই শিক্ষা নেয় যে, অত বড় বাদশা হয়েও খালি হাতে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হচ্ছে!' তাঁর অসিয়ত পালন ক'রে তাই করা হল। কিন্তু অনেক লোকে তা দেখে বলল, 'সারা জীবন খাজনা আদায় ক'রে গেল। মরার পরেও খাজনা চাইতে চাইতে কবরে যাচ্ছে!'

অনেকে নিজের উপর অনুমান ক'রে অপরের সমালোচনা করে। নিজে চোর, তাই অপরকেও সন্দেহবশে চোর ধারণা করে। নিজে লম্পট, তাই কুধারণাবশে অপরকেও লম্পট মনে করে।

একটি রাখাল পুকুরের পানিতে সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎ থেমে গেল। তা দেখে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য এক রাখাল বলল, 'এই! তুই কী করছিস্ আমি বলতে পারি।' সে বলল, 'বল তো দেখি, কী করছি?' বলল, 'তুই মুতছিস্। তাই না?' পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা রাখালটি বলল, 'হ্যাঁ মাইরি! তুই কী ক'রে জানতে পারলি?' সে বলল, 'আমিও অমনি ক'রে মুতি।'

কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকলে তার সমালোচনা করা স্বাভাবিক। অনেক সময় তার ভালো জিনিসও বিদ্বেষীর কাছে খারাপ মনে হয়। 'দেখতে লারি চলন বাঁকা'র নীতিতে বিদ্বেষী বা হিংসুক হিংসিতের কথায়, লেখায়, চলায় বা বলায় ভুল দেখতে পায়।

'মানুষ যে কোন কিছুরই (ব্যক্তি, পরিবেশ, অবস্থা, আদেশ-উপদেশ, নীতিকথা ইত্যাদির) সম্মুখীন হলে বুঝবার বা জানবার দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে তা থেকে কিছু না কিছু পায়। অন্যথা ব্যর্থ হয়। আর বিরূপ বা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে তা থেকে বহু দোষ সে খুঁজে পায়। অনেকে খারাপও গেয়ে থাকে; যেমন ফুল থেকে মৌমাছি মধু এবং মাকড়ষা বিষ পায়।'

পক্ষান্তরে মানুষ নিজের দোষ দেখায় অভ্যস্ত হলে পরের দোষ দেখতে পায় না। কিন্তু অনেক মানুষ আছে, যারা নিজের দোষ দেখতে পায় না। কিন্তু পরের দোষ খুব ভালোরূপে দেখতে পায়।

এমন লোকেরা 'নিজের পানে চায় না শালী, পরকে বলে ডাবরাগালি।' 'আনারস বলে, কাঁঠাল ভায়া তুমি বড় খসখসে!' 'গুয়ে বলে গোবর দাদা, তোর গায়ে কেন গন্ধ?'

এরা নিজের দোষটা দোষ মনে করে না। পরের দোষটাই দোষ বলে ধরে।

'তুমি আপনার দোষ কভু দেখিতে না পাও হে,
দেখি, পাইলে পরের দোষ শতমুখে গাও হে।
সদা জীবের জীবন হরি সুখে মাংস খাও হে,
তবু জীবহত্যাকারী বলে ব্যাঘ্রে দোষ দাও হে।'

অনেক মানুষ আছে, যারা নিজেদের সাময়িক সুখ নিয়ে গর্বিত হয় এবং অপরকে দুঃখী দেখে নিজের মনে আনন্দ পায়। যথাসময়ে সে ভুলে যায় যে, তারও ঐ দুঃখ অবধারিত। যুবক-যুবতীরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে, তাদেরকে ভর্ৎসনা করে। 'ঘুঁটে পুড়ে গোবর হাসে, ওরে গোবর তোরও এ দিন আছে।'

'নক্ষত্র খসিল দেখে দীপ মরে হেসে,
বলে, এত ধুমধাম, এই হল শেষে!
রাত্রি বলে, হেসে নাও, বলে নাও সুখে,
যতক্ষণ তেলটুকু নাহি যায় চুকে।'
'মেঘ বলে, সিন্ধু! তব জনম বিফল,
পিপাসায় দিতে পার একবিন্দু জল?
সিন্ধু কহে, পিতৃনিন্দা কর কোন্ মুখে?
তুমিও অপেয় হবে পড়িলে এ বুকে।'

সুতরাং তুমি কারো সমালোচনা করো না। বিশেষ ক'রে 'তোমার বাড়ি যদি কাঁচ-নির্মিত হয়, তাহলে অপরের বাড়িতে পাথর মেরো না।' কারণ জানই তো, ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। আর তাতে তোমার কাঁচের বাড়ি ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাবে।

সমালোচনামুক্ত হতে চাও? তাহলে কিছু হয়ো না, কিছু করো না। কিছু না করলে সমালোচনার পাত্র হতে হয় না। 'যত বেশি লক্ষ্য সিদ্ধির পথে তুমি এগোবে, ততই সমালোচিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে। মনে হয় সাফল্য ও সমালোচনার মাঝে একটি যোগসূত্র আছে। সাফল্য যত বেশি, সমালোচনাও তত বেশি।' 'তোমার মূল্যমান অনুসারে তোমার সমালোচনাও বৃদ্ধি পাবে।'

'সমালোচনামুক্ত কি মানুষ আছে? যে বড় কাজ করে, লোকেরা তারই সমালোচনা করে। সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য কর, তার মাঝে মড়া ফেলা হয়, মড়া ভাসে উপরে। কিন্তু তার গভীরে থাকে মণি-মুক্তা-প্রবাল-পদ্মরাগ। বনে-বাগানে কত শত গাছ রয়েছে। কিন্তু লোকেরা সব ছেড়ে দিয়ে ফলদার গাছেই

ঢিল মারে। আকাশের মাঝে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে। কিন্তু কেবল চন্দ্র ও সূর্যেই গ্রহণ লেগে থাকে।'

সুতরাং তুমি যদি 'মহান' হও, তাহলে সমালোচনা তোমার কী ক্ষতি করতে পারে? 'বিশাল সমুদ্রে রাখালে পাথর মারলে সমুদ্রের কী যায়-আসে? উজ্জ্বল নক্ষত্রে ঢিল মারলে, সে ঢিল কি তার গায়ে লাগে? জ্ঞানীর মানহানির জন্য অজ্ঞানীর কুমন্তব্য নিতান্ত অসার। তাতে জ্ঞানীর কিছু আসে-যায় না।'

যারা হীন হয়েও মহান ব্যক্তিদের সমালোচনা করে, তারা নিজেদের হীনতারই পরিচয় দেয়। মহানের মহত্ত্ব কিছুও ক্ষয় হয় না, পরন্তু হীনদের হীনতা আরো বৃদ্ধি পায়। যারা 'বড়'কে 'ছোট' করতে প্রয়াসী হয়, আসলে সমাজের চোখে তারা আরো 'ছোট' হয়ে যায়।

'শক্তি যার নাই নিজে বড় হইবারে,
বড়োকে করিতে ছোট তাই সে কি পারে?
হাউই কহিল, মোর কী সাহস ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে, তার গায়ে লাগে না তো কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তারি পিছু পিছু।'

সুফিয়ান সওরী বলেন, 'যে নিজেকে চিনেছে, তার সম্বন্ধে লোকের সমালোচনা কোন ক্ষতি করতে পারে না।'

সমালোচনা তো হবেই। সুতরাং তুমি যদি লোকের সমালোচনাকে ভয় কর, তাহলে কিচ্ছু করো না, কিচ্ছু বলো না, কিচ্ছু লিখো না এবং কিচ্ছু হয়ো না।

জেনে রেখো, তুমি সমালোচিত হলেও সমালোচক থেকে তুমিই বড়। কারণ সমালোচনা বড্ড সহজ। কঠিন হল রচনা করা।

'বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরই তরে মধুকর এত করে জাঁক!
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচো দেখে যাই।'

পক্ষান্তরে একজন লেখক, তার গঠনমূলক, সৃজনশীল ও ইতিবাচক সমালোচকদেরকে স্বাগত জানানো উচিত। 'যাঁরা সত্যপক্ষে ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখেন, তাঁরাই আসলে নিজেদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে খুশী মনে বরণ ক'রে নেন।' 'তুমি যদি সমালোচনা সহ্য ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা না রাখ,

তাহলে প্রশংসারও যোগ্য নও তুমি।'

'মহান ব্যক্তিত্বের মহানতার আন্দাজ তখনই হয়, যখন দেখা যায় যে, তিনি তাঁর সমালোচকদেরকে খুশী মনে ক্ষমা ক'রে দিচ্ছেন।'

'আশ্চর্য সেই ব্যক্তির প্রতি, যে তার সেই গুণের কথা শুনে আনন্দিত হয়, যা তার মধ্যে নেই। কিন্তু যে দোষ তার মধ্যে আছে, তার কথা শুনে সে রাগান্বিত হয়।' আশা করি, তুমি সেই ব্যক্তি হবে না।

'আমাদের সমালোচকদের গোল্লায় পাঠানোর একমাত্র উপায় হল এ কথাই বলা, আমার সমালোচক যদি আমার সমস্ত ত্রুটির কথা জানতো, তাহলে আরো জোর সমালোচনা করতে পারতো।'

সুতরাং সমালোচনা গঠনমূলক হলে অথবা নিজের মধ্যে ত্রুটি থাকলে তা মেনে নিতে কোন প্রকার অহংকার বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা উচিত নয়। উচিত নয় গোঁড়ামির অন্ধ একগুঁয়েমিকে নিজের চরিত্রে সগর্বে লালন করা। বরং উচিত হল, উদারতা প্রদর্শন করা এবং নিজেকে সংশোধন ক'রে নেওয়া।

আর ভক্তদের উচিত, সেই গঠনমূলক সমালোচনাকে সাদরে গ্রহণ ক'রে নিজেদের সঞ্চিত জ্ঞানে সংশোধন আনয়ন করা এবং সমালোচিত ভক্তিভাজনের প্রতি কেবল অন্ধ ভক্তির ফলে তা প্রত্যাখ্যান না করা।

এ কথাও সত্য যে, সমাজে বহু অবিবেচক সমালোচক আছে, অযোগ্য সমালোচক আছে। 'যারা প্রত্যেক বস্তুরই দাম জানে, কিন্তু কোন বস্তুরই প্রকৃত মূল্য জানে না, তারাই সমালোচক।'

যে খামোখা লোকের ভুল ধরে বেড়ায়, তার ভুল ছোট নয়। যারা বড়দের ভুল ধরে নিজেদেরকে 'বড়' প্রমাণ করতে চায়, তারা আসলে বড় নয়। 'নীচ ও হীন মনের মানুষেরাই বড় মানুষদের ত্রুটি খুঁজে পেয়ে তার সমালোচনায় প্রচুর আনন্দ পায়।'

'নোংরা মানুষেরাই বিখ্যাত মানুষদের ভুল আর বোকামিতে আনন্দবোধ করে।'

'কানাকড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে,
তুমি ষোল আনা মাত্র, নহ পাঁচ সিকে,
টাকা কয়, আমি তাই, মূল্য মোর যথা,
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা।'
'কহিল কঞ্চির বেড়া, ওগো পিতামহ

বাঁশবন! নুয়ে কেন পড় অহরহ?
আমরা তোমারি বংশে ছোট ছোট ডাল,
তবু মাথা উঁচু করে থাকি চিরকাল।
বাঁশ কহে, ভেদ তাই ছোটতে বড়তে,
নত হই, ছোট নাহি হই কোন মতে।'

'যে ব্যক্তি নিজের গুণ ও পরের দোষ ছাড়া অন্য কিছু দেখে না, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অন্ধই উত্তম।' সুতরাং ছিদ্রান্বেষণের অভ্যাস বর্জন কর। ভেবে দেখো, 'তুমি কারো ভুল ধরলে সে তোমার প্রতি রেগে যাবে। তোমার জ্ঞান দ্বারা সে উপকৃত হবে, অথচ সে তোমাকে নিজের দুশমন মনে করবে।'

তাছাড়া দোষ ধরে বেড়ানো সাধারণতঃ ভালো লোকের কাজ নয়। কবি বলেছেন,

'দুষ্টগণে ঘাট পেলে হাট মাঝে বলে,
অনাসে মানীর মান ফেলে দেয় জলে।
দোষ দেখে রোষ করা ইহা এক দোষ,
কেন না জানিয়া কেহ নাহি করে দোষ।
মহাজ্ঞানী হইলেও দোষশূন্য নয়,
প্রমাণ তাহার দেখ ময়ুরের পায়।'

অনেকে নিছক হিংসাবশে অথবা স্বার্থবশে অথবা শত্রুতাবশে কেবল ছোট করার জন্য নির্ভুলকে ভুল প্রমাণ করার অপচেষ্টায় সমালোচনা করে। কিন্তু 'চামচিকা যদি দিনের বেলায় চোখে দেখতে না পায়, তাহলে তাতে সূর্যের দোষ কী?'

'শত্রুতার চক্ষে গুণ দোষ ভয়ানক,
পুষ্পসম সা'দী শত্রু-চক্ষেতে কন্টক।
পারি আমি কারো হৃদে কষ্ট নাহি দিতে,
শত্রুর কী করি? সে যে স্বতঃ ক্ষুন্ন চিতে।'

ভুল করলেও 'এ সংসারে এমন কেউ নেই যে একাধারে ভুল করেই যায়। এমনকি খারাপ ঘড়িও প্রত্যহ দুইবার সঠিক সময় নির্দেশ করে।' 'পানি নোংরা হলেও তার দ্বারা আগুন নিভানো যায়।' 'আমরা সবাই চাঁদের মতো। অপর পিঠ অন্ধকারাচ্ছন্ন।' একদিকে সুনাম থাকলে অন্যদিকে দুর্নাম

থাকা অস্বাভাবিক নয়। একদিকে ভালো হলে অন্য দিকে মন্দ হওয়া অবাস্তব নয়। একদিকে ছোট হলে অন্যদিকে বড় হওয়া অলৌকিক নয়।

‘ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দুজনায় মহাতর্ক শক্তি কার বেশি।
ভিমরুল কহে, আছে সহস্র প্রমাণ,
তোমার দংশন নহে আমার সমান।
মধুকর নিরুত্তর, ছলছল আঁখি-
বনদেবী কহে তারে কানে কানে ডাকি,
কেন বাছা নতশির! এ কথা নিশ্চিত,
বিষে তুমি হার মানো, মধুতে যে জিত।’

তুমি যত বেশি ভাল লোক হবে, তোমার সামান্য দোষ তত বেশি সমালোচিত হবে। কাপড় যত সাদা হবে, তার দাগ তত স্পষ্ট হবে। লোকেরা যখন তোমার সম্পর্কে সমালোচনার কিছুই না পাবে, তখন তোমার বয়স নিয়ে সমালোচনা করবে।

তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, সমাজে গঠনমূলক সমালোচনা না হলে, মন্দকে ‘মন্দ’ বলে সাধারণ লোকেরা চিনতে পারবে না। কোন সমালোচনা, কোন প্রতিবাদ না হলে কোন অন্যায়কে মানুষ ‘অন্যায়’ বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে না।

‘দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের জন্য সমাজ ধ্বংস হয় না; সৎ মানুষের অকর্মণ্যতার জন্য সমাজের ক্ষতি হয় বেশি। যদি সৎ ব্যক্তিরা কিছুই না করেন, তাহলে সমাজে দুষ্কৃতীরাই প্রাধান্য লাভ করে।’

পরিশেষে বলি, মহানবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার (কোন মুসলমান) ভাইয়ের উপর তার সম্ভ্রম অথবা কোন বিষয়ে যুলুম করেছে, সে যেন আজই (দুনিয়াতে) তার কাছে (ক্ষমা চেয়ে) হালাল ক’রে নেয়, ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। তার যদি কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী তা হতে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেকী না থাকে, তবে তার (মযলূম) সঙ্গীর পাপরাশি নিয়ে তার (যালেমের) উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

আত্মসমালোচনা

তোমার হয়তো অভিজ্ঞতা থাকবে, 'মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝগড়া করে নিজের সাথে।' 'জ্ঞানী মানুষ নিজের মনকেই অধিক শাসিয়ে থাকে।'

'অনেক সময় নিজেকে সংশোধন ক'রে শত্রু দমন করা যায়।'

'সবথেকে কঠিন জিনিস হল নিজেকে চেনা। আর সবথেকে সহজ জিনিস হল অপরকে উপদেশ দেওয়া।'

কিন্তু 'যে মানুষ নিজ মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে, সেই হল উল্লেখযোগ্য মানুষ।' 'যে ব্যক্তি নিজের সমালোচনা করতে পারে, সেই সর্বাপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান।' 'যে মানুষ চেনে সে বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু যে নিজেকে চেনে সে সবথেকে বড় বুদ্ধিমান।'

'সেই সত্যিকারের মানুষ, যে অন্যের দোষ-ত্রুটি নিজেকে দিয়ে বিবেচনা করে।'

যে ব্যক্তি পরের ছিদ্র অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকবে, সে ব্যক্তি নিজের ছিদ্র সংশোধনে প্রয়াসী হবে। আর যে নিজের ছিদ্র অন্বেষণ করবে, সে পরের ছিদ্র অন্বেষণ করতে পারবে না।

সুতরাং পরকে ছেড়ে তুমি নিজের দোষ গণনা করায় ব্যাপৃত হও। পরের আগে ঘরের সংশোধন সাধন কর। আত্মসমালোচনায় অভিনিবিষ্ট হও। মানুষের উপকার সাধন ক'রে নিজের ত্রুটির কথা বিস্মৃত হয়ো না।

'চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।'

'সকল মানুষ যখন তোমার বাহ্যিক গুণগ্রাম দেখে প্রশংসা করবে, তখন তোমার উচিত, তোমার আভ্যন্তরীণ ত্রুটি অন্বেষণ ও বিচার করা। যাতে তুমি তোমার নিজের গোপন ত্রুটি সংশোধন করে নিজের আত্মার কাছে বিশ্বস্ত হতে পার। আর তা লোকের ঐ প্রশংসা থেকে বহুগুণ উত্তম।'

'চোখ সব কিছু দেখতে সাহায্য করে, কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না। তার জন্য মনের প্রয়োজন হয়।'

প্রকাশ থাকে যে, 'পরের দোষ ঢাকতে হবে এবং কারো ছিদ্রান্বেষণ করা যাবে না' মানে এই নয় যে, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া যাবে না এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হবে না। বরং স্বস্থানে সব কিছুই করা মুসলিমের জন্য বিধেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর

অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভায়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর ক'রে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর ক'রে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ক্রটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ক্রটি গোপন করবেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমাদ, আসহাবে সুনান)*

হা-হুতাশ করো না

জীবনে পরাজিত তুমি? অথবা লাঞ্ছিত ও অপমানিত তুমি? অথবা বঞ্চিত বা প্রবঞ্চিত তুমি? অথবা প্রতারিত বা অত্যাচারিত তুমি? অথবা রোগাক্লিষ্ট বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা শোকসন্তপ্ত তুমি?

হা-হুতাশ করো না ভাইটি! আক্ষেপ ও আফসোস করো না বোনটি! দুঃখের চাপা অন্তর্বাষ্পকে নয়নাশ্রু হয়ে প্রবাহিত হয়ে যেতে দাও। মন হাল্কা হয়ে যাবে। কান্না করলে, আল্লাহর কাছে কাঁদ। অভিযোগ করলে তাঁর কাছে কর। তবে তাঁর কাছে তাঁরই বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে বসো না। কারণ, তাতে সর্বনাশ আছে।

শত্রুকে শায়েস্তা করতে পারছ না? তোমার বিরোধীরা তোমাকে গালাগালি করছে? তাতেও দুঃখ করো না। তোমাকে কেউ 'শয়তান' বা 'কাফের' বলে গালি দিলে, তুমি তা না হলে সেই শয়তান বা কাফের। তোমাকে বলতে হবে না। এটাই আল্লাহর বিধান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন কোন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি 'ফাসেক' অথবা 'কাফের' বলে অপবাদ দেয়, তখনই তা তার উপরেই বর্তায়; যদি তার প্রতিপক্ষ তা না হয়।" (বুখারী)

তিনি আরো বলেন, "বান্দা যখন কোন কিছুকে অভিশাপ করে, তখন সে অভিশাপ আকাশের দিকে উঠে যায়। কিন্তু তাকে প্রবেশ করতে না দিয়ে

আকাশের দরজাসমূহকে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। ফলে সেখান হতে তা পুনরায় পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। কিন্তু তাকে আসতে না দিয়ে পৃথিবীর দরজাসমূহকেও বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। অতঃপর তা ডাইনে-বামে বিচরণ করতে থাকে। পরিশেষে কোন গতিপথ না পেয়ে অভিশপ্তের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু (যাকে অভিশাপ করা হয়েছে সে) অভিশপ্ত (সঙ্গত কারণে) অভিশাপযোগ্য না হলে তা অভিশাপকারী ঐ বান্দার দিকে ফিরে যায়।" (অর্থাৎ, নিজের করা অভিশাপ নিজেকেই লেগে বসে!) (আবূ দাউদ ৪৯০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৬৯নং)

বঞ্চনায়-প্রবঞ্চনায় তুমি আফসোস করো না। যে জিনিস থেকে তোমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তা তুমি কিয়ামতে পাবে।

উৎপীড়িত বন্ধু আমার! হৃদয়ের জমিতে যদি তুমি 'যদি ও হায়' রোপণ কর, তাহলে 'আফসোস'-এর কাঁটা ছাড়া কিছুই উৎপাদন হবে না।

দুনিয়াতে হয়তো এমন কিছু লোককে হারিয়ে থাকো, যাদের উপস্থিতি তোমার কোন উপকার করেনি, সুতরাং সে লোকেদের অনুপস্থিতিও তোমার কোন অপকার করবে না। অতএব সে হারানোতে তোমার আফসোস হওয়া উচিত নয়। তবে যাদের হারানোতে তোমার ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তাদের জন্য আফসোস স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই।

এ সংসারে কিছু মানুষ আছে, যাদের জন্য এ জীবন বড় বোঝা। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা এ জীবনের জন্য বড় বোঝা। তারা চলে গেলে আফসোস কীসের?

কিন্তু যারা চলে গেলে অনেক মানুষের জীবন অচল হয়ে যায়, তাদের প্রতি আফসোস তো হবেই। কিন্তু সৃষ্টির নিয়মে যা ঘটতে বাধ্য তার পশ্চাতে আফসোস আর কোন্ উপকারে আসবে? নবী-অলীগণ চলে গেছেন, তবুও জীবনের চাকা সচল আছে। তোমারও কোন জরুরী ব্যক্তিত্ব বা অবলম্বন বিদায় নিলে তোমার জীবনের চাকাও অচল হবে না।

অক্ষম হয়ো না

বিপদে পতিত বন্ধু আমার! 'জীবন যতক্ষণ আছে, বিপদ ততক্ষণ থাকবেই।' বিপদে পতিত হয়ে পথ চলতে অক্ষম হয়ে বসে পড়ো না। ওঠো, সোজা হয়ে দাঁড়াও, আবার নতুন ক'রে পথ চলতে শুরু কর।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “দুর্বল মুমিন অপেক্ষা সবল মুমিনই আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম এবং প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ আছে। তোমার উপকারী বিষয়ে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা কর এবং অক্ষম হয়ে যেয়ো না। তোমার কোন বিপদ এলে বলো না যে, ‘যদি আমি এই করতাম, তাহলে এই হত।’ বরং বলো, ‘আল্লাহ যা ভাগ্যে লিখেছিলেন এবং যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।’ কারণ ‘যদি’ শয়তানের কর্ম উদ্‌ঘাটন করে।” (মুসলিম)

হা-হুতাশে কোন ফল নেই। আফসোসে কোন লাভ নেই। সুতরাং আবার কাজ শুরু কর। ‘যে কাজ করতে গিয়ে বিফল হয়, সে তার থেকে ভালো, যে মোটেই কাজ করে না।’

আর ‘পরাজয় এক ধরনের শিক্ষা; যেখানে সত্য আরো মজবুত হতে থাকে।’ ‘পতন অনেক ক্ষেত্রে সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।’ ‘সফলতার চাইতে অসফলতাই তোমাকে অধিক শিক্ষা দিয়ে থাকে।’ ‘কোন কোন অসফলতা সফলতার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে।’

আর জেনে রেখো, ‘যে পতনকে ভয় করে, সে কোন দিন জয়লাভ করতে পারে না।’ ‘ব্যর্থ লোকেরাই ব্যর্থতাকে ভয় পায়।’

বন্ধু আমার! মনে রেখো যে, ‘তীব্র যন্ত্রণা থাকে না বেশীক্ষণ।’ সত্বর তীব্রতা দূরীভূত হয়। সুতরাং তোমার যন্ত্রণার উপশম হবে। কষ্টের মেঘ সরে যাবে। ‘সূর্য ডোবে বলেই সকাল হয়।’ তোমারও সুখের সকাল আসবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (٦) سورة الشرح

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। (আলাম নাশ্‌রাহ ঃ ৬)

‘রাত্রির অন্ধকার দেখে তুমি ভয় করো না, কারণ রাত্রির অন্ধকারের পর তোমার জন্য একটি সুন্দর দিন অপেক্ষা করছে। আর প্রভাতের সূর্য দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না, কারণ কুৎসিত একটি অন্ধকার রাত্রি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।’

অবশ্য ‘জীবনের সব সন্ধ্যাই অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। তার মধ্যে শুভসন্ধ্যারও পদার্পণ ঘটে।’

আশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছ? ‘পড়ে যাওয়াটা মানুষের বিফলতা নয়, বিফলতা হল যেখানে সে পড়ে যায় সেখানেই পড়ে থাকাটা।’

‘পথ চলতে চলতে পড়ে যাওয়াটা বিফলতা নয়, বরং পড়ে থাকাটা বিফলতা।’

সুতরাং উঠে আবার চলতে শুরু কর।

‘যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে,
বারেক হতাশ হয়ে কে কোথায় মরে?
বিপদে পতিত তবু ছাড়িব না হাল,
আজিকে বিফল হলে হতে পারে কাল।’

‘সৎ লোক ৭ বার বিপদে পড়লে আবার ওঠে, কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একেবারেই নিপাত হয়।’

‘দুঃখ, বেদনা ও অভাবকে বাধা মনে না ক’রে সেগুলিকে বরং আশীর্বাদরূপে ধরে নিও। কিছুই তোমার গতিকে রোধ করতে পারবে না। যেমন করে হোক তুমি বড় হবেই। বুক ভেঙ্গে গেছে ভয় নেই। ভাঙ্গা বুক নিয়ে আল্লাহর ভরসা করে দাঁড়াও।’

‘গাছের পাতা ঝরা দেখে ভেবে নিয়ো না যে, গাছটি মারা যাচ্ছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর, যথা সময়ে তার আবার নতুন পাতা গজাবে।’

‘শীতে ফুলের গাছ গেছে শুকাইয়া,
পাতাগুলি সমুদয় পড়েছে ঝরিয়া।
করো না করো না ভাই তাহারে ইন্ধন,
ভিতরে দেখহ তার মধুর কেমন।
বহিবে অচিরে যবে বসন্তের বায়,
হাসিবে গোলাপ তার শাখায় শাখায়।
গৌরবে তাহার হবে কানন উজ্জ্বল,
ভাবিয়ো না আজি তার জীবন বিফল।
অন্তর নয়নে দেখ, ভিতরের রূপ।
বাহির দেখিয়া শুধু হয়ো না বিরূপ।’

যেখানে তোমার সব কিছু শেষ, সেখান থেকে তোমার সব কিছু শুরু কর।

‘শেষ কহে, একদিন সব শেষ হবে,
হে আরম্ভ! বৃথা তব অহংকার তবে।
আরম্ভ কহিল, ভাই! যেথা শেষ হয়,
সেইখানে পুনরায় আরম্ভ উদয়।’

'বিফলতা আমাদের অকেজো করে, কিন্তু জীবনে যারা জয়ী হয়েছে, বিফলতার উপর ভিত্তি করেই তাদের সৌভাগ্যের প্রাসাদ রচিত হয়েছে।'

'জ্ঞানী লোকেরা কখনো পরাজয়ের পর নিরাশ হয়ে অলসভাবে বসে থাকে না। তারা চেষ্টা করে ক্ষতিটা পূরণ করতে।'

নিরাশ না হয়ে আশা রাখো আল্লাহর কাছে।

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে,
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।'

নিরাশার অন্ধকারে ভয় পেয়ো না বন্ধু! 'অন্ধকারে তুমি সাহস হারিয়ে ফেলো না, আলোর সন্ধান পাবেই।' 'যখন সব কিছু হারিয়ে যায়, ভবিষ্যৎ তখনও দাঁড়িয়ে থাকে।' 'আকাশের মেঘের ঘনঘটা দেখে ভয় পাওয়া উচিত নয়। কারণ সময় হলে মেঘ সরে যাবে।'

'মেঘ দেখে কেউ করিস্‌নে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে।'

বিপদের আশঙ্কায় তো জীবন স্তব্ধ হতে পারে না। ঝুঁকির ভয়ে তো কাজ বন্ধ রাখা চলে না। লোকে বলে, 'কামার লোহা চুরি করে।' তবুও অস্ত্র গড়তে হবে। বলে, 'স্বর্ণকার স্বর্ণ চুরি করে।' তবুও অলংকার গড়াতে হবে।

'যে জাহাজ মহাসমুদ্রে যাত্রা করে, তার ঝড়-তুফানে পড়ার ঝুঁকি আছে। কিন্তু যে জাহাজ বন্দরে থাকে সে জাহাজেরও ধীরে ধীরে মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যাবার ঝুঁকি থাকে। ঝুঁকি না নিয়ে বিজয় লাভ হয় না। বাস দুর্ঘটনায় লোক মরছে দেখে যদি কেউ বাসে না চড়ে, ট্রেন দুর্ঘটনায় মানুষ মরছে দেখে যদি কেউ ট্রেনে না চড়ে, তাহলে সে চালাক হতে পারে। কিন্তু বহু লোক বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় মারা যেতে দেখে যদি কেউ বিছানায় না শোয়, তাহলে তাকে তুমি কী বলবে?'

'একটি কথা ভেবে বল, কোন পথে নেই ঝুঁকি?
জীবন চলার পথে ঝুঁকি সবখানে দেয় উঁকি।'

পায়রা যবাই হওয়ার কথা চিন্তা করলে গমের কাছে আসবে না। তুমিও দুর্ঘটনার ভয় করলে বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারবে না। অতএব ঝুঁকি নিয়েই তোমাকে জীবন-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

তোমার 'গন্তব্যস্থল যদি অজানা থাকে, তাহলে যে কোন একটি পথ চললেই তো হয়।' কিন্তু তা তো নয়। তোমার গন্তব্যস্থল তুমি জানো,

তোমার উদ্দেশ্য তুমি মনে পোষণ কর। সুতরাং অক্ষমতা কেন? জীবনে অসামঞ্জস্য কেন? বিক্ষিপ্ত আচরণ কেন?

কিছুকে অসম্ভব মনে কর? যা অন্য লোকে পারে, তা তুমিও পারবে। তুমি চেষ্টা ক'রে তো দেখো। 'সম্ভব অসম্ভবকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথায় বাস কর? অসম্ভব উত্তরে বলল, অক্ষমের স্বপ্নে।'

অক্ষমতার দুঃখ অবশ্যই হবে তোমার। কারণ 'যে পারে, তার কাছে না পারার দুঃখটা অনেক বেশি হয়।' অতএব সমুদ্রে ঢেউ দেখে লা ডুবিয়ে দেবে কেন?

কর্মের সময় তুমি অকর্মণ্য হবে কেন? কেন তুমি কাজের সময় ঘুমিয়ে আছো? কেন তুমি বসন্তে ফুলহীন থেকে বাগানে হীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছ?

'এখনো ঘুমাও শতরূপা
তুমি এই কুসুমের মাসে নির্মুকুল!'

আর ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকো না। আর নিজের শক্তিকে চাপা দিয়ে রেখো না। আর বদ্ধ নিষ্কর্মাদের খোঁয়াড়ে নিজেকে বন্দি রেখো না। কুঁড়ি না থেকে এবার ফুল হয়ে ফুটে ওঠো।

'কুসুম-কোরকে থেকো না বন্দী থেকো না আর,
মধুর গন্ধে গন্ধবহ দিকে দিকে আজ কর প্রচার।'

তুমি কি এখনও সকালের অপেক্ষায় বিছানায় পড়ে থাকবে?

'ফুলের কুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি ঘুমিয়ে কেন ভাই?
ভোরের আলো হাসছে দেখ, রাতের কালো নাই।'

ভয় হয় তোমার? শ্রমবিমুখ তুমি? শ্রম ছাড়া কি সুখ আসে বন্ধু?

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?'

চেষ্টার পর চেষ্টা চালিয়ে যাও। দীর্ঘ পথ দেখে নিরুদ্যম হয়ে যেয়ো না।

'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?'

সফলতা ছাড়া বিফলতার জীবন নিয়ে বেঁচে লাভ কী বন্ধু? সবাই যখন এগিয়ে গেছে, তোমার তখন পিছনে পড়ে থেকে কি সুখ আছে মনে কর?

'আগে চল্ আগে চল্ ভাই,
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে

বেঁচে কী ফল ভাই।'

জীবন-যুদ্ধে কোন প্রকার ভয় না ক'রে বল,

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে,
মাঝে মাঝে তুফান মেলে-
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না।'

বিপদে-আপদে, বালা-মুসীবতে ভেঙ্গে পড়ো না বন্ধু! কাপুরুষের মতো বসে থেকে নিজের স্ত্রী-সন্তানকে অসহায় অনাহারে রেখো না।

'আসছে পথে আঁধার নেমে
তাই বলে কি রইবি থেমে?
বারে বারে জ্বালবি বাতি
হয়তো বাতি জ্বলবে না,
তাই বলে তোর ভীরুর মতো
বসে থাকা চলবে না।'

কোন বৈধ কাজ করতে সমাজকে লজ্জা করো না। কোন বৈধ বাসনা পূরণ করতে জগৎকে ভয় পেয়ো না। বঞ্চিত অধিকার ফিরে পেতে সংগ্রামে পিছ-পা হয়ো না। হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে কোন প্রয়াসে নিরুৎসাহ হয়ো না।

'ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!'

পথে তুমি একা? একাকিত্ব বোধ ক'রে নিজের আশা পূরণে তুমি পিছু হটে যাবে? না, কক্ষনো না। বরং তুমি বল,

'বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে

তবু একা বসে রব উদ্দেশ্য সাধিতে।’

হকপথে কেউ যদি তোমার সঙ্গ না দেয়, কেউ যদি তোমার মতে মত না মিলায়, কেউ যদি তোমাকে সমর্থন না করে, তাহলে তুমি একলা চলো।

‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না-ই আসে
তবে একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না কয়,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে
সবাই করে ভয়---
তবে পরাণ খুলে মুখ ফুটে তুই
একলা বলো রে।।
যদি সবাই ফিরে যায়,
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়-
তবে পথের কাঁটা তোর রক্তমাখা
চরণ তলে একলা দলো রে।।’

এ জীবন তোমার নয়

এ জীবন তোমার নয়। এ দেহ, এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক তুমি নও। এ হৃদয়-মন, এ হৃদি-স্পন্দনের মালিকানা তোমার নয়। তুমি তাতে স্বেচ্ছাচারিতার আচরণ করতে পার না।

জীবন দুর্বিষহ বিষময় হয়ে উঠলে তুমি হয়তো বিষ খেয়ে সেই বিষময়তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে চাইবে। চিত্ত-বিকারে অনেক সময় মন চাইবে আত্মহত্যা করতে।

মা-বাবার কাছে অযথা বকুনি খেলে জীবনকে ধিক্কার দিয়ে প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার অযোগ্য মনে হতে পারে।

ছেলে-বউয়ের কাছে লাঞ্ছিত হলে বৃদ্ধ বয়সে করুণা-মৃত্যু প্রাধান্য পেতে পারে।

স্বামীর কাছে উপেক্ষিত হলে দুর্বল মনে জীবনকে নষ্ট করাই উত্তম মনে হতে পারে।

স্ত্রী প্রতারণা করলে লাঞ্ছনা ও ধিক্কারে জীবনের পাতা থেকে নিজেকে মুছে

দেওয়া ভাল মনে হতে পারে।

শ্বশুর-বাড়িতে অত্যাচারিত, অপমানিত, অবহেলিত ও পদদলিত হলে বউ জীবন থেকে বিদায় নেওয়াকে নিষ্কৃতি মনে করতে পারে।

অভাবের তাড়নায় অতিষ্ঠ হলে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ মৃত্যুর পথ বেছে নিতে পারে।

বড় ধরনের অপবাদের শিকার হলে পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মান বজায় রাখাকে উত্তম মনে হতে পারে।

প্রেমিক বা প্রেমিকার কাছে উপেক্ষিত হলে অথবা প্রেমে অসফল হলে ধিক্কারে জীবন বিসর্জন দেওয়াকে ভাল মনে হতে পারে।

রোগজ্বালায় অতিরিক্ত ক্লিষ্ট হলে আরাম পাওয়ার আশায় নিজেকে হত্যা করা শ্রেয় মনে হতে পারে।

শাস্তির আঘাত অসহনীয় হলে নিজেকে একেবারে ধ্বংস করা ভাল মনে হতে পারে।

জীবনের অবলম্বন ধ্বংস হয়ে গেলে, সমস্ত ফল-ফসল দুর্যোগে নষ্ট হয়ে গেলে, ব্যবসায় সকল পুঁজির ভরাডুবি হলে আত্মহত্যায় মুক্তি আছে ধারণা হতে পারে।

কেউ মনে করতে পারে, 'চিন্তা আর চিতা দু'ই এক। তবে চিতাটা ভাল, একেবারে পুড়িয়ে মারে। কিন্তু চিন্তা সারা জীবন জ্বালায়।'

কিন্তু জীবনের বাস্তবতা এড়িয়ে যারা রেহাই বা নিষ্কৃতির লোভে নিজেদেরকে ধ্বংস করে, তারা আসলে রেহাই বা নিষ্কৃতি পায় না। যে প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমে অসফল হয়ে পর-জীবনে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আত্মহনন করে, তাদের আকাঙ্ক্ষা আদৌ পূর্ণ হয় না। পরন্তু সেখানে গিয়ে ভোগ ক'রে অতিরিক্ত শাস্তি। প্রাণ হত্যা করার শাস্তি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান ক'রে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত ক'রে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৭৮,*

মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।" *(বুখারী ১৩৬৫নং)*

আত্মহত্যা আসলে অধৈর্য হওয়ারই চরম পরিণতি। অথচ ধৈর্য হল জীবনের অন্ধকারে আলোকবর্তিকা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার আদেশ দিয়েছেন।

তাছাড়া জীবন যখন মানুষ দান করতে পারে না, তখন তা ধ্বংস করার অধিকারও তার নেই। জীবনদাতা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا} (٣٠) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। পরন্তু যে কেউ সীমা লংঘন ক'রে অন্যায়ভাবে তা করবে, আমি অচিরেই তাকে অগ্নিদগ্ধ করব এবং তা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য। (নিসা ঃ ২৯-৩০)

বলা বাহুল্য, যে জীবন তোমার সৃষ্ট নয়, সে জীবনকে নষ্ট করায় তোমার কোন এখতিয়ার নেই। দুনিয়ার যন্ত্রণা থেকে আরাম পাওয়ার আশায় পরবর্তী জীবনের দিকে দৌড়ে পালালেও পালাবার পথ নেই। কারণ যাকে তুমি মুক্তিদাতা মনে কর, সে আসলে আরো বড় জল্লাদ।

অবশ্য তোমার মনের বিশ্বাস অদৃঢ় হওয়ার ফলে এমন সিদ্ধান্ত হয়তো গ্রহণ করতে পার। যেহেতু মরণের পর তোমার কী হবে, তা জানা না থাকলে অথবা জানা থাকলেও তাতে অবিশ্বাস থাকলে অথবা অমূলক বিশ্বাস থাকলে তুমি আত্মহত্যায় প্ররোচিত হতে পার।

যেমন, তুমি যদি ধারণা কর যে, মরণের পর মানুষের আর কোন জীবন নেই। মৃত্যুর পরেই সব কিছু শেষ। তাহলে এ জীবনের কষ্ট থেকে মুক্তিলাভের আশায় তুমি আত্মহত্যা করতে পার।

যদি মনে কর, মরণের পর জীবন আছে এবং সে জীবনে তুমি তোমার মনের মানুষটির সাথে মিলিত হতে পারবে, তাহলে প্রেমে অসফল হয়ে

আত্মহত্যা ক’রে কেবল বাসা বা হোটেল পরিবর্তন করার মতো পরজীবনে গিয়ে দু’জনে মিলিত হয়ে সফল প্রেম-জীবন লাভ করবে। তাহলে তো অতি সহজে বুকে মাথা রেখে অথবা হাত ধরাধরি ক’রে বাসা বা হোটেল পরিবর্তন করাই ভালো।

তখন তুমি গাইতে পারো,

‘একদিন হবে প্রাণ অবশ্য হরণ,
তার তরে মরি সে তো সুখের মরণ।
প্রিয়তম সে আমার অতি প্রিয়তম,
মরণ তাহার পথে সুধাময় সম।
প্রকৃত প্রেমের জানো ইহাই ধরন,
নীরবে সহিয়া লয় জীবন-মরণ।
জীবন যে ধন্য তার প্রেমের পূজায়,
জীবন জুড়ায় এই মরণের পায়।’

অথবা তুমি যদি বিশ্বাস রাখ, মরণের পর আবার তোমার পুনর্জন্ম হবে এই পৃথিবীতে। অথবা জন্মান্তরে তুমি ইচ্ছামতো জন্ম নিতে পারবে, তাহলে তুমি আত্মহত্যা করতে পার। কুমোর যেমন নরম মাটিকে ইচ্ছমতো এক পাত্র গড়ে পুনরায় তা ভেঙ্গে অন্য পাত্র গড়তে পারে, তেমনি তুমিও নিজের জীবনটাকে ইচ্ছা ও মনোমতো গড়ে নেবে না কেন?

আর সেই ক্ষেত্রে সেই বহুল প্রচলিত গান তুমিও হয়তো গাইতে পার,

‘এবার ম’লে সুতো হব
তাঁতির ঘরে জন্ম নেব
পাছা-পেড়ে শাড়ি হয়ে
দুলব তোমার কোমরে!’

অথচ এসব ধারণা তোমার আদৌ সঠিক নয়, এমন বিশ্বাস তোমার যথার্থ নয়। সঠিক ও যথার্থ বিশ্বাস হল, মরণের পরে একটাই জীবন। হিসাবের পর জান্নাত অথবা জাহান্নাম। সঠিক ঈমান রেখে সৎ কাজ ক’রে ইহলোক ত্যাগ করতে পারলে জান্নাতে অবশ্য ইচ্ছাসুখ পাবে। সেখানে গিয়ে তুমি তোমার মনের মানুষটিকে চেয়ে নিতে পারবে। মনের মতো ক’রে জীবন-যাপন করতে পারবে। আর অসৎ কাজ ক’রে ইহলীলা সাঙ্গ করলে জাহান্নামে যেতে হবে। আর সেখানে কোন সুখ নেই, চাওয়া নেই, পাওয়া নেই। সেখানে

আছে শাস্তি আর শাস্তি। পরন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ। আর তার শাস্তির কথাও পূর্বে জেনেছ। তাহলে আত্মহত্যায় যে নিষ্কৃতি নেই, তা সহজে অনুমান করতে পারছ।

সুতরাং জীবন থেকে নিরাশ হওয়া হতাশগ্রস্ত বন্ধু আমার! জীবনের কঠিনতার মোকাবেলা করতে শিখো। পলায়নবাদী না হয়ে দুর্বার মনোবল নিয়ে সম্মুখীন হও জীবনের নানা বাধা ও প্রতিবন্ধকতার। জয় কর জীবনকে। বীরের মতো জীবন গড়, ভীরুর মতো মরতে চেয়ো না।

অমর জীবন

এ সংসারে মানুষের কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা হয়, তবুও সে জীবনে বাঁচতে চায়। একান্ত নিরাশ ব্যক্তি ছাড়া মরতে কেউ চায় না। অবশ্য আত্মহত্যা মহাপাপ। মৃত্যুকামনা করাও বৈধ নয়। বৈধ নয় করুণা-মৃত্যু আনয়ন করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন বিপদ-রোগ এলে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যু-কামনা না করে। আর যদি একান্ত করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ! যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে আমাকে মরণ দাও।" *(বুখারী ৫৬৭১, মুসলিম ২৬৮০ নং)*

তিনি আরো বলেন, "মৃত্যু আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তা কামনা না করে এবং তা চেয়ে দুআও না করে। যেহেতু তোমাদের কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ মুমিনের জীবন তো মঙ্গলই বৃদ্ধি ক'রে থাকে।" *(মুসলিম ২৬৮২নং)*

মরলে প্রস্তুতি নিয়ে মরতে হবে। জীবনের ক্ষেতকে দস্তুরমতো আবাদ ক'রে মরতে হবে। জীবনের ডাইরিকে নেক আমলের কালি দিয়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে সময়ের অপচয় না ঘটে।

'একটা দিন চলে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে, জীবন থেকে একটা দিন ঝরে যাওয়া।' সুতরাং জীবনকে যদি তুমি ভালোবাস, তাহলে সময়ের অপচয় করো না। কারণ জীবনটা সময়ের সমষ্টি দ্বারা তৈরী।

ছাত্র-জীবনে সময়ের অপচয় ক'রে ঠিকমতো পড়াশোনা না ক'রে, উপার্জনকালে ঠিকমতো পিতামাতার সেবা না ক'রে, সবল ও সুস্থ অবস্থায় মহান আল্লাহর ইবাদত না ক'রে যদি সময় নষ্ট ক'রে ফেলো, তাহলে

যথাসময়ে পস্তানি ছাড়া আর কী আছে বল?

সময়ের অপচয় করো না। সময় অমূল্য ধন, সদা তার সদ্ব্যবহার কর। তোমার জীবন চিরস্থায়ী নয়, সুদীর্ঘও নয়। হৃদয়ের স্পন্দন সদা যেন বলেই চলেছে, জীবন তো কয়টা মিনিট ও সেকেন্ডের নাম।

'সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের ন্যায়,
যে জন না বুঝে তারে ধিক্ শত ধিক্,
বলিছে সোনার ঘড়ি, টিক্ টিক্ টিক্।'

'তোমার জীবনও তিথিময় চাঁদের মত। যার দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পূর্ণিমা ও পরিশেষে অমাবশ্যার অন্ধকার আছে। তবে মাসের মাস নতুন চাঁদের জন্ম হয়। কিন্তু তোমার জীবনের পুনর্জন্ম কেবল একটাই।'

'মানুষের প্রত্যেকটি শ্বাস হল মৃত্যুর দিকে ধাবমান এক একটি পদক্ষেপ।'

'জন্ম-মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।'

মরণ কামনা করা বৈধ নয়। মু'মিনের দীর্ঘ জীবন তার উপকার সাধন করে। কিন্তু আয়ু দীর্ঘ হলে পার্থিব অশান্তি ভুগতেই হয়---এটাই নিয়ম। তবে স্থবিরতা নিশ্চয় কাম্য নয়। তাতে ছেলে-বউয়ের নিকট থেকে প্রাপ্য শুধু লাঞ্চনা ও গঞ্জনা। বাড়ির একটা ভাঙ্গা খাট অথবা আলমারির মতো একটা বুড়ো অথবা বুড়ির মান। এক জীবন ছিল, যখন সবাই চেয়েছে, তুমি দিয়েছ। আর এখন তুমি নিজেই ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে আছ অন্যের দিকে। সে জীবনও কি জীবন? তুমি দিয়েছ আনন্দের সাথে, এখন তোমাকে দেয় বিরক্তির সাথে। তাতে কি তোমার মনে ব্যথা লাগে না? কিন্তু তোমার মতো বুড়ো-বুড়ি ছাড়া কে বুঝে সে ব্যথা?

সে সময় হয়তো তুমি চাইবে মৃত্যুর করুণা। কিন্তু তার জন্য তো প্রস্তুতি চাই। 'মৃত্যুর চেয়ে কঠিন হচ্ছে জীবন। কেন না, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ জীবনেই ভোগ করতে হয়। আর মৃত্যু তা থেকে মুক্তি দেয়।' যদি না তার পরে পারলৌকিক কোন শাস্তি ভোগ করতে হয়।

জীবনে কত মারাত্মক বিপদ আসে, কত দুর্ঘটনা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। মরতে গিয়ে যে ফিরে আসে, সে এক নতুন জীবন পায়। আর সে জীবন হয় পূর্বাপেক্ষা উত্তম। 'মরণ যখন খুব কাছে এসে চলে যায়, তখন জীবনকে এক নতুন রঙ ও স্বাদে পরিপূর্ণ ক'রে দিয়ে যায়।' এ জীবন হয়

আমল-আখলাকে ভরা, ঈমানী আলোয় আলোকিত।

মরতে সকলকে হবে, ধীরে-ধীরে অথবা অকস্মাৎ। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে সর্বদা। এ জীবন পরজীবনের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। ফসল বুনে নিতে হবে সে ক্ষেতে। যাতে কাল খামার-ভরা ফসল দেখতে পাই। আজকের জন্যও রেখে যেতে হবে স্মৃতি। দুনিয়াতেও ছেড়ে যেতে হবে আমার পদচিহ্ন। এই স্মৃতি ও পদচিহ্ন হবে আমার কালকের বেহেশ্‌তী পথের মাইল-স্টোন।

'আমি চলে গেলে কেউ যদি আমার জন্য না কাঁদে, তবে আমার অস্তিত্বের কোন মূল্য নেই।'

'আমাকে সব সময় মনে রাখতে হবে, আমার জন্মটা যেন মৃত্যুর মধ্যেই শেষ না হয়ে যায়।'

কবির মতো আমার মন যেন গাইতে পারে,

'মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।'

পরকালের পথিক বন্ধু আমার!

'প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
তুমি মাত্র কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে।
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।'